NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সুফিয়া কামাল আজও প্রাসঙ্গিক

থানায় ধর্না বিবস্ত্র ধর্ষিতার ৭

কলকাতা ২৯ অগস্ট ২০২৪ ১২ ভাদ্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৮০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.8.2024, Vol.18, Issue No. 80 8 Pages, Price 3.00

বদলা নয় স্লোগান বদল করে ফোঁস করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১১ সালে বাংলায় পালাবদলের নির্বাচনের আগেই তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্লোগান দিয়েছিলেন ‘বদলা নয়, বদল চাই’। বার্তা ছিল; তিনি প্রতিহিংসা বা বদলের রাজনীতি করতে চান না। যারা ক্ষমতাচ্যুত, তাদের উপর যেন ‘বদলা’ না নেওয়া হয়। কিন্তু ১৩ বছর পরে সেই স্লোগানই বদলের ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা।

বুধবার মেয়ো রোডের জমায়েতের মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, ‘আমায় অনেক গালাগালি দিয়েছেন। অনেক অসম্মান করেছেন। আমি অনেক ভেবেছি। আমি ভেবে দেখলাম, এদের বিরুদ্ধে কোনও দিনও বদলা নিইনি। আমরা বলেছিলাম বদলা নয়, বদল চাই। আজ বলছি, ওই কথা নয়। আজ বলছি, যেটা করার দরকার, সেটা আপনারা ভাল বুঝে করবেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি অশান্তি চাই না। কিন্তু কুৎসা, অপপ্রচার এবং চক্রান্ত করে যে আপনাকে রোজ কামড়াচ্ছে, তাকে আপনি কামড়াবেন না ঠিকই। কিন্তু ফোঁস তো করতে পারেন।’

অন্য রাজ্যের যাঁরা বাংলায় রয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশেও বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। তাঁর কথায়, ‘বাইরের যাঁরা বাংলায় আছেন, তাঁরা নিজের মনে করে থাকুন। বিজেপির সঙ্গে মিশে গিয়ে পুলিশকে পেটালেন! মনে রাখবেন, আপনাকেও কিন্তু কেউ গায়ে হাত দিতে পারে। আমি সেটা চাই না। আমি মৃত্যু চাই না। কিন্তু বাংলায় থাকতে গেলে ভালবেসে থাকতে হবে। এত দুর্বল ভাবার কোনও কারণ নেই।’

বুধবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সভার মঞ্চ থেকে মমতা যা বলেছেন, তাকে ‘নতুন করে হিংসার প্ররোচনা’ বলে অভিহিত করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর মতে, ‘এটা বাংলার মানুষের উপর আক্রমণে উস্কানি।’ সুকান্ত বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মানুষের উপর আক্রমণ করতে উস্কানি দিয়েছেন। সাংবিধানিক পদে থেকে তিনি ফোঁস করতে বলেছেন তাঁর দলের হার্মাদদের।’ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে হিংসায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠিও লিখেছেন সুকান্ত।

মমতা অবশ্য বাতলে দিয়েছেন, কী ভাবে ‘ফোঁস’ করতে হবে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং একটি গোখরো সাপের গল্প শুনিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এক বার একটা গোখরো সাপ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে গিয়ে বলেছিল, ঠাকুর আপনি আমাকে কামড়াতে বারণ করেছেন। কিন্তু আমায় ওরা রোজ ইট মারে। আমার রক্ত ঝরে। আমার যন্ত্রণা হয়। রামকৃষ্ণ তাকে বলেন, আমি তোমাকে কামড়াতে বারণ করেছি। কিন্তু ফোঁস করতে তো বারণ করিনি।’ ভিড়ে ঠাসা সমাবেশের উদ্দেশে মমতা বলেন, ‘আগামী দিন আপনাদের কাজ হচ্ছে চক্রান্তকারীদের মুখোশ খুলে দেওয়া। দিয়ে ফোঁস করতে শিখুন, ফাঁস করতে শিখুন।’

বিরোধী বিজেপির উদ্দেশে তিনি যে ‘হুঁশিয়ারি’ দিচ্ছেন, তা মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্যে গোপন থাকেনি। মমতা জানিয়েছেন, ‘ধৈর্য্যচ্যুতি’ হলে তিনি যে কী করতে পারেন, সে ব্যাপারেও কারও ধারণা নেই। তাঁর কথায়, ‘আমি এখনও সহ্য করছি। ধৈর্য ধরে আছি। সহ্যের সীমা পার করে গেলে আমি যে কী করতে পারি, তা কারও জানা নেই। কারণ, আই অ্যাম দ্য প্রোডাক্ট অফ মুভমেন্ট। আন্দোলনে আমার জন্ম। আন্দোলনেই আমার মৃত্যু হবে।’

ধর্ষণ রুখতে বিল আনছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো ধর্ষণ রুখতে কঠোর বিল আনছে রাজ্য সরকার। ধর্মতলায় ছাত্র সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষকদের জন্য চরমতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে রাজ্যে নিজস্ব আইন তৈরির কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, দশ দিনের মধ্যে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে এই বিল পেশ করবে রাজ্য সরকার। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই বিল আনার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রীসভা। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ওই বিল আনার জন্য সেপ্টেম্বর মাসে দুই ও তিন তারিখে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন বসবে। অধিবেশন ডাকার জন্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি চিঠি দিচ্ছেন। আপাতত ঠিক হয়েছে দু-দিন বিধানসভার অধিবেশন চলবে। দু-তারিখ প্রথম দিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সদ্যপ্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতিতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে। তার পর অধিবেশন দিনের মতো মুলতুবি করে দেওয়া হবে। তিন তারিখে প্রস্তাবিত বিলটি বিধানসভায় পেশ করা হবে। মহিলাদের ধর্ষণ বা ধর্ষণ করে খুন করার ঘটনায় চরমতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে এই আইন আনা হচ্ছে বলে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন।

বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টার বন্‌ধে মিশ্র প্রভাব রাজ্যে

বড়বাজার কালাকার স্ট্রিট

বন্‌ধে বড় কিছু হয়নি, দাবি লালবাজারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপির ডাকা বাংলা বন্‌ধে শহরে তেমন কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি করল কলকাতা পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় লালবাজারে সাংবাদিক বৈঠকে যুগ্ম কমিশনার (সদর) মিরাজ খালিদ বলেন, ‘বন্‌ধে বড় কিছু হয়নি। কিছু মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’ তিনি জানান, বন্‌ধের শহরে মোট ৭৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে ৬৪ জন পুরুষ। ১২ জন মহিলা। অন্য দিকে, মঙ্গলবার ‘পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ’-এর ডাকা নবান্ন অভিযানে অশান্তির ঘটনার এ পর্যন্ত মোট ১৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন খালিদ।

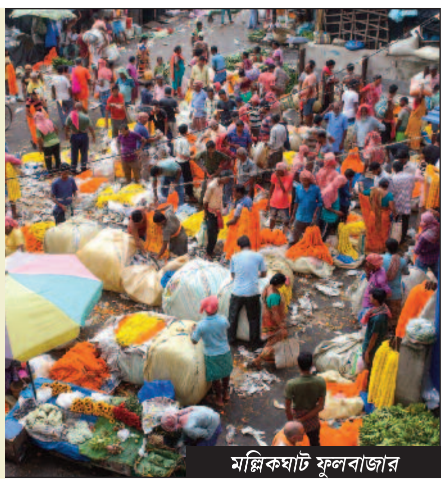

মল্লিকঘাট ফুলবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টার বাংলা বন্‌ধের প্রভাব পড়েছে বেশ কিছু জায়গায়। বুধবার সকাল থেকে শহরজুড়ে লক্ষ্য করা গিয়েছে বন্‌ধের মিশ্র প্রভাব। বিভিন্ন জেলায় প্রভাব অনেক বেশি পড়লেও শহর কলকাতায় ছবিটা খানিকটা হলেও অন্যরকম।

এদিন মূলত মধ্য এবং উত্তর কলকাতায় কিন্তু বন্‌ধের বিচ্ছিন্ন সব ছবি ধরা পড়েছে। বেলা গড়াতে দক্ষিণ কলকাতায় অবশ্য পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়। নিয়ন্ত্রণে আসে সবকিছুই। তবে সকালের দিকে গড়িয়াহাট মোড়ে দফায় দফায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। মধ্য কলকাতায় মুরলীধর সেন অর্থাৎ বিজেপির সদর কার্যালয় থেকে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে একেবারে হাঁটতে থাকেন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে। এরপর কিছুটা গিয়ে তিনি ফের পার্টি অফিসের দিকেই ফিরে আসেন। পুরো সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে বেশ কিছুক্ষণের জন্য কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। বিজেপি কর্মী সমর্থক এবং পুলিশের মধ্যে ধস্তাধস্তির পরিস্থিতিও তৈরি হয়।

অন্যদিকে, ধর্মতলা মেট্রো স্টেশন থেকে শুরু করে খাদ্য ভবন এবং নিউমার্কেট এলাকায় বন্ধের ব্যাপক প্রভাব চোখে পড়েছে এদিন। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের শাটার নামিয়ে দেন বনধ সমর্থকরা। এরপরই মেট্রো স্টেশন অবরোধ করে বিজেপি। বন্‌ধের সমর্থনে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় গড়িয়াহাট মোড়ে। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাধে বন্‌ধ সমর্থকদের। প্রথমে লকেট চট্টোপাধ্যায়, তারপর রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ও অগ্নিমিত্রা পলের মতো নেত্রীদের আটক করে পুলিশষ তাঁদের দেখে ওঠে গো-ব্যাক স্লোগান। মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানকে ঘিরে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। বিক্ষোভকারীরা একের পর এক ব্যারিকেড ভাঙলে পালটা লাঠিচার্জ করে পুলিশ। ছোড়া হয় কাঁদানে গ্যাস। পুলিশি আক্রমণের অভিযোগ এনে বুধবার বাংলা বন্‌ধের ডাক দেয় বিজেপি।

‘এনাফ ইজ এনাফ…’

দেশে নারী নির্যাতন নিয়ে উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৮ অগস্ট: দেশ জুড়ে মহিলাদের উপর অত্যাচারের সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আরজি কর-কাণ্ডের আবহে তাঁর বার্তা, ‘কোনও সভ্য সমাজ কন্যা ও বোনেদের উপর এই ধরনের নৃশংসতা বরদাস্ত করতে পারে না।’ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা এবং তার পর প্রতিবাদ পর্বের প্রসঙ্গও এসেছে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎকারে। সরাসরি কোনও নাম না করে তিনি বলেন, ‘এমনকি, যখন পড়ুয়া, চিকিৎসক এবং নাগরিকেরা কলকাতায় বিক্ষোভ করছিলেন, তখন অপরাধীরা অন্যত্র তাণ্ডব চালিয়েছে। নাবালিকারাও তাদের শিকার হয়েছে।’ এর পরেই তাঁর মন্তব্য, ‘এনাফ ইজ এনাফ (অনেক হয়েছে)।’ নাবালিকা নির্যাতনের কথা বলে তিনি মহারাষ্ট্রের বদলাপুরের সাম্প্রতিক ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে এসেছে ২০১২ সালে দিল্লির গণধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার প্রসঙ্গও। রাখিবন্ধন উৎসবের দিন একদল স্কুলপড়ুয়ার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘তারা আমাকে সরল ভাবে প্রশ্ন করেছিল যে, ভবিষ্যতে যে নির্ভয়ার (দিল্লির নির্যাতিতা যে নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন) মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না, সে বিষয়ে কি তারা নিশ্চিত হতে পারে।’ হাসপাতালে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, গোটা দেশেই নারীদের সুরক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চলছে। এই পরিস্থিতিতে নারীসুরক্ষা নিয়ে সওয়াল করে রাষ্ট্রপতির মন্তব্য, ‘আমাদের সমাজের একটি সৎ এবং নিরপেক্ষ আত্মদর্শনের প্রয়োজন। নিজেকে কিছু কঠিন প্রশ্ন করুন। প্রায়শই এক জন মহিলাকে ‘কম মানুষ’, ‘কম শক্তিশালী’, ‘কম সক্ষম’, ‘কম বুদ্ধিমান’ হিসাবে দেখা হয়। এটি অসুস্থ মানসিকতার লক্ষণ।’

ভাটপাড়ায় বিজেপি নেতার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি-বোমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়ায় বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বুধবার সকাল আটটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ভাটপাড়া থানার কলাবাগান মোড় সন্নিহিত এলাকায়।

জানা গিয়েছে, বন্‌ধের দিন সকালে কয়েকজন দলীয় কর্মী নিয়ে কাঁকিনাড়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে জগদ্দলের মেঘনা মোড় প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের অফিসে আসছিলেন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে। অভিযোগ, অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিল পেরোতেই রাস্তায় জেটিং মেশিন দাঁড় করিয়ে প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের গাড়ি আটকানো হয়। প্রিয়াঙ্গুর অভিযোগ, তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় একদল দুষ্কৃতী। গাড়ির সামনে ওরা বেশ কয়েকটি বোমাও মারে। তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ প্রিয়াঙ্গুর। হামলায় প্রিয়াঙ্গু-সহ পাঁচ-ছয়জন আহত হয়েছেন। প্রিয়াঙ্গুর এক সঙ্গী রবি সিং এবং তাঁর গাড়ির চালক রবি কুমার বর্মার আঘাত গুরুতর। রবি সিংকে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আহত দলীয় কর্মীদের দেখতে হাসপাতালে আসেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং এবং তাঁর পুত্র ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং। হাসপাতালে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং পুলিশের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে ছয় রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। ওরা সাত-আটটা বোমা চালিয়েছে। আর পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। তাঁর দাবি, এতবড় ঘটনা ঘটে গেল। অথচ পুলিশ তৃণমূলের তাবেদারিতে ব্যস্ত। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে প্রিয়াঙ্গুকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের দাবি, ওখানে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেনি। যেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সম্ভবত সেটা ২০১৯ সালের।

ভাটপাড়ায় গুলি কান্ড নিয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া, ঘটনার ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে ইতিমধ্যে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ধৃত চারজনকে সেই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে। পাড়াগত বিবাদ নাকি ব্যক্তিগত কারণে এই ঘটনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উচ্চ প্রাথমিকে ১৪ হাজার প্রার্থীর নিয়োগের জট কাটল হাইকোর্টে

চার সপ্তাহে প্রকাশ করতে হবে মেধাতালিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের জট কাটল কলকাতা হাইকোর্টে। ১৪ হাজারের বেশি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য নতুন করে মেধাতালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিল আদালত। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে মেধাতালিকা প্রকাশ করতে বলা হয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে (এসএসসি)। তার পরের চার সপ্তাহের মধ্যে কাউন্সেলিং করতে হবে। এমনটাই নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। এর ফলে সাত বছরের নিয়োগ-জট কাটল।

২০১৫ সাল থেকে উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়া ঝুলে রয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশে বার বার এই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে গিয়েছে। ২০২০ সালে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি বাতিল করে দিয়েছিল উচ্চ আদালত। ২০২৩ সালে প্যানেল প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছিল হাইকোর্ট। তখন ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছিল, প্যানেল প্রকাশ করা যেতে পারে, তবে কাউকে নিয়োগের সুপারিশ করতে পারবে না এসএসসি। তার পরে মামলাটি যায় নতুন ডিভিশন বেঞ্চে। গত ১৮ জুলাই বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে এই সংক্রান্ত শুনানি শেষ হয়েছে। বুধবার রায় ঘোষণা করা হল।

উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একাধিক ত্রুটির অভিযোগ তুলে ধরে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। ২০২৩ সালে শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া থেকে ১,৪৬৩ জনকে বাদ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। মামলাকারীরা জানান, ওই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে, চাকরিপ্রার্থীদের তা জানানো হয়নি। পরে চার বার তা খতিয়ে দেখে এসএসসি। শেষে ইন্টারভিউ থেকে বাদ পড়েন ৭৪ জন। সে ক্ষেত্রেও সঠিক নিয়ম মানা হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে।

এসএসসির নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ছিল, সংরক্ষণ নীতি মানা হয়নি কাউন্সেলিংয়ের সময়। তপসিলি জাতি এবং জনজাতিদের সংরক্ষণ নিয়ে একাধিক প্রশ্ন ওঠে। এমনকি, সেখানে মহিলাদের সংরক্ষণ নিয়েও ত্রুটি ছিল বলে আদালতে জানান মামলাকারীদের আইনজীবী। ওএমআর শিটেও গোলমালের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল আদালতে। দীর্ঘ সাত বছর ঝুলে থাকার পর অবশেষে উচ্চ প্রাথমিকের ওই ১৪০৫২টি পদে নিয়োগের জন্য নতুন মেধাতালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। আদালতের নির্দেশে শীঘ্র নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে, আশাবাদী চাকরিপ্রার্থীরা।

সন্দীপকে সাসপেন্ড করল আইএমএ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে সাসপেন্ড করল সর্বভারতীয় চিকিৎসক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)। আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করেছে সংগঠনটি। বুধবার সন্দীপের কাছে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। আইএমএ জানিয়েছে, আরজি করে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে এবং অন্য চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে সন্দীপের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

‘নরমে-গরমে’ জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার আবেদন মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের প্রেক্ষিতে টানা কর্মবিরতি চালাচ্ছেন সরকারি হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তারেরা। বুধবার তাঁদের আরও এক বার কাজে ফেরার আবেদন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশিই তাঁর কণ্ঠে ‘প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি’ও শোনা গেল। মুখ্যমন্ত্রীর ‘হুঁশিয়ারির’ জবাবও এল জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে। যে জবাবে এটাও স্পষ্ট করে বলা রইল যে, কর্মবিরতি উঠছে না। মেয়ো রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) সভায় বুধবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতার বক্তৃতা যখন একেবারে শেষ পর্যায়ে, প্রায় তখনই আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিল শুরু করেছিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা থেকে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে সমর্থনই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, ‘আমরা কিন্তু ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিইনি। কারণ, ওরা বন্ধুর জন্য আন্দোলন করছে। দিল্লিতে কিন্তু ওরা ডাক্তারদের বিরুদ্ধে এফআইআর করে দিয়েছিল। যে কারণে সুপ্রিম কোর্টকে বলে দিতে হয়েছে, ডাক্তারেরা কাজে ফিরলে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।’ বক্তৃতা আরও কিছু এগোনোর পরে মমতা বলেন, ‘জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতি আমার সমর্থন আছে। কিন্তু আপনাদের একটু মানবিক হওয়ারও আবেদন করব। সুপ্রিম কোর্টও আপনাদের অনুরোধ করেছে। অনেক গরিব মানুষ চিকিৎসা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন। অনেকে মারা গিয়েছেন।’

‘জনগণ জেগেছে, তৃণমূলকে পালাতে হবে’, হুঙ্কার শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার সন্ধ্যাতে হাওড়ার সন্ধ্যা বাজার এলাকাতে নবান্ন অভিযানে পুলিশের লাঠিতে আহত হওয়া আন্দোলনকারীদের দেখতে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাদের হাসপাতালে চিকিৎসা সহ পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সাহায্য করার কথাও জানিয়ে শুভেন্দু রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়ে বলেন, ‘জনগণ জেগেছে, এদের পালাতে হবে’। তিনি আরও বলেন, ‘গতকাল অরাজনৈতিক নবান্ন অভিযানে অংশ নেওয়া শারীরিক ভাবে বিশেষ সক্ষম ব্যক্তির উপরেও পুলিশ বর্বরোচিত আক্রমণ করেছে। সে পালিয়ে যেতে পারবে না জেনেও তার উপরে লাঠি, কাঁদানে গ্যাসের আক্রমণ করেছে পুলিশ।’ শুভেন্দুর দাবি, ‘অত্যাচারীরা শেষ কথা বলে না, না হলে আজও ভারতে ব্রিটিশ, মুগল-পাঠানদের রাজত্ব চলত। এরপর নবান্ন, কালীঘাট, লালবাজার অভিযান হবে। জনগণ জেগেছে, এদেরকে পালাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য আজকে রেখেছেন তার বিষয়ে আগেই বলেছি, এখন বলছি অবাঙালীদের এরা বহিরাগত বলে। অথচ তার দলের মধ্যেই অনেক অবাঙালীদের মাধ্যমেই ভোট করান তিনি। রাজ্যে বহু অবাঙালী আছেন যারা বহু প্রজন্ম ধরে এই রাজ্যে বসবাস করছেন, তারা সকলেই ভারতীয়।’

এরাজ্যে যা চলছে মানুষ তার জবাব দিচ্ছে। এরপর একসাথে নবান্ন, কালীঘাট ও লালবাজার তিন জায়গায় অভিযান হবে। অরাজনৈতিক ভাবে, জাতীয় পতাকা নিয়ে। পুলিশ দিয়ে এই আন্দোলন দমানো যাবেনা। এই সরকার পুলিশ নির্ভর হয়ে গেছে। যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের সেবাদান করবে বিজেপি। নার্সিংহোমের খরচ-সহ আগামী একমাসের সংসারের খরচ দেওয়া হবে বলে জানান শুভেন্দু অধিকারী। কারণ এরা প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষ। পাশাপাশি আইনি সহায়তায় দেওয়া হবে।

তৃণমূল, বিজেপির স্লোগান ঘিরে উত্তপ্ত জগদ্দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল বিজেপির স্লোগান পাল্টা স্লোগান ঘিরে তপ্ত জগদ্দলের মেঘনা মোড় এলাকা। বনধের দিন বুধবার সকাল ১১-১৫ মিনিট নাগাদ বনধের বিরোধিতা করে জগদ্দলের মেঘনা মোড়ে জমায়েত হয় তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম, ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ, সিআইসি অমিত গুপ্তা, প্রাক্তন পুর প্রশাসক গোপাল রাউতরা মেঘনা মোড়ে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। বনধের সমর্থনে দলীয় কর্মীদের নিয়ে মেঘনা মোড়ে হাজির হন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। দু'পক্ষের স্লোগান পাল্টা স্লোগানে তপ্ত হয়ে ওঠে মেঘনা মোড় চত্বর। উত্তেজনা এমন জায়গায় পৌঁছয় উভয় পক্ষ একে অপরের দিকে তেড়ে যায়। দু'পক্ষের মধ্যে কিছুক্ষন তুমুল ধস্তাধস্তি বেধে যায়। উপস্থিত পুলিশ কর্মীরা দু'পক্ষকে সরিয়ে দেবার বারবার চেষ্টা করেন।

অবশেষে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস ঘটনাস্থলে পৌঁছে তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেন। ঘটনা নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, ‘পার্থ ভৌমিক মেঘনা মোড়ে বসে উস্কানি মূলক কথাবার্তা বলছিল। গুন্ডাদের নিয়ে তৃণমূল এলাকা দখল করতে চাইছে। পুলিশ গুন্ডা একত্রিত হয়ে অশান্তি পাকাতে চাইছে। কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবে।’ তাঁর দাবি, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গণতন্ত্র বিরোধী। উনি শাসনতন্ত্র চালাতে চাইছেন। এই শাসনতন্ত্র ওনাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবে।’ অপরদিকে ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, ‘ওরা মেঘনা মিল জোর করে বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল।’ খবর পেয়ে তাঁরা এসে প্রতিবাদ জানায়। প্রাক্তন সাংসদ নিজে বেরিয়ে এসে মেঘনা মোড়ে গণ্ডগোল পাকিয়েছেন বলে দাবি করেন দেবজ্যোতি।

বনধ রুখতে তৃণমূলের গুন্ডা আর পুলিশ পথে নেমেছে, কটাক্ষ অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বনধের সমর্থনে মঙ্গলবার রাতে টোটো নিয়ে নৈহাটিতে প্রচারে বেরিয়েছিলেন বিজেপি কর্মী সৌমদীপ মোদক ওরফে রিমো। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী। অভিযোগ, তৃণমূলের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনী বেধড়ক পেটায় ওই দু'জনকে। বুধবার রাতে আহত দলীয় কর্মী রিমোকে দেখতে নৈহাটির জান মহম্মদ ঘাট রোডের বাড়িতে গেলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি দাবি করেন, তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি ধ্বসে গিয়েছে। তাই বনধ আটকাতে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী ও পুলিশকে ময়দানে নামতে হয়েছে।

নৈহাটিতে বিজেপি কর্মীদের ‘মারধর’

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বনধের সমর্থনে প্রচারে বেরোনোয় ক্ষোভে মঙ্গলবার রাতে বিজেপি কর্মীদের বেদম প্রহার করার অভিযোগ উঠল নৈহাটিতে। বুধবার ১২ ঘণ্টার বনধ ডেকেছিল গেরুয়া শিবির। সেই বনধের সমর্থনে ওইদিন রাতে নৈহাটিতে টোটো নিয়ে প্রচার করেছিলেন নৈহাটি মন্ডল-২ এর ওবিসি মোর্চার প্রাক্তন সভাপতি সৌমদীপ মোদক। সঙ্গে ছিলেন শিক্ষক নেতা কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী। অভিযোগ, প্রচার শেষে বাড়ির কাছে পৌঁছতেই তৃণমূলের লোকজন সৌমদীপের ওপর চড়াও হয়। তাঁকে বেধড়ক পেটায়। যেই টোটো নিয়ে তাঁরা প্রচারে বেরিয়েছিলেন। সেই টোটোতে হামলাকারীরা ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। ওই শিক্ষক

নেতাকেও মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ। প্রাণ বাঁচাতে কোনওক্রমে ছুটে ঘরে ঢুকে যান ওই বিজেপি কর্মী সৌমদীপ। অপরদিকে নৈহাটির গৌরীপুর সিং ভবন নামক অনুষ্ঠান বাড়িতেও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মারধর করা বিজেপির সক্রিয় কর্মী তথা অনুষ্ঠান বাড়ির মালিক বিকাশ সিংকেও। অনুষ্ঠান বাড়ির অফিসেও ব্যাপক ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। যদিও অনুষ্ঠান বাড়িতে হামলার ঘটনা নিয়ে নৈহাটি পুরসভার সিআইসি সনদ দে বলেন, ‘অর্জুন সিং ও তাঁর লোকজন দিয়ে সিং ভবনে ভাঙচুর চালিয়ে তাদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। ওই ঘটনায় তৃণমূলের কেউ জড়িত নয়।’

রাজ্যে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ আনছে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ফের তৈরি হচ্ছে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ। বিভিন্ন দফতরে ৬৭৩ টি নতুন পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারের বিভিন্ন দফতরে এই পদগুলি তৈরির সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে আগামী দিনে সরকারি চাকরি প্রত্যাশী যুবদের সামনে সম্ভাবনার নতুন দরজা খুলে যেতে চলেছে। এছাড়াও এদিন রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। সমস্ত দফতরকে কাজে গতি আনার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশি সন্দেহে প্রতিবেশী ওড়িশায় এ রাজ্যের শ্রমিকদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। যা নিয়ে আগেই তৎপর হয়েছে রাজ্য সরকার। এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি ওড়িশা সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা এবং স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে। মঙ্গলবারে ছাত্র সমাজের ব্যানারে ডাকা নবান্ন অভিযানে আহত হয়েছেন বহু পুলিশ কর্মী। তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিজের নিজের এলাকার আহত পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। যারা আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য মন্ত্রীদের তিনি নির্দেশ দেন।

জাতীয় শিক্ষা পুরস্কার পাচ্ছেন বঙ্গের দুই শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামনেই শিক্ষক দিবস। প্রতিবছর এই দিনে জাতীয়স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানস্বরূপ নির্বাচিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ সম্মান প্রদান করে থাকে কেন্দ্র সরকার। পুরস্কার প্রাপকরা সকলেই রাষ্ট্রপতির হাত থেকে জাতীয় শিক্ষক পুরস্কৃত হন।

আইনজীবীর নাম শুনেই বনধ বিরোধিতা মামলা খারিজ কলকাতা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বনধ বিরোধিতায় করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। মামলা দায়েরের নিয়ম না মানায়, তা খারিজ করা হয়েছে বলেই আদালত সূত্রে খবর।

নবান্ন অভিযানে পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ তুলে বুধবার ১২ ঘণ্টার বাংলা বনধের ডাক দিয়েছে বিজেপি। সাংবাদিক বৈঠক করে বাংলা বনধের ঘোষণা করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। আর ঠিক তারপরই সাংবাদিক বৈঠক করে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বাংলা বনধ কোনও ভাবেই সমর্থন করছে না রাজ্য সরকার। স্কুল-কলেজ-দোকানপাট সব খোলা রাখার দাবি জানিয়েছে সরকার। এরপর মঙ্গলবার রাতেই বনধের বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টের জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন সঞ্জয় দাস নামে এক আইনজীবী। দ্রুত শুনানির আর্জি জানান তিনি। বুধবারের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি কেবল আইনজীবীর নাম শোনা মাত্রই এই মামলাটি খারিজ করে দেন। প্রধান বিচারপতি মনে করিয়ে দেন, এই আইনজীবীই এর আগে বিচারপতি অমৃতা সিনহার

ঘর থেকে ‘পুলিশি ইন-অ্যাকশনের’ মামলা সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন। আদালত সূত্রে জানা যায়, সেক্ষেত্রেও বেশ কিছু ভুল তথ্য দিয়েছিলেন ওই আইনজীবী। মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতির কাছে ভর্ৎসিতও হয়েছিলেন তিনি। এদিন শুরুতেই আইনজীবীর নাম শোনা মাত্রই মামলা খারিজ করে দেন প্রধান বিচারপতি। সঙ্গে আগের মামলাটির ক্ষেত্রে তাঁর ‘অসত্য’ তথ্য দেওয়ার বিষয়টিও স্মরণ করিয়ে দেন ওই আইনজীবীকে। এদিন আর কারোর বক্তব্য না শুনেই মামলাটি খারিজ করে দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এজি স্বয়ং আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কথাও শোনেননি প্রধান বিচারপতি।

পুরুষ পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে নগরপালকে চিঠি মীনাক্ষীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ৯ই অগাস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে আর জি কর হাসপাতালের সামনে সেদিনই প্রতিবাদে বসেছিলেন সিপিএম যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। এরই মাঝে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ আরজি কর হাসপাতালের মর্গ থেকে পুলিস মৃতদেহ নিয়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সেই মৃতদেহ আটকে নিহতের পবিবারের লোকের সঙ্গে কথা বলতে চান মীনাক্ষী। একইসঙ্গে জানতে চান যে পুলিশের কেউ তাদের উপর প্রশাসনিক প্রভাব খাটাবার চেষ্টা করছে কিনা। বাম যুবনেত্রীর দাবি, সেই সময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে পুরুষ পুলিশই বিনা প্ররোচনায় সচেতনভাবে ও ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর বুকে ধাক্কা মারে, সজোরে ঘুষি চালায় বেশ কয়েকবার, মহিলা পুলিশ ছাড়াই বহু সংখ্যক পুরুষ পুলিশ তাঁকে ধাক্কা দেয় ও মারে। এই ঘটনারই প্রেক্ষিতে সেদিনের ওই সব পুলিশের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত করে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে বুধবার পুলিস কমিশনারকে চিঠি লেখেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে লেখা চিঠিতে মীনাক্ষী লেখেন, ‘গত ৯ই অগাষ্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে যে নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটে তার প্রতিবাদে আরজি কর হাসপাতালের সামনে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছিলাম। এই অবস্থায়, আমরা জানতে পারি যে নিহতের পরিবারের লোকেরা পুলিশের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং পুলিশ তাদের উপর প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে তদন্তকে প্রভাবিত করছে যা নিরপেক্ষ তদন্তের পরিপন্থী। এরপর সন্ধ্যা ৭৩০ নাগাদ আরজি কর হাসপাতালের মর্গ থেকে পুলিশ মৃতদেহ নিয়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, আমরা পুলিশকে জানাই যে নিহতের পবিবারের লোকের সাথে আমরা কথা বলতে চাই এবং জানতে চাই যে পুলিশের কেউ তাদের উপর প্রশাসনিক প্রভাব খাটাবার চেষ্টা করছে কিনা। নিরপেক্ষ তদন্ত সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই ধরণের কোনো প্রকার প্রভাব মুক্ত রাখা জরুরি। এইসময় উপস্থিত পুলিশের একাংশ অভিষেক গুপ্তার নেতৃত্ব কোনোরকম মহিলা পুলিশের অনুপস্থিতিতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে বিনা প্ররোচনায় সচেতনভাবে ও ইচ্ছাকৃতভাবে আমার বুকে ধাক্কা মারে, কয়েকটি সজোরে ঘুষি চালায়, মহিলা পুলিশ ছাড়াই বহু সংখ্যক পুরুষ পুলিশ আমাদের ধাক্কা দেয়, মারে।’

এর পাশাপাশি তিনি ওই চিঠিতে এও লেখেন, ‘সাধারন মানুষের দাবি মেনে আমি এবং আমার সাথী বন্ধুরা নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং নিহতের পরিবারকে সুষ্ঠ বিচার পাইয়ে দেবার আশায় প্রতিবাদ কর্মসূচির মধ্যে এই ঘটনার ফলস্বরূপ তীব্র ব্যাথা ও যন্ত্রণা উপলব্ধি করলেও শুরুতে গুরুত্ব না দিয়ে পরবর্তী সময়ে প্রতিবাদ যখন আরোও জোরালো হয়ে ওঠে তখন অপরাধী পুলিশরা রাস্তায় প্রতিবাদ করার কারণে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে এবং বারেবারে অবস্থানরত সমব্যথী আন্দোলনকারীদের প্রতিবাদ কর্মসূচিকে ছত্রভঙ্গ করার ছলনায় হাত ধরে টানাটানি করতে থাকে। পুলিশ আন্দোলনকারীদের পাশবিকভাবে শারীরিক ও মানসিক ভাবে অত্যাচার করার পর নিহতের শবদেহ নিয়ে বেরিয়ে যায়। উক্ত ঘটনায় উপস্থিত সকল অপরাধী পুলিশের বিরুদ্ধে এফআইআর পূর্বক তদন্ত করে কঠোর শাস্তি সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আর্জি জানাই। যাতে সাধারণ মহিলাদের পুলিশের প্রতি আস্থা ফিরবে ও আমরা আপনার নিকট বাধিত থাকিব।’

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৮/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৯০৮ নং এফিডেভিট বলে Samir Jahid Mandal S/o. Jahid Mandal ও Sk Samid S/o. Sk Rashid Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৯০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Rizaul Haque Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Forhad Ali Mondal ও Sk. F. Ali Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

Debasis Chatterjee, S/o.- Madhusudhan Chattopadhyay, R/o.- SN-8, Ambedkar Sarani, City Centre, Durgapur-713216, Dist.- Paschim Bardhaman, by virtue of an affidavit (Dt.-27.03.2024) before the Ld. Judicial Executive Magistrate (1st Class) at Durgapur affirm and declare that in all my documents my name has been inadvertently recorded as “DEBASIS CHATTERJEE” instead of my correct name “DEBASIS CHATTOPADHYAY”. Actually “Debasis Chatterjee” & “Debasis Chattopadhyay” is the same and one identical person i.e. myself.

CHANGE OF NAME

I, Md Ajbar Mondal @ Abdul Rajjak S/O Lt. Abdul Jubbar Mondal residing at Vill - Radhakantpur, P.O. - Par Raghunathpur P.S. - Domkal, Dist - Msd. WB do hereby declare vide affidavit filed in the court of the Executive Magistrate, Domkal, SDEM, Murshidabad dated 13.08.2024 that my name has been noted as Md Ajbar Mondal @ Abdul Rajjak S/O Abdul Jubbar Mondal in my land deed and it is recorded in my Aadhar card but my name has been noted as Ajbar Saikh S/O Jubbar Saikh in my EPIC. Md Ajbar Mondal @ Abdul Rajjak & Ajbar Saikh is one and same person. My father Abdul Jubbar Mondal and Jubbar Saikh is one and same person.

NOTICE

I, Mustak Ahmed, S/o.- Md. Sakil, resident of Benachity Masjid Mohalla, Durgapur-13, I purchase of house property, Regd. Sale Deed No. I-7758/2024 at ADSR Durgapur from Dipali Dey, W/o.- Lt. Manik Kr. Dey who represented by Mr. Tapan Dey, S/o.- Late Manik Kr. Dey vide Regd. POA Deed No. I-8363/2022, regd. before ADSR Durgapur in the year of 2022. Till date no objection has been received if any body has any objection he/she can raised objection by in my mobile phone no below.

Dated:23/08/2024
Goutam Nandi
Advocate
Durgapur Court
Mob.- 9564675749

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, ১) **সমরেন্দ্র নাথ সেন**, পিতা- ঁশ্যামাপদ সেন, লেকটাউন, কোলকাতা, ২) **মীরা দাস**, স্বামী- দীনবন্ধু দাস, চিৎপুর, কোলকাতা, ৩) **ডলি মিত্র**, স্বামী- প্রদীপ মিত্র, ব্যারাকপুর, কোলকাতা, ইং ০১.০৮.২০০৮ তাং এ.ডি.এস.আর. বিধান নগর, সল্ট লেক অফিসে বুক- IV-797 নম্বর **সত্যেন্দ্রনাথ সেন**, পিতা- ঁশ্যামাপদ সেন কে আমমোক্তারনামা মূলে হস্তান্তর করিবার অনুমতি সহ সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে কারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ৭ দিনের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও গড়বেতা-৩ মোকামে সমস্ত কাগজপত্র সহ জানাইবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে।

-: তপশীল :-

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- গড়বেতা, মৌজা- দুর্লভগঞ্জ, জে এল নং- ৪৬৫, হাল খতিয়ান নং- ৩৪৯/১, আর. এস দাগ নং- ১৮৭, এল. আর দাগ নং- ৬১৪ পরিমান- ২ ডেঃ।

Subhasish De (Advocate)
Judges' Court, Paschim Medinipur

আমমোক্তারনামা

বাসুদেব গাঙ্গুলী পিতা- ঁপ্রিয় রঞ্জন গাঙ্গুলী, সাং- বারুইহুদা, পো: ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া গত ইংরাজি ১৬/১১/২০০৯ তারিখে কৃষ্ণনগর এ. ডি. এস. আর অফিসে ১) শ্রী বলরাম গাঙ্গুলী, ২) শ্রী সুব্রত গাঙ্গুলী (উভয়ের আমমোক্তার নং- ৫৫/০৫), ৩) তাপস গাঙ্গুলী (আমমোক্তার নং- ১২৫/২০০৮), ৪) কার্ত্তিক গাঙ্গুলী (আমমোক্তার নং- ২০৬/২০০৭), ৫)গনেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী (আমমোক্তার নং- ৬৮/২০০৫) সর্ব পিতা- ঁপ্রিয় রঞ্জন গাঙ্গুলী, সাং- বারুইহুদা, পো: ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, ৬) পারিজাত চ্যাটার্জ্জী, স্বামী- ঁপ্রিয়লাল চ্যাটার্জ্জী, সাং- খড়দহ রবীন্দ্রপল্লী, পো: টিটাগড়, উত্তর ২৪ পরগনা (আমমোক্তার নং- ৫৬/২০০৫), ৭) সাগরিকা চ্যাটার্জী, স্বামী- শ্রী বিজন চ্যাটার্জী সাং- ওনাই, পো: কালুপুর, থানা- বনগ্রাম, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা।জমির বিবরণ: মৌজা ৯১ নং বারুইহুদা, খতিয়ান নং- সি. এস. ২৪৯, ২৫০, ২৫১, আর. এস. ৩৪১, ৫০৫, এল. আর. ৩৭২, ১১০৩, ১১০৪, ১১০২, ১১০৫, ১১০৬, ১১০৭। দাগ নং- আর. এস. ১৪৯, এল. আর. ৯৮৯। জমির পরিমাণ- ৯.৯২ শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে নতুবা আইন মোতাবেক কার্য হইবে। ইতি- বিশ্বজিৎ হালদার, পিতা- শ্রী সুদেব হালদার, সাং- হালদার পাড়া, পো: ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া। (M: 7908431932)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী প্রথম অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া।
প্রবেট স্যুট নং-০১/২০১৭
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ১১/১৬

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জেলা হুগলী থানা চুঁচুড়ার অধীন ব্যান্ডেল জি. টি. রোড নিবাসী অধুনামৃত **হীরালাল দাস** পিতা- মৃত হারান চন্দ্র দাস মহাশয় গত ইংরাজীর 28/05/1997 তারিখে জেলা হুগলী থানা বলাগড় আর.এস. খতিয়ান নং- ৬ খণ্ড খতিয়ান নং- ১/১ এবং ১/২, আর.এস. দাগ নং- ২০৭ এবং ২০৮, ২০১/২২৬ (২০১ বাটা ২২৬) পরিমাণ ২ কাঠা ১১ ছটাক ৪ বর্গফুট দোতলা বাড়ী সহ ট্যাপকল বাথরুম ইলেকট্রিক ফিটিংস ইত্যাদি সম্পত্তি সম্পর্কে উইল সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন, তিনি গত ইংরাজীর ১৪/১২/২০০৭ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। ঐ উইল এর প্রবেট পাইবার জন্য শ্রী মৃন্ময় দাস, পিতা- মৃত প্রদীপ দাস সাকিম- ব্যান্ডেল জি.টি. রোড থানা- চুঁচুড়া জেলা-হুগলী মহাশয়কে একজিকিউটার নিয়োগ করিয়া দিয়াছেন। শ্রী মৃন্ময় দাস উক্ত উইলে প্রবেট পাইবার নিমিত্ত অত্র মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

এক্ষণে উক্ত উইল প্রবেট মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং বা নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফত আদালতে 30/9/2024 তারিখের মধ্যে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন,অন্যথায় উক্ত উইল প্রবেট পাইবার দরখাস্ত একতরফা শুনানী হইয়া উপযুক্ত আদেশ প্রচার হইবে ।

।। তপশীল ।।

জেলা হুগলী থানা চুঁচুড়া, মৌজা বলাগড় জে.এল. নং- ৮ মহল্যা- বলাগড়, আর.এস. খতিয়ান নং-০৬, খণ্ড খতিয়ান নং- ১/১, ১/২, আর.এস. দাগ ২০৭, এবং ২০৮, ২০১/২২৬ (২০১ বাটা ২২৬) যাহার পরিমাণ – ২ কাঠা ১১ ছটাক ৪ বর্গফুট সহ দোতলা পাকা বাড়ি ট্যাপ ওয়াটার, প্রিভি, ডাইনিং, রুম, বাথরুম, ইলেকট্রিক কানেকশান, বারান্দা, ইত্যাদি যাহা হুগলী- চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ওয়ার্ড নং- ৪ মহল্যা- কাজী ডাঙ্গা, হোল্ডিং নং- ১৮২/২১৩ যাবতীয় ইজমেন্ট স্বত্ত্বাদি সহ।

দরখাস্তকারির পক্ষে উকিলবাবু
শ্রী নীহার রঞ্জন সাহা (এ্যাডভোকেট),
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী
আদালতের আদেশ অনুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
প্রথম অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী।

TENDER

Sealed Tenders Invited By The Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **MEMO No- 830/PAN/KGP-I/2024-25, Dated-14.08.2024.** For various schemes. Last date of application **02.09.2024 up to 12.30p.m.** For details please contact to the Office.

Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে আগস্ট। বৃহস্পতিবার,১৩ ই ভাদ্র। একাদশী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কপূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গাণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখ।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : মানষিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র প্রদান করুন।

মকর রাশি : শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ির কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ওর সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে। দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২৯ অগাস্ট ২০২৪ ১২ ভাদ্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

সন্দীপ এখনও কেন গ্রেপ্তার নন, সিবিআইকে প্রশ্ন অভিষেকের

ধর্ষণ বিরোধী টাইম বাউন্ড আইন আনতে চাপ কেন্দ্রকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে বিচারের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাস্তায় নামতে দেখা গেলেও তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক ছিলেন 'চুপ'। তবে এবার মেয়ো রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে দেখা গেল তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ বিরোধী বিল আনার পাশাপাশি মুখ খুললেন সন্দীপ ঘোষকে নিয়েও।

আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। যিনি বরাবরই প্রভাবশালী হিসাবে পরিচিত। যাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে দুর্নীতির গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ। তিনি এতটাই প্রভাবশালী যে তিলোত্তমা পর্বের পর নিজে ইস্তফা দিলেও তা গ্রহণ করেনি সরকার। বরং তাঁকে আবার অন্য মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পুনর্বহাল করা হয়েছিল। যদিও বিক্ষোভের জেরে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। সিবিআই এই মামলার তদন্তে নেমে ১২ দিন ধরে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করছে সন্দীপকে। তাঁর বাড়িতে তল্লাশিও চলেছে। এদিকে সিবিআই দফতরে ঢোকা আর বেরনো এখন সন্দীপের প্রতিদিনের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন। এদিকে তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ নথি। যাঁকে নিয়ে এত জলঘোলা, সেই সন্দীপ ঘোষকে নিয়ে অভিষেক বুধবার বলেন, 'চার দিন কলকাতা পুলিশের হাতে কেস ছিল। ১৪ অগস্ট আদালত সিবিআই-এর হাতে কেস দেয়। ১৪ দিন পেরিয়ে গেলেও কেন সন্দীপ ঘোষ গ্রেফতার হয়নি, সিবিআই-কে জবাব দিতে হবে।' সঙ্গে এও জানান, '১৪ অগস্ট মেয়েদের রাতদখলের ডাক দিয়েছিল। আমরা সম্মান জানাই, যাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন, ধর্ষণমুক্ত সমাজ গড়ার। যারা দোষী, তাঁদের কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক।'

তিলোত্তমার ঘটনার আগেও সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে প্রথম মুখ খুলেছিলেন আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। কিন্তু

সেই অভিযোগের বিন্দুমাত্র তদন্ত হয়নি, তেমনই দাবি আখতারের। আখতার আলির বদলি হয়েছিল, বহাল তবিয়তে আরজি করেই ছিলেন সন্দীপ। তবে তিলোত্তমা পর্বে সেই দুর্নীতির অভিযোগগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অভিযোগ ডেড বডি থেকে শুরু করে হাসপাতালের বর্জ্য পাচারে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে আরজি করে, আর যাঁর মূল চক্রী হিসাবে নাম উঠে এসেছে সন্দীপের। এমনকি সন্দীপ কতটা প্রভাবশালী, তা বোঝাতে গিয়ে মর্গের প্রাক্তন ডোমও বলেছেন, 'আরজি করে তো সন্দীপই মুখ্যমন্ত্রী।' সেই প্রভাবশালী কেন গ্রেফতার হচ্ছেন না, সে প্রশ্ন উঠেছে সামাজিক মাধ্যমে, আম জনতার মুখে। এবার সে প্রশ্নই তুললেন খোদ শাসক সাংসদ অভিষেক।

একইসঙ্গে অভিষেক এদিনের মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, 'আগামী ৩-৪ মাসের মধ্যে ধর্ষণ বিরোধী আইন প্রণয়ন না করলে দিল্লিতে বড় আন্দোলন হবে।' সঙ্গে এও বললেন, সাংসদ হিসাবে নিজের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে আইন নিয়ে আসবেন তিনি। এই প্রসঙ্গে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিচার তবেই হবে যদি আইন আসে। আমরা চাই, যে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, সে যেই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হোক না কেন, কঠোরতম শাস্তি হোক। প্রয়োজন ধর্ষণ বিরোধী টাইম বাউন্ড আইন। এই আইন যদি আগামী ৩-৪ মাসের মধ্যে ভারতে না আসে, কেন্দ্রের সরকার প্রণয়ন না করে, তাহলে দিল্লিতে আন্দোলন হবে। আমরা কেন্দ্রকে দলগতভাবে চিঠি লিখব। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই এব্যাপারে লিখিত ভাবে জানিয়েছেন।'

ধর্ষণ বিরোধী আইন প্রনয়ণের ক্ষেত্রে 'প্রাইভেট মেম্বার বিল' নিয়ে আসার কথা বলেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রের সরকার যদি এই বিল না আনে, তাহলে প্রাইভেট মেম্বার বিলের মাধ্যমে এই আইন নিয়ে আসতে বাধ্য করব দিল্লির সংসদে। প্রত্যেক সাংসদের অধিকার আছে, প্রাইভেট মেম্বার বিল মুভ করিয়ে সেটা বিল হিসাবে আইনসভায় পাশ করিয়ে আইন তৈরি করার। বাংলার মানুষ আমাকে এই অধিকার দিয়েছে।' আর এখানেই অভিষেকের বক্তব্য, 'ভারতবর্ষে ধর্ষণবিরোধী কঠোর আইন আসা উচিত। টাইম বাউন্ড। এক মাস থেকে দুমাসের মধ্যে ট্রায়াল ও কনভিকশন শেষ করে দোষী সাব্যস্ত করার মতো কঠোর আইন ভারতের সংসদে আসা উচিত।'

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, প্রাইভেট মেম্বার বিল হল এমন এক ধরনের বিল যা একজন সংসদ সদস্য আনতে পারেন। তাই এটিকে একটি বেসরকারি সদস্য বিলও বলা হয়। মন্ত্রী নন এমন সাংসদরা ব্যক্তিগত সদস্য হিসাবে বিবেচিত হন।

ছাত্র সমাজকে বিধানসভা অভিযানে ডাক শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২ সেপ্টেম্বর বিশেষ অধিবেশন বসছে বিধানসভায়। ৩ সেপ্টেম্বর হতে পারে ধর্ষণ বিরোধী কঠোর বিল পাশ। এদিন তাতে গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। তা নিয়ে যখন চাপানউতোর চলছে সেই আবহে ফের একবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট দাবি, 'এই অধিবেশন করতে গেলে রাজ্যপালের কাছে ফাইল পাঠাতে হবে। রাজ্যপাল বেআইনি কাজের অনুমোদন দেবেন না। জোর করে বিধানসভা করা যায় না।' এরপরই মমতার বিরুদ্ধে আরও তোপ দেগে বলেন, 'সোমবার অধিবেশন ডাকার

আপনি কে! ছাত্র সমাজকে বলব ওই দিন বিধানসভার অধিবেশন করুন। আমরা ভিতরে বিধায়করা বুঝে নেব। আর রাস্তায় ছাত্র সমাজের লোকজন আপনারা বুঝে নেবেন।' এখানেই থামেননি শুভেন্দু। মমতাকে বিদ্ধ করে বলেন, 'যে ভাষায় আজ ধমকেছেন এটা সরকার নাকি তালিবান, নাৎসি, জন কিম। আজ আমি সকলকে বলেছি কোনো রাজনৈতিক পতাকা ছাড়া একদিনে কালীঘাট নবান্ন ও লালবাজার অভিযান করুন।' একইসঙ্গে কালীঘাট এবং আলিপুরের চারপাশে ১৬৩ ধারা জারি নিয়ে আদালতে যাওয়ার কথা বলেন বিরোধী দলনেতা।

প্রসঙ্গত, ২ সেপ্টেম্বর অধিবেশনে শোক প্রস্তাব আনার কথা রয়েছে বিধানসভায়। ৩ সেপ্টেম্বর ধর্ষণ বিরোধী কঠোর বিল পেশের কথা। এদিন তাতে গ্রিন সিগন্যালও এসেছে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে।

জাতীয় পতাকার উপর কি জল কামান চালানো যায়! পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

রাজীব মুখোপাধ্যায়

মঙ্গলবার দুপুরে 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ'-এর ডাকা নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাওড়ার বিভিন্ন এলাকা। হাওড়া ব্রিজ থেকে শুরু করে সাঁতরাগাছি, হাওড়া ময়দান সংলগ্ন মল্লিক ফটকে ধুন্ধুমার কান্ড প্রত্যক্ষ করেছে রাজ্যবাসী। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগ্রামী মঞ্চের ডাকা আরজি-কর হাসপাতালে ঘটে যাওয়া নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এদিন এই অভিযানে ছাত্র ছাড়াও বহু সাধারণ মানুষকেও অংশ নিতে দেখা যায়। সেই অরাজনৈতিক ও অহিংস মিছিলে উপস্থিত হওয়া আন্দোলনকারীদের হাতে ছিল দেশের জাতীয় পতাকা। আর সেই জাতীয় পতাকার উপরে যে ভাবে পুলিশ জল কামান চালিয়েছে, সেই ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হতে শুরু করেছে বহু মানুষ। প্রশ্ন উঠছে, জাতীয় পতাকার উপর এভাবে জল কামান চালানোর অধিকার পুলিশের আছে কিনা! এই ঘটনায় জাতীয় পতাকার অবমাননা হয়েছে কি না তাই নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। আর যদি হয়, তাহলে পুলিশের এ হেন আচরণ জাতীয় পতাকার অবমাননার সামিল বলেই মনে করছেন বহু মানুষ। ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াতে বহু মানুষ বিষয়টিকে নিয়ে লিখতে ও মতামত জানাতে শুরু করেছেন।

যদিও ভারতের জাতীয় পতাকা সম্বন্ধিত ২০০২ সালের ২৬ জানুয়ারি জারি করা একটি আইনের ভিত্তিতে পতাকা ওড়ানোর জন্য কিছু মানদণ্ড রয়েছে। যার মধ্যে জাতীয় পতাকা ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ নির্দিষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, জাতীয় পতাকাকে মাটি, মেঝে বা জলের পৃষ্ঠের সাথে যোগাযোগ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এছাড়াও জাতীয় পতাকা সম্বন্ধিত ৪ নম্বর বিধির ৩.৫ অংশতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে 'The Flag shall not be dipped in salute to any person or thing' অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই পতাকাকে 'চুবানো' যাবে না। স্বভাবতই তাই প্রশ্ন উঠছে, জাতীয় পতাকার ওপর কি জল কামান চার্জ করা যায়? দেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের সবকটি থানা, নবান্ন-সহ সব অফিসেই তো জাতীয় পতাকা উত্তোলিত থাকে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কি নিজের দেশের জাতীয় পতাকাকে অপমান/অবমাননা করতে পারে? সেই প্রশ্নই তুলতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষ।

এই প্রশ্নে মুখ খুলেছেন রাজ্যপাল সিভি বোসও। 'ভারতীয় পতাকার অপমান' করা হয়েছে। ছাত্র সমাজের নবান্ন অভিযান ও তার পরবর্তী ঘটনা প্রসঙ্গে এমনটাই মন্তব্য করলেন রাজ্যের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি এক ভিডিয়ো বার্তায় বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত সরকার থেকে এটা প্রত্যাশা ছিল না। নিরীহ প্রতিবাদীরা সম্ভবত কোনও রাজনৈতিক দলের ছিলেন না। তাঁদের হাতে জাতীয় পতাকা ছিল। কিন্তু, তাঁদের উপর আক্রমণ চালাল পুলিশ। 'উই ওয়ান জাস্টিস স্লোগান'এ মুখরিত প্রতিবাদকারীদের জল কামান দ্বারা আঘাত করা হয়েছে। লাঠিপেটা করা হয়েছে পুলিশ দ্বারা। তাঁদের হাতে ভারতের জাতীয় পতাকা ছিল। সেই পতাকাকে অপমান করা হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'চারপাশ থেকেই মারধর করা হয়েছে। জল কামান চালিয়ে জাতীয় পতাকা উপর আক্রমণ করা হয়েছে। রক্তাক্ত হয়েছেন প্রতিবাদীরা। জাতীয় পতাকার অপমান করা হয়েছে। জাতীয় সম্মানকে অপমান করা হয়েছে। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের পিজিটি মহিলা চিকিৎসকের খুন এবং ধর্ষণের বিচারের দাবি তুলতেই দেশকে অপমান করা হয়েছে। এই প্রতিবাদী আন্দোলনকে রুখে দিতে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছিল। ব্যারিকেড গড়ে তোলা হয়েছিল। জল কামানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।' এটা কী অত্যন্ত কাম্য ছিল?

সন্দীপ ঘোষের সদস্যপদ প্রত্যাহার ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে মামলা করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পুরোনো এক মামলা খুঁড়ে বের করেছে কলকাতা পুলিশও। বারোদিনেরও বেশি সময় ধরে সিবিআই-এর ধারাবাহিক জেরা চলছে। এবার, আরও বিপাকে পড়লেন আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল চিকিৎসক সমাজও। বুধবার এক আদেশ জারি করে সন্দীপ ঘোষের সদস্যপদ প্রত্যাহার করল ভারতীয় চিকিৎসকদের সবথেকে বড় সংগঠন, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন।

আইএমএ-র কলকাতা শাখার সহ-সভাপতি পদে ছিলেন ড. সন্দীপ ঘোষ। আরজি করের নক্কারজনক ঘটনার প্রেক্ষিতে, তাঁর সদস্যপদ প্রত্যাহার করা হবে কি হবে না, তা ঠিক করতে একটি শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি গঠন করেছিলেন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি ড. আরভি অশোকান। সেই কমিটিই এদিন সর্বসম্মতিক্রমে ডঃ সন্দীপ ঘোষের আইএমএ সদস্যপদ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। এক বিবৃতিতে আইএমএ জানায়, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আরজি কর মেডিকেল কলেজের স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণাধীন মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং হত্যার অভিযোগ এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলী বিবেচনা করেছে কমিটি। আইএমএ আরও জানিয়েছে, এই ঘটনার বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে আইএমএ-র সর্বভারতীয় সভাপতির সঙ্গে কমিটির সদস্যরাও নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সন্দীপের ভূমিকা নিয়ে নির্যাতিতার বাবা-মা, আইএমএ-র প্রতিনিধিদের কাছে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। একইসঙ্গে এও বলা হয়, সন্দীপ যে দায়িত্বপূর্ণ পদে ছিলেন তাতে এই ক্ষেত্রে তাঁর থেকে সহানুভূতি এবং সংবেদনশীল আচরণ আশা করা হয়েছিল। কিন্তু, তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি এবং সংবেদনশীলতার অভাব ছিল বলে অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতার বাবা-মা। এই সকল অভিযোগের প্রেক্ষিতেই শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সদস্যরা সর্বসম্মতভাবে সন্দীপের সদস্যপদ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বাড়ি থেকে আটক সজল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২১-এ তৃণমূল-বিজেপির বচসা ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল মুচিপাড়ায়। সেই সময় দরজা ভেঙে সজল ঘোষকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তিনবছর পর সেই বাড়ি থেকে এবার আটক করা হল বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষকে।

বুধবার ১২ ঘণ্টার বনধ ডেকেছিল বিজেপি। সেই কারণে, সকালে স্থানীয় কিছু দোকান খোলা দেখে বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ তা বনধের আর্জি জানান। অভিযোগ, সেই সময় এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা নিজেদের স্থানীয় বলে পরিচয় দিলেও বিজেপির দাবি তাঁরা তৃণমূল। তাঁরাই এসে দোকানপাট বনধের বিরোধিতা করেন। এরপরই সজল ঘোষের সামনে হাতাহাতি শুরু হয় দু'পক্ষের। এরপর সজল চলে যান বাড়িতে। বিশাল পুলিশ ঘিরে রাখে বিজেপি কাউন্সিলরের বাড়ি। পাল্টা আবার তার বাড়ির গেট পাহারা দেন মহিলারা। ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ও চলে আসেন এলাকায়।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার সকালে সজল ঘোষ এলাকা পরিদর্শনে বেড়িয়ে দোকানদারদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'দাদা আজ বনধ'। আরও একজনকে বলতে শোনা যায়, 'বাকিদিন গুলো ভাল কাটাতে গেলে একটা দিন কষ্ট করতে হবে।' এরপর এক মিষ্টির দোকানে ঢুকে বলেন,

'এই লড়াই আমার একার নয়। এই লড়াই সবার।' এই সময় হঠাৎ করেই দেখা যায় একদল তৃণমূল কর্মী সমর্থক এসে প্রশ্ন করেন, 'বনধ কিসের?', 'কোনও বনধ হবে না'।

তারপরই পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সজলের সামনেই তৃণমূল ও বিজেপি দুপক্ষই জড়িয়ে পড়ে হাতাহাতিতে। তৃণমূলের লোকজন পতাকা হাতে চলে আসে এলাকায়। চলে ধাক্কাধাক্কি। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নামতে হয় পুলিশকে। এলাকায় পৌঁছয় বিজেপি নেতা তাপস রায়। সজলের স্ত্রী জানান, 'কোন অভিযোগে পুলিশ আটক করেছে বলতে পারেনি।'

বনধ সমর্থন করতে গিয়ে আটক রূপা, অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেজন: বুধবার সকালে গড়িয়াহাটে বনধের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছিলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। বাস চালক ও যাত্রীদের কাছে তিনি অনুরোধ করছিলেন যাতে তাঁরা বনধকে সমর্থন করেন। দোকান বন্ধ করার অনুরোধও করেন। 'যে অন্যায় হয়েছে তাঁর প্রতিবাদ করুন', এমনভাবেই আবেদন জানাতে দেখা যায় বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে। পাল্টা 'গো ব্যাক রূপা' স্লোগানে ভরে ওঠে চারদিক। এর কিছু সময় পরেই রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে আটক করে পুলিশ। অন্যদিকে, বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলকেও গড়িয়াহাট থেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। কলকাতা পুলিশের এই পদক্ষেপ ক্ষোভ উগরে দেন রূপা। বাস যাত্রীদের অনুরোধ করেন, 'গুনুন কতজন পুলিশ আছে। মাত্র দশ মিনিট হেঁটেছি, তাতেই এই অবস্থা। একজন মহিলাকে এভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে এতজন পুলিশ।'

প্রসঙ্গত, আরজি কর-কাণ্ডের বিচার চেয়ে ডাকা নবান্ন অভিযানে উত্তপ্ত হয় পরিস্থিতি। কর্মসূচি ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয় আন্দোলনকারীদের। এরপরেই 'পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সমাজ'-এর নবান্ন অভিযানে 'পুলিশি সন্ত্রাস'-এর অভিযোগ তুলে বুধবার রাজ্যব্যাপী ১২ ঘণ্টার বনধের ডাক দেয় বিজেপি। সকাল থেকেই বনধের মিশ্র প্রভাব পড়ে বাংলায়। রাস্তায় বাস-অটো চললেও ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে বারে বারে। বন্ধের সমর্থনকারীরা রেল লাইনের জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ দেখানোয় নাজেহাল নিত্যযাত্রীরা। একইদিনে উত্তেজনামূলক কথাবার্তা, অশান্তির চেষ্টার অভিযোগে আটক বিজেপি নেতা সজল ঘোষ।

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির নিরাপত্তা বৃদ্ধির সময়সীমা বাড়াল কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিরাপত্তার সময়সীমা বৃদ্ধি করা হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি-সহ একাধিক এলাকায়। এরমধ্যে রয়েছে রাজ্যের মুখ্য সচিব, ডিজির বাংলোর পার্শ্ববর্তী এলাকাও।

কলকাতা পুলিশের রিপোর্টের ভিত্তিতে আগেই মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি সংলগ্ন একাধিক এলাকায় ১৬৩ নম্বর ধারা জারি করা হয়েছিল। এই ১৬৩ ধারা জারি করা এলাকার মধ্যে ছিল হরিশ মুখার্জি রোডের কিছুটা অংশ, বলরাম বোস ঘাট রোড থেকে হাজরা রোড ক্রসিং পর্যন্ত বেশ কিছু এলাকা।

পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্য সচিব, ডিজির বাংলোর চারপাশেও ১৬৩ ধারা জারি করলেন কলকাতা

পুলিশের পুলিশ কমিশনার। প্রসঙ্গত, এই ১৬৩ নম্বর ধারা জারি করা এলাকার মধ্যে পড়েছে ভবানী ভবনও। জাজেস কোর্ট রোড ক্রসিং থেকে বেকার রোড ক্রসিং, বেলভিদার রোড ক্রসিং এলাকায় জারি হয়েছে ১৬৩ নম্বর ধারা। এরপর বুধবার থেকে আগামী ২৬ অক্টোবর ৬০ দিন থাকবে এই ১৬৩ নম্বর ধারা বলে নির্দেশ দেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার।

বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, পুলিশ জানতে পেরেছে এই এলাকাগুলিতে আগামী দিনে জমায়েত হতে পারে। এই জমায়েতের ফলেই নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, সেই জন্যই এই পদক্ষেপ কলকাতা পুলিশের।

নবান্ন অভিযানে জখম পুলিশ কর্মীর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া নিয়ে সংশয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্ন অভিযানে ইটের আঘাতে গুরুতর জখম কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট দেবাশিস চক্রবর্তী। আর এই আঘাতের জেরে তিনি আদৌ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন কি না তা নিয়ে সংশয়ে চিকিৎসক থেকে পুলিশ আধিকারিকের পরিবারও। কারণ, মঙ্গলবার রাতে চোখে অস্ত্রোপচারের পরেও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন কি না বা পেলেও কতটা ফিরে পাবেন তা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারছেন না চিকিৎসকরা। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, দেবাশিসবাবু আঘাতপ্রাপ্ত বাঁ চোখে আরও একবার অস্ত্রোপচার হবে। তিনি ওই চোখে আর দেখতে পারবেন কি না, তা আরও এক সপ্তাহ পরে জানা যাবে। সূত্রের খবর, উন্নত চিকিৎসার জন্য আহত সার্জেন্টকে হায়দ্রাবাদ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার নবান্ন অভিযান চলাকালীন খিদিরপুরের কাছে ফারলাঙ্গ গেটে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন দেবাশিস চক্রবর্তী নামে ওই সার্জেন্ট। ২০১৫ ব্যাচের ওই সার্জেন্ট বর্তমানে

কলকাতা পুলিশের ইস্ট ডিভিশনের সাইবার সেলের ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবারে ঘটনার সময় একটি গাড়ির ভিতরেই ছিলেন দেবাশিস এবং অন্যান্য কয়েকজন পুলিশকর্মী। সেই সময় কিংগস ওয়ে ধরে একদল বিক্ষোভকারী এগিয়ে আসছিলেন। আচমকাই পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে থাকে। তখনই একটি ইটের টুকরো এসে সরাসরি গাড়ির ভিতরে বসে থাকা ওই সার্জেন্টের বাঁ চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর রাতেই কলকাতার একটি বেসরকারি চক্ষু হাসপাতালে ওই সার্জেন্টের বাঁ চোখের অস্ত্রোপচার করেন চিকিৎসকরা। কিন্তু সেই অস্ত্রোপচারের পরেও দেবাশিসবাবুর দৃষ্টিশক্তি ফেরা নিয়ে সংশয়ে চিকিৎসকরা। আহত সার্জেন্টের পরিবারকে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দেবাশিসবাবুর বাঁ চোখের রেটিনা এবং কর্নিয়ায় গুরুতর আঘাত লেগেছে। তাঁর চোখের আরও একটি অস্ত্রোপচার হবে। তারপরই জানা যাবে দেবাশিসবাবু দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন কি না। দেবাশিস চক্রবর্তী ছাড়াও গতকালের নবান্ন অভিযানে আরও বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মীও আহত হন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে দেবাশিসবাবুর আঘাতই সবথেকে গুরুতর।

পাট ব্যাগের নতুন মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতিকে স্বাগত জানালেন অর্জুন সিং, কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল ইজমা-ও

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাদ্যশস্যের প্যাকেজিং-এ ব্যবহৃত পাটের বস্তার মূল্য নির্ধারণের নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন, 'এই পদ্ধতির ফলে পাট শিল্পের ও পাট চাষিরা উভয়েই উপকৃত হবেন।'

একইসঙ্গে কেন্দ্রের অনুমোদন পেয়ে আনন্দিত ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশনও। অ্যাসোসিয়েশনের ধারনা, এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ভারতের কৃষি ও উৎপাদন ক্ষেত্রে পাট শিল্পকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে যে অঙ্গীকার রয়েছে, তার সুনির্দিষ্ট প্রতিফলন এটি। আর এর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বস্ত্র মন্ত্রী গিরিরাজ সিং এবং বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল যে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের পদক্ষেপ নিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করা হয় সংগঠনের তরফ থেকে। একইসঙ্গে সংগঠনের তরফে এও জানানো হয়, পাট কমিশনার, বস্ত্র মন্ত্রক এবং ট্যারিফ কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তাঁরা স্বীকার করে নিচ্ছেন। এছাড়াও মূল্য সংশোধনী প্রক্রিয়ার জটিলতাকে চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করে শিল্প অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য তাদের অঙ্গীকারও রয়েছে বলে জানান তাঁরা।

এর পাশাপাশি কতগুলি বিশেষ ঘটনাকে সামনে তুলে ধরেছে ইন্ডিয়ান জুট মিল অ্যাসোসিয়েশন। যেমন সর্বাগ্রে রাখা হয়েছে মূল্য বৃদ্ধি

ইস্যুকে। সেখানে পাটকলগুলির দাম বাড়ানোর জন্য নতুন পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে। এই উন্নত অর্থ পরিকাঠামো পাটের আধুনিকীকরণ এবং বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করবে। এর পাশাপাশি আনা হয়েছে আরও একটি ইস্যু তা হল গ্যারান্টেড বাজার। সরকার ১০০ শতাংশ খাদ্যশস্য এবং ২০ শতাংশ চিনি বাধ্যতামূলক প্যাকেজিং-এর জন্য পাট ব্যাগ কেনার ব্যাপারে পুনরায় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এটি পাট উৎপাদনকারীদের জন্য একটি স্থিতিশীল ও নিরাপদ বাজার নিশ্চিত করে। যার ফলে কৃষক ও শ্রমিক উভয়ই উপকৃত হবেন। একইসঙ্গে রয়েছে কৃষকদের সহায়তার কথাও। যেখানে পাট উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৪০ লক্ষ কৃষক পরিবারের জীবনযাত্রায় বাধ্যতামূলক প্যাকেজিং-এর নিয়মগুলি অব্যাহত রয়েছে। সংশোধিত মূল্য তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আরও বৃদ্ধি করবে বলেই জানানো হচ্ছে ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে।

এই প্রেক্ষিতে ইন্ডিয়ান জুট মিল অ্যাসোসিয়েশন সর্বান্তকরণে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে এবং পাট ক্ষেত্রে সরকারের অটল সমর্থনের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। এই পদক্ষেপগুলি কেবল শিল্পকেই শক্তিশালী করবে না, এর দীর্ঘস্থায়ী স্থায়িত্বও সুনিশ্চিত করবে।

সম্পাদকীয়

ধর্ষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ এবং সরকারকে জাগতেই হবে

ভারতে হাসপাতালে যৌন হেনস্থা, ধর্ষণ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে অরুণা শানবাগের নাম। অরুণার ঘটনা ভারতে মহিলা-চিকিৎসকদের অ-নিরাপত্তার চালচিত্রের একটি অংশ মাত্র। ২০১৫-র ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর সমীক্ষা দেখায়, ৭৫ শতাংশ মহিলা-ডাক্তার হাসপাতালে কর্মরত থাকাকালীন যৌন হেনস্থার সম্মুখীন হন। ২০০৬-এ এক বেসরকারি সংস্থার সমীক্ষা দেখায়, কলকাতার হাসপাতালে ১৩৫ জনের মধ্যে ৭৭ জন মহিলা-ডাক্তার যৌন লাঞ্ছনার শিকার। এই তথ্যগুলি সামনে আনার কারণ এই নয় যে, কলকাতার সাম্প্রতিক ঘটনাটির প্রেক্ষিত কম গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিকতাকে গুরুত্ব দিলে কোনও বিশেষ ঘটনা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু শিকড়, সমস্যা, সমাধান যে একটি বিষয়ের সমাধানে, এক জন অপরাধীর শাস্তির মধ্যে নেই, এ কথা আরও বেশি মনে করা দরকার। নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্রের বিভেদ ও আগ্রাসন কতটা মারাত্মক হতে পারে, তার তথ্য ও গবেষণা অপ্রতুল নয়। প্রতি বছর ভারতে ৪৪৫ জন মহিলা কর্মক্ষেত্রে ধর্ষিতা হন। ৮০০টির বেশি যৌন হেনস্থার অভিযোগ করা হয় প্রত্যেক বছর। কিন্তু যে চিকিৎসকদের উপর আমাদের নির্ভর করতেই হয়, তারও অভ্যন্তরে লুকিয়ে এমন রাক্ষুসে মনোবৃত্তি? যে চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মীদের সামনে আমাদের অকপট হতেই হয়, তাঁদের একাংশের মানসিকতা এমন? তবে কি চিকিৎসকদের আমরা আর সেই চোখে দেখতে পারব না, যেমনটা দেখতে চাই? এই সাধারণীকরণ হয়তো ঠিক নয়। আবার ৭৫ শতাংশ মহিলা-চিকিৎসক সহকর্মীদের যৌন হেনস্থা, এমনকি ধর্ষণেরও শিকার হন, সেবা ও পরিশ্রমের বিনিময়ে অত্যাচারিত হন; এর প্রতিকার চেয়ে আমরা জমায়েত, মিছিল করব না?

শব্দবাণ-২৮

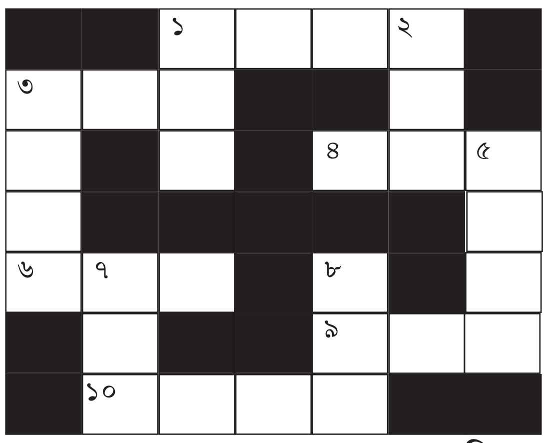

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. জলের অভাব ৩. সতর্ক ৪. অবিরাম, সর্বদা ৬. গোপন বিষয় ৯. কুঠার ১০. সম্পূর্ণ, নিষ্পন্ন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. পৃথিবী, বিশ্ব ২. বহনের মজুরি ৩. শিষ্টাচার ৫. পদ্ম, কমল ৭. পরিপাক ৮. একধরনের বড় মাছ।

সমাধান: শব্দবাণ-২৭

পাশাপাশি: ২. সংশোধন ৫. বউ ৬. বর ৭. ঘোপ ৮. চারা ১০. হরিতালিকা।

উপর-নীচ: ১. আধ ২. সরবরাহ ৩. শোণ ৪. নবপত্রিকা ৯. ভাতা ১১. রিপু।

২৮ অগস্ট প্রকাশিত শব্দবাণ-২৮-এ কিছু ভুল থাকার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আজ পুনঃপ্রকাশ করা হল।

জন্মদিন

আজকের দিন

ধ্যানচাঁদ

১৯০৫ *হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্মদিন।*
১৯২৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রামকৃষ্ণ হেগড়ের জন্মদিন।*
১৯৮৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ঋতম পোড়েলের জন্মদিন।*

সুফিয়া কামাল আজও প্রাসঙ্গিক

ডা সতীনাথ ভট্টাচার্য

এবারের লোকসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের ভাণ্ডার পূর্ণ হলো লক্ষ্মীর আশীর্বাদে। বাংলায় শাসকদলের বিরুদ্ধে যথেষ্ট দুর্নীতির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্মীর আসন এতটুকু টলেনি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের হাতছানিতে নারীশক্তির জোরে অনায়াসে ভোট বৈতরণী পার হয়ে গেছে বাংলার শাসকদল। স্বভাবগতভাবে কর্মবিমুখ বাঙালি জাতিকে বিভিন্ন অছিলায় ভাতায় ভাতায় মুড়ে ফেলে তার অবশিষ্ট কর্মক্ষমতাকে গলা টিপে খুন করে নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক বাড়াতে গিয়ে আদতে এই গোটা জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। ভাতা আর বেতনের পার্থক্য আজ ভুলে গেছে পশ্চিমবঙ্গ। কিছু বছর আগে সুইজারল্যান্ড সরকার ঘোষণা করে, যে সব তরুণ-তরুণীর বয়স আঠারো বছরের ওপর, তাদের মাসে ভারতীয় মুদ্রায় এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার টাকা আর বয়স আঠারোর নীচে হলে মাসে তেতাল্লিশ হাজার টাকা করে বেকার ভাতা দেওয়া হবে। ঘোষণা শোনামাত্র গোটা সুইজারল্যান্ড জুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। উত্তাল হয়ে ওঠে জনগণ। গণভোটের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। গণভোটে সাতাত্তর শতাংশ ভোট পড়ে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। সুইজারল্যান্ডের মানুষ কাজ না করে দয়ার দান নিতে নারাজ। এইসব মানসিকতাই প্রমাণ করে দেয় যে, ইউরোপের দেশগুলো কেন এতো এগিয়ে আছে। এবার পশ্চিমবঙ্গের দিকে চোখ ফেরালে দেখবো, ধনী পরিবারের মহিলারাও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন।

এবার লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছে গত ৪ জুন। তার মাত্র কয়েকদিন পরেই গত ২০ জুন ছিল বঙ্গজননী সুফিয়া কামালের ১১৪তম পুণ্য জন্মদিবস। মনের বাতায়নে এখন বারেবারে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে এই তেজস্বিনীর মুখ। নিখাদ দেশপ্রেমের রঙে রঞ্জিত কবি সুফিয়া কামাল দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন — 'একটু শান্তি আসুক। আবার বাংলার মানুষেরা মাথা তুলে দাঁড়াক, মানুষের মতো বাঁচুক। রিলিফ, সাহায্য, ভিক্ষান্নে পুষ্ট, মেরুদণ্ডহীন এই জাতি নিজের ঐতিহ্য নিয়ে বেঁচে উঠুক।' আজও দুই বাংলার মানুষের জন্য তাঁর এই শান্তি কামনা বড়ই তাৎপর্যবাহী। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কোলে নিয়ে বসে থাকা আজকের পশ্চিমবঙ্গবাসী ভুলে গেছে সুফিয়ার উল্লিখিত কথা।

সুফিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নির্ভীক চিত্তে নানারকম অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এবারের ভোটে যখন ধর্ম হয়ে উঠেছে অন্যতম নির্ণায়ক শক্তি, তখন অনন্যা নারী সুফিয়া কামাল যেন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন। তিনি ধর্মপ্রাণ ছিলেন, ধর্মভীরু ছিলেন না। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, তিনি আগে বাঙালি, তারপর মুসলমান। ধর্ম পরিবর্তন সাপেক্ষ, কিন্তু জাতি অপরিবর্তনীয়। ১৯২৫ সালে মহাত্মা গান্ধী বরিশালে এলেন। গান্ধীজিকে দেখতে তিনি নলিনী কাকীমা, রজনী কাকীমাদের সাথে সভায় গিয়েছিলেন হিন্দু নারীদের মতো শাড়ি, সিঁদুর পরে। মাত্র নয় বছর বয়সেই তাঁকে পর্দানসীন হতে হয়। তবে তিনি বোরখা পছন্দ করতেন না। একদিন বোরখা পরে তিনি এসেছিলেন কলকাতায় ১১ নং ওয়েলেসলি স্ট্রিটে 'সওগাত'-এর অফিসে। 'সওগাত' অফিসে প্রথম একজন মুসলিম মহিলা কবি পা রাখলেন। অফিসে বোরখা পরিহিতা কবিকে দেখে সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সহাস্যে বলেছিলেন, 'কবিতা লিখছেন, সবাই আপনার কবিতার প্রশংসা করছে কিন্তু বোরখা পরলে আপনাকে কবি মানায় না।' সম্পাদকের সমর্থনে স্বামীর অনুমোদনে তিনি ধীরে ধীরে বোরখা ত্যাগ করেন। মনের ভেতর সম্প্রীতিকে সযত্নে লালন করা সুফিয়া, লীলা রায় (নাগ)-এর 'নারী শিক্ষামন্দির'-এ যোগদান করেন। নিজের মেয়েকেও নির্দ্বিধায় পড়তে পাঠিয়েছেন 'নারী শিক্ষামন্দিরে'। কবিকন্যা সুলতানা কামাল জানিয়েছেন, 'বাড়ির কাছেই বিরাট সরকারী বালিকা বিদ্যালয়; প্রধান শিক্ষিকা মায়ের বান্ধবী, শ্রদ্ধেয়া আনোয়ারা বাহার চৌধুরী। বড় বোন ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা তবুও সিদ্ধান্ত হল লীল নাগ (রায়) প্রতিষ্ঠিত নারী শিক্ষামন্দিরে ভর্তি করার। অগণতান্ত্রিক, সামরিকতন্ত্রী পাকিস্তানী শাসনের ফলে চারিদিকে যে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল অত্যন্ত সচেতনভাবে আমাদেরকে তার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার ইচ্ছাই এখানে কাজ করছিল। স্কুল জীবনের প্রথম থেকেই বন্ধুত্ব হয়েছে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে — সারাদিন একসাথে পড়া, খেলা, বেড়ানো, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া। তফাত দেখিনি নাসিমা, নাফিসা, মালতী, বন্দনা, রণদীপ, শিবানী, মঞ্জুলা আর ভবানীপ্রসাদের মাঝে। মিলাদ যেমন মনে হয়েছে নিজের অনুষ্ঠান, সরস্বতী পূজাও তেমনি।' কলকাতায় এসে সুফিয়া শ্রদ্ধার সাথে গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়েছেন। ইসলামের নামে বাঙালি সংস্কৃতির ওপর নির্লজ্জ আক্রমণ তিনি কখনও মানতে পারেন নি।

আজকের পুনরায় স্বাধীন বাংলাদেশে যখন রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভেঙে ফেলা হচ্ছে, তখন সুফিয়া কামালের কথা খুবই মনে পড়ছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই শাসককুল চেয়েছে বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতি থেকে রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে। রবীন্দ্রনাথকে 'হিন্দুকবি' বলে দেগে দেওয়া হলো। রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকী পালনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। গর্জে উঠলেন সুফিয়া। তিনি সমস্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উদযাপনের সংকল্প নেন। তাঁর স্বামী কামালউদ্দিন পাকিস্তান সরকারের অধীনে বিভাগীয় হিসাবরক্ষক পদে কর্মরত ছিলেন। স্ত্রী সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করায় নানারকম বিড়ম্বনার মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। কিন্তু সুফিয়া ছিলেন অনড়। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন তিনি।

এখন সারা রাজ্যজুড়ে দলদাস ও পদলেহনকারীদের বাড়বাড়ন্ত। তার মধ্যেও দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া সাধারণ মানুষ জেগে উঠছে। অন্যায় দেখলে মুখ বুঝে সহ্য করে নিতে আর পারছে না। প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেয়েছে। আর জি কর কাণ্ডে সকলের মুখে এখন একটাই কথা - We want Justice. কিছু কিছু ক্লাব দুর্গাপূজার অনুদান প্রত্যাখ্যান করছে। কোনও কোনও পুরোহিত রাজ্য সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত ক্লাবের দুর্গাপুজো করবেন না বলে জানাচ্ছেন। এই দুসময়েও সদাসর্বদা জ্বলজ্বল করছে ব্যতিক্রমী সুফিয়ার মুখ। তিনি যেন আজ নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাধারণ মানুষের প্রতিবাদী আন্দোলনে। ১৯৬৯ সালে ঢাকায় এলেন আয়ুব খান। সুফিয়া কামাল বললেন যে, আয়ুব যদি পাক-ভারত যুদ্ধের সমাধা করে তাসখন্ড চুক্তি করলেন, তবে এখানকার সমস্যারও সমাধান করান। আয়ুবের উত্তর ছিল, 'ওখানে মানুষের সাথে কাজ করেছি — এখানে তো সব জানোয়ার।' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন সুফিয়া। মুখের ওপর বল্লেন - 'ঠিক আছে, কিন্তু আপনি সেই জানোয়ারদেরই প্রেসিডেন্ট, আপনারই দায়িত্ব এখানকার সমস্যার সমাধান করা।' একজন সামান্য নারীর মুখে এরকম দুসাহসী কথা শুনে অপমানিত আয়ুব সভা ত্যাগ করে চলে যান। এর কিছু দিন পর সুফিয়ার এক প্রিয়ভাজন ব্যক্তি আয়ুবের পাঠানো পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে হাজির হন। সেই টাকা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এই 'বজ্রাদপি কঠোরানি' নারী। ফিরিয়ে দেন পাকিস্তান সরকারের 'তমঘা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে জাতির বিবেক রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন তিনি। মুক্তি বাহিনীর পক্ষে নিজের অবস্থানে অচল থাকেন। অত্যাচারী পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে কোনওরকম আপসে রাজি ছিলেন না। তাঁর প্রাণের আশঙ্কা দেখে রাশিয়ান কনসাল জেনারেল মিস্টার নভিকভ তাঁকে মস্কো যাওয়ার প্রস্তাব দেন। সুফিয়া রাজি হন নি। পরিষ্কার জানিয়ে দেন — 'এখন আমি এ দেশ ছেড়ে বেহেশতেও যেতে রাজি নই। আমার দেশ আমার দেশের মানুষেরা শান্তি পাক, সোয়াস্তি লাভ করুক — এ দেখে যেন আমি এই মাটিতেই শুয়ে থাকতে পারি।'

নারীর আত্মশক্তির ওপর তাঁর ছিল প্রবল আস্থা। সমাজব্রতী সুফিয়া বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকা, নিপীড়িত, অবহেলিত মেয়েদের জন্য গড়ে তুলেছিলেন ১৬টি নারীবাদী সংগঠন। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন তাঁকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। তাঁরই নেতৃত্বে ঢাকা শহরে মেয়েরা প্রথম ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে মিছিল ও সমাবেশ করেন। রাজপথে, মিছিলের ভিড়ে, জনাকীর্ণ সমাবেশে বারেবারে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ১৯৫৫ সালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে তাঁর নেতৃত্বে ঢাকার রাজপথে প্রথম মহিলাদের ঘেরাও আন্দোলন সংঘটিত হয়। সরকার সৃষ্ট বিয়াল্লিশের দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কারধ্বনি শোনা গেছে সুফিয়ার গলায়। বিয়াল্লিশের মন্বন্তরের পর কলকাতায় দাঙ্গা দমনের কাজে, ত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। বাংলাদেশের উত্থানপর্বে তিনি দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নেন। তবে, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে সুফিয়ার মনে শঙ্কা জন্ম নিয়েছিল। তিনি সংশয় প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'জানিনা আজকের শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এ স্বীকৃতির মর্যাদা বাংলার মানুষেরা সঠিকভাবে নিয়ে সত্যই গণতন্ত্রী এক মহান বাংলাদেশকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে কিনা। সন্দেহ, শঙ্কা সবই আছে।' কবির এই সন্দেহ, শঙ্কা যে একেবারেই অভ্রান্ত ছিল, তা আর আজ নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখন চারিদিকে নিজের ঢাক নিজে পেটানোর ধুম। এখানেও সুফিয়া ব্যতিক্রমী। তিনি নিজেকে আজীবন সাধারণ মানুষ হিসেবেই দেখেছেন। তিনি নিজের শেষ ইচ্ছা জানিয়ে বলেছিলেন — 'আমি একজন সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের মাঝেই আমি কবরে যেতে চাই।' ১৯৯৯ সালের ২৪ নভেম্বর আজিমপুর সাধারণ মানুষের কবরস্থানে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ হলেন কবি।

সুফিয়া কামাল সারা জীবন দু'হাত পেতে বাংলার মানুষের জন্য শান্তি চেয়েছেন, অধিকার চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'পথ চলা হয়ে যাক শেষ / এবার গড়িতে হবে সে উপনিবেশ / সকল জনার তরে উন্মুক্ত উদার / যেন পশে মুক্ত বায়ু, প্রশস্ত দুয়ার। / অন্নহীন বস্ত্রহীন গৃহহীন মানুষের তরে / আনিতে হইবে শান্তি।' দুই বাংলায় ফিরুক এই শান্তি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভেতর হারিয়ে যাওয়া মেরুদণ্ড খুঁজে পাক পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি জাতি। পরিশেষে, বিশিষ্ট সুফিয়া কামাল গবেষক, অধ্যাপক নিবেদিতা চক্রবর্তী (দত্ত)-এর কথায় বলি —— 'অধিকার বুঝে নেওয়ার প্রখর দাবিতে, দিন বদলের স্বপ্ন দেখা তরুণ প্রজন্ম আজও সুফিয়া কামালকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করে।' তিনি যে অতন্দ্র অনন্যা এক নারী।

তথ্যসূত্র—

১) অনন্যা নারী সুফিয়া কামাল - নিবেদিতা চক্রবর্তী (দত্ত)
২) সুফিয়া কামাল দীপ্র চেতনার সত্তাসন্ধান - নিবেদিতা চক্রবর্তী (দত্ত)

রাষ্ট্র তার জনগণকে সামাজিক সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ কেন

সুবল সরদার

রাষ্ট্র তার জনগণকে সামাজিক সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে কেন? বর্তমান রাজ্য সরকার শুরু থেকেই দেখছি ধর্ষণকারী, খুনি, মাফিয়া, গুন্ডাদের পক্ষ অবলম্বন করতে । জনাদেশ পেয়ে সরকার গঠন মানে এই নয় যে জনগণের ভাবাবেগে আঘাত করা, পদদলিত করা। অভয়া কাণ্ডে সরকারের সেই স্বৈরাচারী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। আর.জি. করে মহিলা ডাক্তারের ধর্ষণ এবং নৃশংসভাবে খুন যা সারা বিশ্বের টনক নাড়িয়ে দেয়। সারা বিশ্ব জেনে গেছে একজন মহিলা ডাক্তার কর্মরত অবস্থায় সরকারি হাসপাতালে সেফ জোনে কীভাবে একদল পশু ডাক্তারদের হাতে নির্মমভাবে খুন হয়! শুধু বুঝতে চায় না তৃণমূল সরকারের প্রধান কারিগর।

এটাই প্রত্যাশিত অভয়ার খুনের সঙ্গে সঙ্গে এফ.আই.আর. হবে। ধর্ষণকারী-খুনিদের চিহ্নিত করে দ্রুত তদন্ত শেষ হবে। এই তদন্তে কোনও রাজনৈতিক রঙ থাকবে না। সরকার এফ.আই.আর. করবে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কিন্তু এখানে দেখছি তার উল্টো হচ্ছে। সরকার অপরাধীদের পক্ষ নিয়ে ডজন ডজন বড় বড় ল-ইয়ার দিয়েছে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রীম কোর্টে। খুব স্বাভাবিক ভাবে প্রতি পদে পদে ন্যাচারাল জাস্টিস লঙ্ঘন করেছে। দ্রুত পোস্ট মর্টেম থেকে মৃতদেহ দাহ করা। আর. জি করের অধ্যক্ষের সকালে পদত্যাগ এবং বিকালে অন্য কলেজে আবার পোস্টিং। ৪৩ জন ডাক্তারবাবুকে ট্রান্সফার করে অবশ্য পরে চাপে পড়ে প্রত্যাহার করে, ১৯০ জন নার্স যাঁরা প্রতিবাদিনী হয় তাঁদের অন্যত্র বদলি করা হয়। পুলিশ পাহারায় আর.জি. কর ভাঙচুর যা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমার রাজার থেকে বর্তমান বঙ্গের প্রধানা আরো বেশি ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী শাসক। সেই পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণ কান্ড থেকে শুরু করে, কামদুনি থেকে আজকের অভয়াকান্ড সবসময় সর্বদা সরকার ধর্ষণকারী, খুনিদের পক্ষ অবলম্বন করতে দেখা গেছে। কিন্তু কেন? সরকার কি ভুলে গেছে তার রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বোধ।

সরকার যখন তার দায়িত্ব বোধ ভুলে যায়, জনগণকে সামাজিক নিরাপত্তা নিতে ব্যর্থ হয়, তখন প্রতিবাদে-প্রতিরোধে রাজপথে গর্জে ওঠে যা আজকে হচ্ছে। জনগণের ভাবাবেগ সুনামির মতো আছড়ে পড়ছে দিকে দিকে সর্বত্র যা দিনে দিনে নিম্ন চাপের মতো বঙ্গোপসাগরের বুকে ভূমিষ্ঠ হচ্ছিল। সরকার তখন অহংকারে, দাম্ভিকতায় দাপাদাপি করছিল। রাজা নীরোর মতো নৌকা বিহারে মনের আনন্দে বেহালা বাজাচ্ছিল। এখানে এক রাখাল বালকের গল্পের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সে প্রতি দিন সকালে বনের ধারে মাঠে গরু চরাতে যায় । গরু চরানোর সময় হঠাৎ চিৎকার করে গরুর পালে বাঘ পড়েছে বলে। বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে থাকে। আশেপাশে কৃষকরা লাঠি ছোটা নিয়ে ছুটে আসে তাকে রক্ষা করতে। তখন রাখাল বালক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। তার মজা করার জন্যে কৃষকেরা রেগে চলে যায় আর বলে যায় — যেদিন সত্যি সত্যি বাঘ আসবে সেদিন কেউ তোকে সাহায্য করতে আসবে না। পরবর্তী গল্পের পরিণতি এরকম হয় একদিন সত্যি সত্যি পালে বাঘ পড়ে, সে চিৎকার করলেও কেউ আসে না, বাঘের পেটে তার মৃত্যু হয়। আমাদের রাজ্যের মাথা প্রথম থেকেই মিথ্যা কথা বলতে বলতে এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন জনগণ এখন তাঁর কোনও কথা বিশ্বাস করে না। অবশ্য তিনি কখনো সত্যি কথা বলেছেন স্মরণ করতে পারি না। জনগণকে ধোঁকা দেওয়া তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। রাজ্যের বিভিন্ন ঘটনার পরম্পরায় সেই সাক্ষ্য দেয়। অভয়া কান্ড উলঙ্গ রাজার মতো তাঁকে উলঙ্গ করে দিলেও তিনি মানতে চান না। রাতের সারা কলকাতা শহর নারীদের দখলে চলে যায়। ভারত থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে সেই প্রতিবাদী আন্দোলনের ঢেউ ।ছাত্র থেকে যুবা, বেকার থেকে সকার, নারী থেকে পুরুষ, গ্রাম থেকে শহরে, ভারত থেকে বিশ্ব সর্বত্র এই প্রতিবাদের ঢেউ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। একটাই দাবি জাস্টিস চাই। সঠিক, নিরপেক্ষ, দ্রুত বিচার চাই। কলিগদের হাতে খুন! তথচ রাজ্য পুলিশ থেকে সিবিআই শ্লথ তদন্ত প্রক্রিয়া জনমানসে আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার মতো জ্বলে উঠেছে। অভয়া খুন যখন হয়েছে খুনিদের ধরতে হবে। বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। বছরের পর বছর কোন বিচার প্রক্রিয়া চলতে পারে না। এটা বিচারের নামে অবিচার বলা যায় — জাস্টিস ডিলেড মিনস জাস্টিস ডিনাইড। অন্যদিকে তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে দ্রুত, নিরপেক্ষ, সঠিক তদন্ত করতে হবে। বিশ সাল পরে আসামি বেকসুর খালাস হলে আসামীর দৈহিক, মানসিক নির্যাতন, সামাজিক সম্মান, প্রতিপত্তি এবং তার বৃত্তি হারানোর জন্যে সরকার ক্ষতি পূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। আসামী বেকসুর খালাস হলে তার দায়বদ্ধতা সরকারকে নিতে হয়। কেন সরকার দায়বদ্ধতা নেবে না তার উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে। ধরে নিতে হবে তদন্ত সঠিক ভাবে হয় নি। রাজনৈতিক রঙে তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করা হয়েছে।

আমাকে ভাবায় সরকার কেন ধর্ষক, খুনিদের বাঁচাতে চাইছেন! রাষ্ট্র যদি খুনিদের পক্ষ নেয় সেখানে বিচার পাওয়া দূরুহ হয়। অভয়া কান্ডে দেখতে হবে তদন্তে কে আটকাচ্ছেন তাঁকে ধরে তদন্ত শুরু করতে হবে, তিনি যত বড় ক্ষমতাশালী হোন। এমন ভাবাবেগকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। এ বঙ্গের ছাত্র যুবা আন্দোলন বাংলাদেশের ধ্বংসাত্মক ছাত্র আন্দোলনের মতো নয়। শান্তি প্রিয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এ আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত জনগণের আন্দোলন। রঙ লাগানো আন্দোলন নয় যদিও সিপিএমের রঙ লাগানো আন্দোলন বিস্ময় বোধ করে। আগামী ২৭ আগষ্ট নবান্ন অভিযান তারা থাকছেন না। কিন্তু কেন? ভোট ব্যাংক বাড়বে না। অবশ্য তারা সবসময় সুবিধাগত কৌশল অবলম্বন করে। যেমন স্বপ্নদীপের মৃত্যু তারা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসি ক্যামেরা বসানোর বিরুদ্ধে থাকে আবার আরজি করে কেন সিসি ক্যামেরা নেই তারা প্রশ্ন তোলে। তারা আবার বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের কোটা সংরক্ষণ বিপক্ষে থাকে যারা এ বঙ্গে সংখ্যালঘুদের কোটা সংরক্ষণ পক্ষে থাকে। সিপিএমের এই ভোট কেন্দ্রিক রাজনীতির জন্যে তারা জনগণের থেকে দূরে চলে যায়। আগামীদিনেও যাবে।

জনগণ চায় নবান্ন অভিযান সফল হোক। অভয়ার ধর্ষক-খুনিদের দ্রুত বিচার হোক। স্বৈরাচারীর শাসকের নিপাত হোক। রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসুক।

আশা করি ন্যায় সংহিতার নয়া ধারণায় দ্রুত তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হবে এবং বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত নিষ্পত্তি হবে।

আনন্দকথা

"যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে, তাহলে পাপই করু, আর মহাপাতকই করুক, কিছুতেই ভয় নাই।"

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের ভাব আরোপ করিয়া ভাবে মাতোয়ারা হইয়া বিশ্বাসের মাহাত্ম্য গাহিতেছেন ঃ

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ-দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরকে ভালবাসা জীবনের উদ্দেশ্য—The End of life

শ্রীরামকৃষ্ণ — বিশ্বাস আর ভক্তি। তাঁকে ভক্তিতে সহজে পাওয়া যায়। তিনি ভাবের বিষয়।

এ-কথা বলতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার গান ধরিলেন ঃ

মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাব কি ধররে পারে।।
অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তি-সারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোর-কুঠুরি, ভোর হলে সে লুকাবে রে।।
ষড় দর্শনে না পায় দরশন, আগম-নিগম তন্ত্রসারে।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বনধের দিন মহিলা পুলিশ অফিসারকে হুমকি তৃণমূল নেতার, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এবার বিজেপির বনধ্‌ ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের কাঁঠালি এলাকায়। তৃণমূল নেতা সঞ্জয় খানের দাদাগিরিতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকা জুড়ে। মহিলা পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে তৃণমূল নেতা সঞ্জয় খানের প্রবল বাক- বিতণ্ডা। তৃণমূল নেতার দাদাগিরিতে তটস্থ মহিলা আধিকারিক। কয়েক মিনিট ধরে শাসক দলের নেতার সঙ্গে মহিলা পুলিশের তর্ক বিতর্ক চলে। এই ঘটনায় তৃণমূল নেতা সঞ্জয় খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় গোঘাট থানায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। তৃণমূল নেতার দাবি, বিজেপির পথ অবরোধ চলাকালীন মহিলা পুলিশ আধিকারিক নাকি পথ অবরোধের মদত দিচ্ছিলেন। তিনি নাকি তার প্রতিবাদ করেন। অপরদিকে মহিলা পুলিশ আধিকারিককে বলতে শোনা যায়, তৃণমূল নেতা বিজেপির পথ অবরোধ চলাকালীন উত্তেজনা সৃষ্টি করছিলেন। তাকে নিষেধ করাতেই তিনি অন ডিউটি অবস্থায় মহিলা পুলিশ অফিসারের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন। বিজেপির ডাকা বনধে এবার শাসকদের রোষের মুখে মহিলা পুলিশ অফিসার। বিজেপির সঙ্গে মিলে রাস্তা অবরোধ করাচ্ছেন মহিলা পুলিশ অফিসার। এমনটাই অভিযোগ তুলে ওই অফিসারের বচসা ও তর্কবিতর্ক হয় তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষের। পরে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কর্মরত মহিলা পুলিশ অফিসারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী জানান, অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মানকুণ্ডু স্টেশনে রেল অবরোধে লাঠিচার্জের অভিযোগ, পুলিশকে পাথর ছোড়েন বিক্ষোভকারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মানকুণ্ডু স্টেশনে রেল অবরোধে। লাইনে দাঁড়িয়ে লোকাল ট্রেন। বনধের সমর্থনে ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেয় বিজেপি। অপরদিকে, যানবাহন সচল রাখতে তৎপর পুলিশও। ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। লাঠিপেটা করে পুলিশ। পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার অভিযোগ। অবরোধকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায় পুলিশ। চরম ভোগান্তি যাত্রীদের।

বুধবার সকাল থেকেই রেল অবরোধে সামিল হয় বিজেপি কর্মীরা। মানকুণ্ডু স্টেশনের আপ ও ডাউন লাইনের এক, দুই ও তিন নম্বর লাইনে রেল অবরোধ করে বিজেপি। দু'টি লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে লোকাল ট্রেন ও তিন নম্বর লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে হাওড়া বালুরঘাট এক্সপ্রেস। প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে চলেছে অবরোধ। যার জেরে সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ। অফিস টাইমে রেল অবরোধ হওয়ার ফলে চরম হয়রানির শিকার হতে হয় যাত্রীদের। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ট্রেন অবরোধ ছাড়া হাওড়া বর্ধমান মেন শাখায় ট্রেন চলাচল ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বেলা একটু গড়াতেই মানকুণ্ডু স্টেশনে অবরোধ শুরু করে বিজেপি কর্মীরা।

পরে বিজেপির পতাকা সরিয়ে দিয়ে জাতীয় পতাকা নিয়ে ট্রেনের সামনে লাগিয়ে দেয় সাধারণ যাত্রীরা বলে অভিযোগ। যার জেরে প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে অবরোধ। এরপরই চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের বিশাল পুলিশ বাহিনী, র‍্যাফ, জিআরপি ও আরপিএফ ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে অবরোধকারীদের অবরোধ তোলার আহ্বান জানালেও পিছু হটতে নারাজ অবরোধকারীরা। সমস্যায় রেলযাত্রীরা। পড়ে অ্যাকশনে নামে পুলিশ। ছত্রভঙ্গ করতে প্রথমে লাঠি চার্জ ও পরে কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায় পুলিশ। লাঠিচার্জ করা হয় বলে অভিযোগ। পাল্টা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে বিক্ষোভকারীরা।

রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয় পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি জানান, পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে, জনসাধারণের কাছে অনুরোধ কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না।

সিঙ্গুর ও হরিপালে বনধ বিরোধিতায় বেচারাম মান্না

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিপাল: বুধবার সিঙ্গুর কৃষি মান্ডি ও সিঙ্গুর বাজারে জনজীবন সচল রাখাতে এবং পূজার আগে বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টার বাংলা বনধের বিরোধিতা করতে রাস্তায় রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। এদিন সকাল থেকেই মন্ত্রী বেচারাম মান্না পার্টির সদস্যদের নিয়ে হরিপাল ও সিঙ্গুরের বাজারে এলাকায় ঘুরতে থাকেন। এছাড়া তিনি রাস্তাগুলোতেও সদস্য নিয়ে হাঁটতে থাকেন কখনও বাজারে গিয়ে সবজি বিক্রেতা তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সবাইকে বলেন বিজেপির অনৈতিক বনধের বিরোধিতা করতে হবে। তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন দোকানপাট সব খুলেছে কিনা কখনও সবজি মান্ডিতে গিয়েছেন আবার কখনও ঘুরলেন এবং রাস্তায় নেমে বনধের বিরোধিতা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বললেন, সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে বনধের বিরোধিতা করেছেন এটা অনৈতিক বনধ সব দোকানপাট খোলা বাজার খোলা সবজি মান্ডি খোলা সমস্ত আলুর স্টোর খোলা। সিঙ্গুরের সব থেকে বড় আলু সরবরাহ কেন্দ্র খোলা যেখান থেকে সব পাইকারি আলু অন্যান্য জেলা ও কলকাতাতে যায়, সাধারণ মানুষ বনধ মেনে নেয়নি।

পুলিশের সঙ্গে বিজেপির বচসা, টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ, বাসচালকদের ধমক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সাত সকালে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী চৌরাস্তা মোড়ে পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের বচসা, যারা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের ধমক কর্মীদের, টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মীদের, উপস্থিত বিজেপি বিধায়ক।

বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টা বনধ সফল করতে সকালবেলায় সোনামুখী চৌরাস্তা মোড়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা দখল নেয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামীকেও। যে সমস্ত গাড়িগুলি রাস্তায় বেরয় এই চালকদের রীতিমতো ধমক দিতে দেখা যায় বিজেপি কর্মীদের। এরপর এই ঘটনাস্থলে পুলিশ আসলে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এরপরেই রীতিমতো টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি বিধায়ক সহ কর্মী সমর্থকরা।

স্কিপার লিমিটেড

SKIPPER Limited

CIN : L40104WB1981PLC033408

রেজি. অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ফোন : ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭৩১/৩২ , ফ্যাক্স : ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭৩৩

ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com

ওয়েবসাইট: www.skipperlimited.com

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে স্কিপার লিমিটেড ("কোম্পানি") এর সদস্যদের ৪৩তম (তেতাল্লিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম" বা "সভা") বৃহস্পতিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৩০টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম) মাধ্যমে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("অ্যাক্ট") এবং এর প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে সভা আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পাদনের জন্য, এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারগুলি, সর্বশেষটি হল সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় দ্বারা জারি করা হয়েছে (এর পরে সমষ্টিগতভাবে "এমসিএ সার্কুলার" হিসাবে উল্লিখিত) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সার্কুলার এবং ১২ মে, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখে, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ এবং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ (পরবর্তীতে সম্মিলিতভাবে "সার্কুলার" হিসাবে উল্লিখিত)।

উপরোক্ত সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি ২৮ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শুধুমাত্র সেই সদস্যদের কাছে ৩১ মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৪৩তম এজিএম আহ্বান করার নোটিশ পাঠানো সম্পূর্ণ করেছে ই-মেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি)/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর সাথে নিবন্ধিত। ৩১ মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন, **www.skipperlimited.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com**। বিজ্ঞপ্তিটি এনএসডিএল (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা) এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায়, যেমন, **www.evoting.nsdl.com**। সভার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য সদস্যদেরকে কোম্পানি কর্তৃক ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস (ইংরেজি) (সমস্ত সংস্করণ) এবং একদিন (বাংলা) এ জারি করা ২২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লিখিত বিজ্ঞাপনগুলি কোম্পানি এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পড়া আইনের, সময় সময় সংশোধিত, তালিকার সার্কুলার এবং রেগুলেশন ৪৪ এর সাথে একসাথে পঠিত প্রবিধান, কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর পরিষেবাগুলিকে এজিএম চলাকালীন সমস্ত যোগ্য সদস্যদের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং পরিষেবা এবং ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত করেছে যাতে তারা ব্যবসার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে সক্ষম হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ব্যবসাগুলি শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং/ ই-ভোটিং এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।

ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের বিশদ বিবরণ এবং এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। একজন ব্যক্তি, যিনি কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে প্রকৃত আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করেছেন, তিনি সভায় দূরবর্তী ই-ভোটিং/ ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। **দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল সোমবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং শেষ হবে বুধবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বিকাল ৫টায়।** পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমতি দেওয়া হবে না এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি পূর্বোক্ত সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে নিষ্ক্রিয় করা হবে। সদস্যদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে নোটিশটি ব্যবহার করা উচিত।

কেবলমাত্র সেই সদস্যরা, যারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত আছেন এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে রেজুলেশনে তাদের ভোট দেননি, এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। যাইহোক, যে সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন, কিন্তু পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে বা সভার সময় আবার ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পর এবং কাট-অফ তারিখ, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি লগইন ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন **evoting@nsdl.com** বা **investor.relations@skipperlimited.com**-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে। যাইহোক, যদি ব্যক্তিটি ইতিমধ্যেই ই-ভোটিং-এর জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত থাকে তবে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। বিকল্পভাবে, আপনি যদি এনএসডিএল ই-পরিষেবাগুলির জন্য যেমন, আইডিয়াস-এর জন্য নিবন্ধিত হন, আপনি আপনার বিদ্যমান আইডিয়াস লগইন দিয়ে **https://eservices.nsdl.com**-এ লগইন করতে পারেন এবং ই-ভোটিং ওয়েবপেজ অ্যাক্সেস করতে পারেন।

কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং এনএসডিএল ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন, যেমন, **www.evoting.nsdl.com** বা কল করুন ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০ অথবা সিনিয়র ম্যানেজার শ্রীমতি পল্লবী মাত্রেকে **evoting@nsdl.com**-এ অনুরোধ পাঠান। সিডিএসএল-এর সাথে ডিম্যাট মোডে সিকিউরিটি ধারণ করা সদস্যরা টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ বা ই-মেইল আইডি **helpdesk.evoting@cdslindia.com**। এমনকি সদস্যরা কোম্পানিতে **investor.relations@skipperlimited.com**-এ লিখতে পারেন।

স্কিপার লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
অনু সিং
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়ান্স অফিসার)
আইসিএসআই মেম্বারশিপ নং F9782

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৮ অগস্ট, ২০২৪

জীবনরাম শেওদত্তরাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L17111WB1987PLC085533

রেজিস্টার্ড অফিস: 30D, [illegible] রোড, কলকাতা-700026

কর্পোরেট অফিস: মডিউল 301, [illegible], সেক্টর-3, কলকাতা-700091

ফোন নম্বর: 033-40169500; ফ্যাক্স: 033-40169502

ই-মেল: cs@jiwan.co.in

নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে জীবনরাম শেওদত্তরাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ("কোম্পানি") 27 তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") বৃহস্পতিবার 26 সেপ্টেম্বর, 2024 সকাল 11 টায় (IST) অনুষ্ঠিত হবে। ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও- ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("VC/OAVM")-এর মাধ্যমে কোম্পানি আইন, 2013-এর বিধান মেনে, সার্কুলার নং 14-এর মাধ্যমে [illegible] সার্কুলার নং 14/2020 তারিখ 8 ই এপ্রিল, 2020, 17/2020 তারিখ 13 ই এপ্রিল, 2020, 20/2020 তারিখ 5 ই মে, 2020, 2/2022 তারিখ 5 ই মে, 2022, 10/2022 তারিখ 28 ডিসেম্বর 2022, এবং 09/2023 তারিখ 25 সেপ্টেম্বর, 2023 এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার ("MCA সার্কুলার") [illegible] বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("SEBI") সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 ("SEBI সার্কুলার") তারিখের 7 ই অক্টোবর, 2023 এবং SEBI দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার, 27 তম এজিএম এর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ব্যবসাগুলিকে লেনদেনের জন্য।

2023-2024 আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ 27 তম এজিএম এর নোটিশ [illegible] সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার মেনে সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে।

2023-2024 আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ 27 তম এজিএম [illegible] কোম্পানির ওয়েবসাইটে https://www.jiwanramgroup.com, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.nseindia.com-এ, এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের ("CDSL") ওয়েবসাইট www.evotingindia.com -এ প্রদর্শিত করা হবে।

[illegible] 27 তম এজিএম এবং 2023-2024 আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার জন্য [illegible] ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন বা আপডেট করার জন্য তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ এবং পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

[illegible]

পরিচালন পর্ষদের আদেশ দ্বারা
জীবনরাম শেওদত্তরাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

তারিখ: 29/08/2024
স্থান: কলকাতা

[illegible]
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম রানাঘাটের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, জেলা-নদীয়া

মিস কেস নং- ০২/২০২৪ (সাকসেশন)

দরখাস্তকারী:- চন্দ্রিমা মুখোপাধ্যায়, স্বামী-অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, সাং- বারাসাত মুখার্জ্জী পাড়া, পোঃ- ভাদুড়ী, থানা-তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া।

এতদ্বারা সকল জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী নিম্ন তপশীল বর্ণিত গচ্ছিত অর্থ লইয়া অত্র আদালতে একটি উপরোক্ত নং সাকসেশন মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। অত্র মোকর্দ্দমা লইয়া কাহারও কোন বক্তব্য বা অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনি অথবা আপনার উকিলবাবু/প্রতিনিধি আদালতে হাজির হইয়া উপযুক্ত প্রমান সহকারে আপনার বক্তব্য পেশ করিবেন, অন্যথায় আইনানুযায়ী কার্য্য হইবে।

তপশীল

1. Post Office MIS Account, being A/C No- 4950672454, in the name of Debasish Banerjee and Dulali Banerjee, amounting to Rs. 6,00,000/- (Rupees Six lakh Only),
2. A Kishan Vikash Patra, being A/C No- 4802405544, in the name of Debasish Banerjee amounting to Rs. 16,000/- (Rupees Sixteen thousand Only)
3. Post office savings A/C No. 2795991334 amounting to Rs. 1,48,751/- (one lakh forty eight thousand seven hundred fifty one only)
4. NSC Certificate of Rs. 5000/- each in the name of deceased Debasish Banerjee- being A/C No- 2796769000, 2796768997, 2796768980; 2796768973,2796768966, 2796768959, 2796768942, 2796768935, 2796768928, 2796768911, 2796768904, 2796768898, 2796768881, 2796768874, 2796768867, 2796768850, 2796768843, 2796768836, 2796768829, 2796768812, 2796728120, 2796723163, 2796723156, 2796723149, 2796723132, 2796723125, 2796723118, 2796723101, 2796723095, 2796723088, 2796723071, 2796723064, 2796723057, 2796723040, 2796723033, 2796723026, 2796723019, 2796723002, 2796722999, 2796722982, 2796722975, 2796722968, 2796722951, 2796722944, 2796722937, 2796722920, 2796722913, 2796722906, 2796722890, 2796722883, 2796722876, 2796722869, 2796722852, 2796722845, 2796722838, 2796722821, 2796722814, 2796722807, 2796722791, 2796722784, 2796722777, 2796722760, 2796722753, 2796722746, 2796722739, 2796722722, 2796722715, 2796722708, 2796722692, 2796722685, 2796722678, 2796722661, 2796722654, 2796722647, 2796722630, 2796722623, 2796722616, 2796722609, 2796722593, 2796722586, 2796722579, 2796722562, 2796722555, 2796722548, 2796722531, 2796722524, 2796722517, 2796722500, 2796722494, 2796718527, 2796718510, 2796718503, 2796718497, 2796718480, 2796718473, 2796718466, 2796718459, 2796718442, 2796718435, 2796718428, 2796718411
Certificate No. 01MA 843313 To 01MA 843352 (40 pieces),
Amounting Rs. 5,000/-x 140= 7,00,000/- (Rupees Seven lakh only).
5. NSC Certificate of Rs. 10,000/- each, being A/C No- 2796747695, 2796747688, 2796747671, 2796747664, 2796747657, 2796743673, 2796743666, 2796743659, 2796743642, 2796743635, 2796747794, 2796747787, 2796747770, 2796747763, 2796747756, 2796747749, 2796747732, 2796747725, 2796747718, 2796747701, 2796494254, 2796494247, 2796494230, 2796494223, 2796494216, 2796494209, 2796747824, 2796747817, 2796747800, 2796494261
Amounting Rs. 10,000/- x 30= 3,00,000/- (Rupees Three lakh only), In the name of deceased Debasish Banerjee and Dulali Banerjee,
6. NSC Certificate of Rs. 10,000/- each, in the name of Debasish Banerjee, being A/C No- 2796702564, 2796702557, 2796702540, 2796702533, 2796702526, 2796702519, 2796702502, 2796702496, 2796702489, 2796702472, 2796702465, 2796702458, 2796702441, 2796702434, 2796702427, 2796707781, 2796707774, 2796707767, 2796707750, 2796707743, 2796707736, 2796707729, 2796707712, 2796707705, 2796707699, 2796711948, 2796711931, 2796707965, 2796707958, 2796707941, 2796707934, 2796707927, 2796707910, 2796707903, 2796707897, 2796712044, 2796712037, 2796712020, 2796712013, 2796712006, 2796711993, 2796711986, 2796711979, 2796711962, 2796711955, 2796728144, 2796728137, 2796702151, 2726702144, 2796702199, 2796702182, 2796702175, 2796702168, 2796702250, 2796702243, 2796702236, 2796702229, 2796702212, 2796702205,
Certificate No. 07MA 108942 to 07MA 108947 (6 pieces)
Amounting Rs. 10,000/- x 65= 6,50,000/- (Rupees Six lakh fifty thousand only)
7. NSC Certificate amount into Rs. 10,000/- each Being Certificate no- 07NA 109094, 07NA 109095, 07NA 109096, 07NA 109097, 07NA 109098, 07NA 109099, 07NA 109100, 07NA 109801, 07NA 109802, 07NA 109803
Amounting Rs. 10,000/- x 10= 1,00,000/- (Rupees One lakh only).
8. NSC Certificate of Rs. 2,00,000/-, in the name of Debasish Banerjee, being A/C No - 4074941047.
9. NSC Certificate of Rs. 5,000/- each, in the name of Debasish Banerjee, being A/C No - 2796769208, 2796769192, 2796769185, 2796769178, 2796769161, 2796769154, 2796769147, 2796769130, 2796769123, 2796769116, 2796769109, 2796769093, 2796769086, 2796769079, 2796769062, 2796769055, 2796769048, 2796769031, 2796769024, 2796769017, 2796769352, 2796769345, 2796769338, 2796769321, 2796769314, 2796769307, 2796769291, 2796769284, 2796769277, 2796769260, 2796769253, 2796769246, 2796769239, 2796769222, 2796769215, 2796769406, 2796769390, 2796769383, 2796769376, 2796769369,
Amounting Rs. 5,000/- x 40= 2,00,000/- (Rupees Two lakh only).
10. Nadia District Central Co-operative Bank, Badkulla Branch, Dulali Banerjee vide A/C no- 009272045, amount of Rs. 500/- Debasish Banerjee A/C No- 139080009228, of Rs. 29864/-,
11. Locker Pass Book A/C no- 4877, Locker No- 107, L/F 1/114, in the name of Debasish Banerjee, Dulali Banerjee and Chandrima Mukhapadhyay
12. KVP Certificate of Rs. 40,000/- In the name of deceased Dulali Banerjee, Vide A/C No- 3482277229.
Total amount of Rs. 33,65,251/- (Rupees Thirty three lakh sixty-five thousand two hundred fifty one only with interest thereon.

আদেশ অনুসারে
Gopal Das
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট রানাঘাট আদালত

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L27100WB2010PLC144405

রেজিস্টার্ড অফিস: ৮/১ লালবাজার স্ট্রিট, বিকানীর বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা পব-৭০০০০১ ভারত

ই-মেল: investor@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট : www.manaksiaaluminium.com,

ফোন: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪

১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং ও বই বন্ধের তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে **মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের ১৪ তম (চোদ্দ তম) বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম" বা "সভা") শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০টায় (আইএসটি)** অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") মাধ্যমে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, (এর প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে সভা আহ্বানকারী নোটিশে উল্লেখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য। এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২০/২০২০, নং ০২/২০২১, নং ১৯/২০২১, নং ০২/২০২২ এবং নং ১০/২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ০৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারী ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ০৫ মে, ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ যথাক্রমে (এর পরে, সমষ্টিগতভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়) কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা তৎসহ সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 এবং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর, ২০২৩ যথাক্রমে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা (এখানে সম্মিলিতভাবে "সার্কুলার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অনুযায়ী।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ১৪ তম এজিএম ("নোটিশ") আহবান করার নোটিশটি আর্থিক বছরের ২০২৩-২৪ এর বার্ষিক প্রতিবেদনের সফ্ট কপি সহ শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') এর সাথে নিবন্ধিত।

ই-মেইল ঠিকানার নিবন্ধন/হালনাগাদ করার জন্য, সদস্যরা নির্দেশিকা অনুসরণ করতে পারেন, যেমন

দূরবর্তী ই-ভোটিং তথ্য

- আইনের ধারা ১০৮-এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিত, সংশোধিত, লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪ এবং কোম্পানি সেক্রেটারিদের ইনস্টিটিউট দ্বারা জারি করা সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ভারত, কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ১৪ তম এজিএম-এ বিবেচনা করার প্রস্তাবিত সমস্ত রেজোলিউশনে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট।
- দূরবর্তী ই-ভোটিং উইন্ডো **খুলবে মঙ্গলবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ৯টায় (আইএসটি), বৃহস্পতিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বিকাল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে।** এই সময়ের মধ্যে কোম্পানির সদস্যরা শেয়ার ধারণ করেন ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, **কাট-অফ ডেটে (রেকর্ড তারিখ), অর্থাৎ শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিন। এরপর এনএসডিএল দ্বারা ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে। একবার সদস্য দ্বারা ভোট দেওয়া হলে তিনি পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না। ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, শুক্রবারের কাট-অফ তারিখ অনুসারে সদস্যদের ভোটদানের অধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে। সদস্য যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে পারে কিন্তু আবার সভায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে না। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এজিএম-এর নোটিশটি সেই অনুযায়ী বিবেচনা করা উচিত। যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ (রেকর্ড তারিখ) অর্থাৎ শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করতে পারেন। দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য অনুরোধ করে **evoting@nsdl.co.in বা mdpldc@yahoo.com**-এ এনএসডিএল-এর কাছে। দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত সদস্যরা অবশ্য এই উদ্দেশ্যে তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
- কোনো প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা কল করুন টোল ফ্রি নম্বর ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা **evoting@nsdl.co.in**:-এ একটি অনুরোধ পাঠান বা নিম্নলিখিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করুন

(ক) শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পারেল, মুম্বাই- ৪০০ ০১৩ টেলিফোন নম্বরে ০২২-২৪৯৯৪৩৬০/০২২-২৪৯৯৪৫৪৫ বা ই-মেইল আইডিতে **pallavid@nsdl.co.in** এবং **evoting@nsdl.co.in**।

(খ) শ্রী বিবেক জৈন, কোম্পানি সেক্রেটারি, মানকশিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড, ৮/১, লাল বাজার স্ট্রিট, বিকানের বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা -৭০০ ০০১ টেলিফোন নম্বরে ০৩৩-২২৪৩৫০৫৩/৫৪ অথবা **investors@malcoindia.co.in**-এ ই-মেইল করুন।

ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে যোগদানকারী সদস্যদের জন্য নির্দেশাবলী

- সদস্যদের এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হবে। সদস্যরা তাদের রিমোট ই-ভোটিং লগইন শংসাপত্র ব্যবহার করে শেয়ারহোল্ডার/সদস্য লগইন-এর অধীনে **www.evoting.nsdl.com**/-এ এটি অ্যাক্সেস করতে পারেন। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই বন্ধ করা

- নোটিশ এতদ্বারা আরও দেওয়া হল যে আইনের ধারা ৯১ এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ১০ এবং তালিকা প্রবিধানের রেগুলেশন ৪২ এর সাথে পঠিত, সদস্যদের **নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শনিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এজিএম এর উদ্দেশ্য।**
- ভোটের ফলাফল ১৪তম এজিএম শেষ হওয়ার ২ কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। এই ধরনের ফলাফল কোম্পানির দ্বারা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এর কাছে পাঠানো হবে। স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টের সাথে ঘোষিত ফলাফলগুলি কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট **www.manaksiaaluminium.com** এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com**-এ অবিলম্বে পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশানুসারে
মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
বিবেক জৈন
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং A36946

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০২৪

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45209WB1924PLC004969

রেজিঃ অফিস: 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেক্সপিয়র সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭

ফোন: +৯১ ০৩৩-২৩০১ ১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮৯ ১৪৬৮

ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

কোম্পানির ১০৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, মেসার্স সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর সদস্যদের ১০৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শনিবার দুপুর ২টোয় ভিডিও কনফারেন্স ('**ভিসি**')/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস ('**ওএভিএম**') সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (দ্য অ্যাক্ট) প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলস এবং জেনারেল সার্কুলার ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইসু করা (সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলারস" হিসেবে উল্লিখিত) এবং সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") তৎসহ পঠিত সেবি সার্কুলার তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর ২০২৩ ("সেবি সার্কুলার") -সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়া অনুষ্ঠিত হবে।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারের শর্তাবলী অনুসারে, কোম্পানির এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ, ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের বিবৃতি এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদনসমূহ প্রেরণ বৈদ্যুতিন মোডে পাঠানো হয়েছে ২৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখ কেবলমাত্র সেই সদস্যদের কাছে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) -এর সাথে নিবন্ধিত রয়েছে। উপরোক্ত এমসিএ এবং সেবি বিজ্ঞপ্তিগুলির মাধ্যমে এজিএমের নোটিশের ফিজিক্যাল অনুলিপি প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিতরণ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত ডকুমেন্টগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.simplexinfra.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ অর্থাৎ **www.bseindia.com**, **www.nseindia.com**, **www.cse-india.com** এবং এনএসডিএল **www.evoting.nsdl.com** -তে পাওয়া যাবে।

নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এই নোটিশ প্রচারের তারিখ থেকে এজিএমের তারিখ অবধি বৈদ্যুতিন মোডে নিরীক্ষণ করার জন্য উপলব্ধ থাকবে। সদস্যদের অনুরোধ করা হয়েছে উক্ত নথির নিরীক্ষণ করার জন্য কোম্পানিকে **secretarial.legal@simplexinfra.com** -তে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে।

এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটদান এবং ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী

সময়ে সময়ে সংশোধিত মত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ অনুসারে, সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড সাধারণ সভায় দ্য ইন্সিটিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়ার জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ("এসএস-২") সেবি লিস্টিং রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, সংস্থাটি এজিএম-এ লেনদেনের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে সদস্যদের ভোট প্রয়োগের সুবিধা কোম্পানি প্রদান করেছে এবং এজন্য সংস্থাটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার্থে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) -কে নিযুক্ত করেছেন। "কাট-অফ ডেট" অর্থাৎ শনিবার ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ অনুযায়ী ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালইজেড ফর্মের শেয়ার ধারণকারী সদস্য **www.evoting.nsdl.com** -তে এনএসডিএলের ("রিমোট-ই-ভোটিং") বৈদ্যুতিন ভোটদান পদ্ধতির মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএমের নোটিশে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে :

ক) এজিএমের নোটিশে বর্ণিত সাধারণ ও বিশেষ ব্যবসায় কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।

খ) রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল মঙ্গলবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৫.০০টায় শেষ হবে, এরপরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি অক্ষম করা হবে ভোটদানের জন্য। কোনও রেজুলেশনে ভোট দেওয়ার পরে সদস্য পরবর্তী সময়ে এটি সংশোধন করতে পারবেন না।

গ) মিটিং এর সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও সরবরাহ করা হবে এবং সভায় অংশ নেওয়া সদস্যগণ যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি তারা সভার সময় ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। সদস্যদের ভোটাধিকারটি কাট-অফ তারিখ হিসাবে, অর্থাৎ শনিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সংস্থার পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনের অংশের সমানুপাতিক হবে।

ঘ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে যে সদস্যরা তাদের ভোট(গুলি) দিয়েছেন তারাও এজিএমে যোগ দিতে পারবেন তবে তারা আবার এজিএমে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

ঙ) যে কোনও ব্যক্তি নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখ অনুসারে শেয়ার রাখার পরে কোম্পানির শেয়ারগুলি অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য তারা ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডটি **evoting@nsdl.co.in** -তে একটি অনুরোধ প্রেরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত করতে পারবেন। তবে যদি কোনও ব্যক্তি ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএলে ইতিমধ্যে নিবন্ধভুক্ত থাকেন তবে বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। কাট-অফ তারিখ হিসাবে সদস্য না থাকা কোনও ব্যক্তিকে কেবল তথ্যের জন্য এজিএমের নোটিশটি গ্রহণ করা উচিত। ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত লগইন শংসাপত্রগুলি ভিসি/ওএভিএম -এর মাধ্যমে এজিএমগুলিতে অংশ নিতে ব্যবহৃত হতে পারে।

চ) কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধকরণ এবং স্থানান্তর বই রবিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

ছ) কোম্পানি শ্রী অতুল কুমার লভ -কে, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (এফসিএস - ৪৮৪৮ / সিপি - ৩২৩৮) কলকাতা, কাজ করার জন্য, ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিয়োগ করেছে।

জ) মিটিং চলাকালীন রিমোট ই-ভোটদান এবং ই-ভোটিংয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন /অভিযোগের ক্ষেত্রে আপনি 'ডাউনলোডস' বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং 'ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন **www.evoting.nsdl.com** -তে। সভার আগে/সময় যাদের প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন, এমন সদস্যরা **evoting@nsdl.co.in** -তে একটি অনুরোধ পাঠাতে বা টোল ফ্রি নম্বর ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ ব্যবহার করতে পারেন অথবা যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী অমিত বিশাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট/শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার এনএসডিএল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, কমলা মিলস কমপাউন্ড সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বাই - ৪০০ ০১৩ নির্ধারিত ইমেল আইডিতে: **AmitV@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in** বা টেলিফোন নম্বরে ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০।

সদস্য যারা তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত করেননি তাদেরকে নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন করতে এবং ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করা সদস্যরা বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে সদস্যের ইমেল আইডি, প্যান কার্ডের স্ক্যানকৃত অনুলিপি এবং কোনও ঠিকানার প্রমাণের (যেমন, আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট ইত্যাদি) স্ব স্বীকৃত অনুলিপি সহ স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র, ঠিকানা, ফোলিও নং, মোবাইল নং এবং ইমেল আইডি উল্লেখ করে **secretarial.legal@simplexinfra.com** অনুরোধ পাঠিয়ে ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার /আপডেট করতে পারেন বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বি.এল. বাজোরিয়া
সিনিঃ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০২৪

রাস্তা অবরোধে কাঁকসায় গ্রেপ্তার ১৪ বিজেপি কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আরজি করে তরুণী চিকিৎসক পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় বিচার চাইতে মঙ্গলবার ছাত্র সমাজের ডাকে নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। সেই অভিযানে পুলিশের বাধা দেওয়ার অভিযোগে বিজেপি বুধবার ১২ঘন্টার বন্ধের ডাক দেয়। বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টার বনধের সমর্থনে বুধবার সকালে পানাগড়ে রণডিহা মোড়ে রাস্তার ওপর টায়ার জ্বালিয়ে পুরাতন জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিজেপি কর্মীরা। সেখানে পুলিশ গিয়ে বনধ সমর্থনকারীদের সরিয়ে দিলে ফের মিছিল করে এসে এসে পানাগড়ে চৌমাথা মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। পানাগড় বাজারে চৌমাথা মোড়ে বনধ সমর্থনকারীরা রাস্তায় শুয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিজেপির পথ অবরোধের জেরে পানাগড় বাজারে পুরাতন জাতীয় সড়ক অবরোধ থাকায় ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের গ্রেপ্তার করে পুরাতন

জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

অন্যদিকে বন্ধের বিরোধিতায় পথে নামার ডাক দেয় তৃণমূল। সেইমতো বুধবার সকালে বনধের বিরোধিতায় পানাগড় বাজারে পথে নামে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। এদিন পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় থেকে বাইক মিছিল করে এসে পানাগড় বাজারের ও পানাগড়ের স্টেশন রোডে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের দোকান খোলার জন্য আবেদন করলে ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানের শাটার খুলে দেন। এর পর পানাগড় বাজারের স্টেশন রোড থেকে মিছিল করে তৃণমূল কর্মীরা।

এদিন মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নবকুমার সামন্ত,তৃণমূল নেতা দেবদাস বক্সী, পিরু খান, সন্দীপ মহল, পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। এদিন মিছিল পানাগড় স্টেশন রোড থেকে শুরু করে পানাগড়ের গুরুদুয়ারা থেকে ঘুরে এসে পানাগড়ের চৌমাথা মোড়ে এসে শেষ হয়। তৃণমূল কর্মীরা জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষকে বিপদে ফেলতে বিজেপি অনৈতিক ভাবে বনধ ডেকেছে। সারা দিন তারা পথে নেমে বিজেপির ডাকা বনধের বিরোধিতা করেন এবং সাধারণ মানুষের যাতে সমস্যা না হয় সেই দিকে তারা নজর রেখেছিলেন। যদিও এদিন বিজেপির ডাকা বাংলা বনধের কোনও প্রভাব পড়েনি পানগড় বাজারে।সকাল থেকে ব্যবসায়ীরা দোকানের সামনে হাজির হলেও বেলা বাড়তে সকলেই দোকান খুলে দেয়।

কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত সমিতি ও কাঁকসা বিডিও অফিসে একশো শতাংশ হাজিরা ছিল। সরকারি দপ্তর থেকে এদিন হাঁস মুরগি বিতরণের একটি অনুষ্ঠান হয়। যেখানে সাধারণ মানুষ যোগ দিয়েছিল। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষ তাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে দপ্তরে হাজির হয়েছিলেন। অন্যান্য দিনের মতোই এদিন কাজ হয়।

অন্য দিকে, আউশগ্রাম দু' নম্বর ব্লকের তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ কোনার দাবি করেন, বিজেপির ডাকা বনধ অনৈতিক। বিজেপির ডাকা বনধের বিরোধিতা জানিয়ে পানগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে যে সমস্ত কারখানাগুলি রয়েছে তাতে শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজে যোগ দেন। তার ব্লকের মধ্যে কোথাও কোনও বনধ হয়নি। সমস্ত জায়গায় দোকানপাঠ খোলা ছিল।

তিনি বলেন, শ্রমিকরা এটা বুঝেছে যে এই বনধ সাধারণ মানুষের কথা ভেবে বন্ধ ডাকা হয়নি। রাজনীতিক চক্রান্ত সফল না হওয়ায় এই বনধ বিজেপি ডাকায় শ্রমিকরা তাই এই বনধের সমর্থন জানায়নি। পাশাপশি গলসি ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি জনার্ধন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিজেপি যে বন্ধ দেখেছিল তা ব্লকের মানুষ মানেনি। ব্লক অফিস থেকে সরকারি দপ্তর স্কুল কলেজ সমস্ত জায়গায় একশো শতাংশ হাজিরা ছিল। মঙ্গলবার রাতে ও বুধবার সকাল থেকেই বনধের বিরোধিতায় পথে নেমেছিল দলের কর্মী সমর্থকরা। কোথাও কোনও বনধ সমর্থনকারীকেও দেখা যায়নি।

রাস্তায় ফেলে বিজেপির জেলা সভাপতিকে মারধর তৃণমূলের, নীরব দর্শক পুলিশ

বিজেপিরও পাল্টা ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: মঙ্গলবার আরজি কর-কাণ্ডের বিচার চেয়ে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ-এর ডাকা নবান্ন অভিযানে উত্তপ্ত হয়েছিল কলকাতা, হাওড়া। অভিযান শুরু হওয়ার কিছু ক্ষণের মধ্যে অশান্ত হয় পরিস্থিতি। জায়গায় জায়গায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয় আন্দোলনকারীদের। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সমাজ-এর নবান্ন অভিযানে পুলিশি সন্ত্রাস-এর অভিযোগ তুলে বুধবার রাজ্যব্যাপী ১২ ঘণ্টার বন্ ধের ডাক দিয়েছে বিজেপি। বন্ধকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্ত অশান্তি জেলায় জেলায়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রেল অবরোধ করে বন্ ধ সমর্থকরা। রাস্তায় বসে কিংবা বাসের সামনে শুয়ে বিক্ষোভ দেখান অনেক বিজেপি নেতা কর্মী। অভিযোগ জোর করে দোকান বন্ধ করে দেয় বিজেপি কর্মীরা। বন্ ধের সমর্থনে গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বারাসাত চাঁপাডালি মোড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পথেও নামে পুলিশ। এদিন বারাসাত চাঁপাডালির মোড়ে বন্ধের

সমর্থনে দীর্ঘক্ষণ ধরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। সে সময় উল্টো দিক থেকে তৃণমূলের একটি মিছিল আসে। এদিনের সেই মিছিলের নেতৃত্ব ছিলেন বারাসাত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তাপস দাশগুপ্ত। অভিযোগ, হঠাৎ কয়েকজন তৃণমূলের কর্মীরা সেই মিছিল থেকে বেরিয়ে এসে বিজেপি কর্মীদের মারধর করা শুরু করে। এই ঘটনায় বাদ যায়নি বিজেপির বারাসাত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তরুণ কান্তি ঘোষ। বারাসাত চাঁপাডালি মোড়ে ট্রাফিক বুথের সামনে রাস্তায় ফেলে রক্তাক্ত করা হয় বিজেপির জেলা সভাপতিকে। ঘটনাস্থলে বারাসাত থানার পুলিশ আধিকারিক ও পুলিশ কর্মীরা দাঁড়িয়ে থাকলেও নীরব দর্শকের ভূমিকায় দেখা যায় তাদেরকে। এতটাই পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ে যে দু'পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় হাতাহাতিও হয়। আহত অবস্থায় বিজেপি জেলা সভাপতিকে নিয়ে যাওয়া হয় বারাসাত মেডিক্যাল কলেজে। ঘটনা স্থলে বারাসাত থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। তৃণমূল পক্ষে তাপস দাশগুপ্ত বলেন, বিজেপি জোর করে বন্ ধ সফল করেতে বাধ্য করিয়েছিল। বিজেপি পক্ষে তরুণ কান্তি ঘোষ পাল্টা দাবি করেন, তৃণমূল কর্মীরা তাদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালিয়েছে। আমি সহ আমাদের বেশ কিছু কর্মী আহত হয়েছে।

বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টার বন্ধে মিশ্র প্রভাব দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টার বন্ ধে মিশ্র প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে। এদিন জেলা জুড়ে বেসরকারি বাস রাস্তায় নামেনি, তবে পথে নেমেছিল সরকারি বাস। বালুরঘাট শহরের বাজার প্রায় বন্ধ ছিল। স্কুল কলেজ খোলা থাকলেও পড়ুয়াদের উপস্থিতি অন্যদিনের তুলনায় কম ছিল। বালুরঘাট শহরে সকাল ৬ টা থেকে বন্ধ সমর্থনে পথে নেমেছিল বিজেপির কর্মী সমর্থক ও নেতৃত্ব। বালুরঘাটে স্টেট বাস স্ট্যান্ড এলাকায় সরকারি বাস চলাচল বন্ধ করা নিয়ে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বেঁধে যায় পুলিশের। ঘটনায় বিজেপির টাউন সভাপতি সমীর প্রসাদ দত্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পাশাপাশি, এদিন জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে পিকেটিং করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। পিকেটিং তুলতে গেলে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বেঁধে যায় পুলিশের। পুলিশ চ্যাংদোলা করে ঘটনাস্থল থেকে থেকে সরিয়ে দেয় বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডুকে।

জেলার ফুলবাড়ি এলাকায় বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরীকে পুলিশ এসে পিকেটিং করার অভিযোগ তুলে সেখান থেকে চলে যেতে বললে বাধে বচসা। পরবর্তীতে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, বন্ধের বিরোধিতা করে রাস্তায় নামে তৃণমূল কংগ্রেস। গঙ্গারামপুরে বন্ধের বিরুদ্ধে মিছিল করে পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র। এ বিষয়ে প্রশান্ত মিত্র বলেন, 'আমরা সকলের কাছে আবেদন রেখেছি এই সর্বনাশা বন্ধ

সমর্থন না করার জন্য।'

এবিষয়ে জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অশোক বর্ধন জানান, 'আমাদের এই বন্ধ সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বনধে সামিল হয়েছে। দোকানপাট বন্ধ ছিল। বেসরকারি বাস রাস্তায় নামেনি । জোর করে কিছু সরকারি বাস চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে।'

অন্যদিকে, এ বিষয়ে তপন বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডু জানান, 'পুলিশ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ ব্যর্থ। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বন্ধকে সমর্থন করেছে। আমার গায়ে হাত দেওয়া হয়েছে। আমি লজ্জিত! জনগণের কাছে কি বার্তা যাবে। আমি একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। আজকে আমার যদি এই অবস্থা করা হয়, তাহলে বাকিদেরকে কি করা হতে পারে! বনধের জেরে আমাদের ৫০ জনের বেশি কর্মী সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

বন্ধ ঘিরে বিজেপি ও তৃণমূল সমর্থকদের ধস্তাধস্তি মঙ্গলবাড়িতে

গোটা জেলা থেকে ১৫০ জনেরও বেশি বন্ধ সমর্থনকারী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্যজুড়ে ডাকা বিজেপির ১২ ঘণ্টার বাংলা বন্ধে মালদায় ব্যাপক গোলমাল ও উত্তেজনা ছড়াল। বুধবার সকাল থেকেই বন্ধের শুরুতেই বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে তৃণমূলের তুমুল গোলমাল বাঁধে। এদিন পুরাতন মালদায় মঙ্গলবাড়ি এলাকার জাতীয় সড়কের বন্ধের বিরোধিতা করায় তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। পাল্টা বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলিরা রাস্তায় নেমে তাদের কর্মসূচিতে বাঁধা দিয়ে পুলিশের সামনেই লাঠিপেটা করেছে। এদিন পুরাতন মালদায় বিজেপি ও তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ধস্তাধস্তিতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। অন্যদিকে গাজোলে বন্ধ ঘিরে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি এবং হেনস্তা করার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি দলের বিধায়ক চিন্ময় দেববর্মনকে আটক করা হয়। তার সঙ্গে আরো ২০ জন দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের আটক করে গাজোল থানার পুলিশ। পাশাপাশি মালদা শহরের রথবাড়ি থেকে ইংরেজবাজার পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর সুতপা মুখার্জি সহ বেশ কিছু বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের আটক করে পুলিশ। এদিন বন্ধকে ঘিরে গোটা জেলা থেকে ১৫০ জনেরও বেশি বন্ধ সমর্থকদের আটক করে পুলিশ।

এদিকে বিজেপির এই বনধকে বিরোধিতা করে অন্য চিত্র দেখা গেল তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে। তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকেরা দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে বিজেপির বন্ধের প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নামেন। এদিন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির নেতৃত্বে মালদা শহরের ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে একটি মিছিল বের করেন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, বিজেপির এই বন্ধ কোথাও কোনোভাবে সফল হয়নি। অফিস স্কুল কলেজ সবকিছুই খোলা ছিল। তবে এদিন পুরাতন মালদায় বন্ধের প্রতিবাদ জানানোয় দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের ওপর হামলা চালিয়েছে বিজেপি। আমরাই এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

এদিকে বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত বলেন, বিজেপির শান্তিপূর্ণ বন্ধে পুরাতন মালদার পুরসভার তৃণমূল দলের চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ এই হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ। এদিকে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানিয়েছেন, অন্যান্য দিনের মতো এদিন স্বাভাবিকভাবে বাজার, হাট, দোকানপাট খোলা ছিল।

বন্ধ সকালে বিজেপির, দুপুরে তৃণমূলের দখলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: আরজি কর কাণ্ডে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নবান্ন অভিযান এবং তার পরবর্তীতে বিজেপির ডাকা বাংলা বন্ ধকে কেন্দ্র করে মিশ্র প্রতিক্রিয়া বারাসাত বসিরহাটে। সকাল থেকে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বন্ ধ সকালে দিকে বিজেপির দখলে থাকলেও দুপুরের পর থেকে তৃণমূলের দখলে চলে যায়। দুপুরের পর থেকে জনজীবন স্বাভাবিক হয়ে যায়। বন্ ধকে সার্থক করতে সকাল থেকে মরিয়া চেষ্টা চালায় বিজেপি। বুধবার সকালে ট্রেন, বাস, অটো, টোটো, দোকানপাট বন্ধ করে দিলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি বিজেপি। তবে সকাল থেকে তৃণমূলের সঙ্গে টক্কর দেয় বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনে পর জোশ হারিয়ে ফেললেও নবান্ন অভিযান ও বাংলা বন্ ধকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মীরা ওনেকটাই অক্সিজেন পায়। রাজ্যে পালা বদলের পর অন্যান্য বন্ ধে বিজেপি কর্মীদের যে রূপ দেখা যেত এদিন সে সবকে ছাপিয়ে গিয়ে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে টক্কর দেয় গেরুয়া শিবিরের কর্মীরা। এদিন মার খাওয়ার পরে বিজেপি বন্ ধ সফলে সচেষ্ট ছিল। বারাসাত, মধ্যমগ্রাম রেল ও সড়ক অবরোধ করে। এদিন বারাসাত চাঁপাডালি মোড়ে বিজেপির বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তরুণ কান্তি ঘোষ ব্যাপক মারধর করে রক্তাক্ত করে তৃণমূল কর্মীর বলে অভিযোগ।

বসিরহাট ইটিন্ডা রোড টাউন হলের সামনে রাস্তার ওপর অবরোধ করে রাখে বিজেপি নেতৃত্বরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় তৃণমূল নেতাকর্মীরা। তারপর বন্ ধ সমর্থনকারীদের অর্থাৎ বিজেপি কর্মীদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। বেশ কিছুক্ষণ একে অপরের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল বিজেপি নেতাকর্মীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছেন বসিরহাট থানার পুলিশ বাহিনী। সরকারি নির্দেশিকার ভয়ে সরকারি অফিসে উপস্থিতির হার ভালো থাকলেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিতির হার বেশ ভালোই ছিল।

বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া বিজেপির বন্ধে প্রভাব নেই আসানসোল শিল্পাঞ্চলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টার বাংলা বনধে সেরকম প্রভাব পড়ল না আসানসোল শিল্পাঞ্চলে। বুধবার সকালে বনধ বিফল করতে সকাল সাতটায় আসানসোল জিটি রোড সংলগ্ন প্রধান বাস স্ট্যান্ডের সামনে থেকে মিছিল বের করে তৃণমূল নেতা রাজু আলুওয়ালিয়ার নেতৃত্বে তৃণমূল সমর্থিত বাস ইউনিয়ন।

সকাল সাড়ে সাতটায় আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত বার্নপুরে ত্রিবেণী মোড়ে বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিজেপি সমর্থকরা বনধ সমর্থনে জমায়েত হতে গেলে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এর আগে বাপ্পা চট্টোপাধ্যায় নেতৃত্বে বার্নপুর স্টেশনে রেল লাইনের সামনে বসে

বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। স্টেশনে বিক্ষোভ দেখানোর পর পুনরায় ত্রিবেণী মোড়ে বিক্ষোভ দেখাতে এলে বাপ্পা চট্টোপাধ্যায় সহ ১৯ জন বিজেপি কর্মীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় হিরাপুর থানার পুলিশ।

এদিন কুলটিতে কুলটির বিধায়ক অজয় পোদ্দারের নেতৃত্বে বনধ সমর্থনে রাস্তায় নামলে পুলিশ আটক করে বিধায়ককে। যদিও এদিনের বনধে যান চলাচল একপ্রকার স্বাভাবিক ছিল। বাজারহাট দোকান স্বাভাবিক ছন্দেই খোলা হয়। স্কুল কলেজে উপস্থিতির হার কম থাকলেও সব স্কুল ও কলেজ খোলা ছিল। ইসিএল ইসকো পুরনিগাম স্বাভাবিক ছন্দেই ছিল বলে জানা যায়।

বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ, বন্ধে উত্তেজনা জামুড়িয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুড়িয়ায় বনধ চলাকালীন বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বুধবার। বনধের সমর্থনে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা জামুড়িয়া বাজার এলাকায় মিছিল করে, যার বিরোধিতা করেন তৃণমূল কর্মীরা। অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরা বিজেপি কর্মীদের মারধর করে, এর পরে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়।

জামুড়িয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিনের ঘটনায় ৮ জন বিজেপি নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিজেপির জামুড়িয়া অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক অনিরুদ্ধ পাসওয়ান বলেন যে, তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডা পুলিশের উপস্থিতিতে বিজেপি কর্মীদের মারধর করেছে এবং পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল দোকানদারদের দোকান খুলতে বাধ্য করেছে।

অন্যদিকে, তৃণমূলের জামুড়িয়া বরো চেয়ারম্যান শেখ শান্দার বলেন যে, বিজেপি এবং বামেরা নবান্ন ঘেরাও অভিযান ডেকেছিল, কিন্তু যখন তারা দেখে যে ছাত্ররা তাদের প্রচারে যোগ দেয়নি, তখন তারা ব্যাপক অস্থিরতা ছড়ানোর চেষ্টা করেছে। পুলিশ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিজেপি এবং বামেদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করেছে এবং এদিনের বাংলা বনধ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

কৃষ্ণনগরে রাজ্য কিষান মোর্চা সভাপতি সহ বিজেপি কর্মীদের বেধড়ক পেটাল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার কৃষ্ণনগরে বিজেপি ১২ ঘণ্টা বাংলা বন্ধের ডাক দিয়ে রাজ্য কিষান মোর্চা সভাপতি মহাদেব সরকারের নেতৃত্বে পথে নেমে ছিল বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। সেই সময় কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের এক ঝাঁক নেতৃত্বরা শহর তৃণমূল যুব সভাপতিসহ কৃষ্ণনগর পুরসভার কাউন্সিলর ছাড়া অসংখ্য তৃণমূল কর্মী সমর্থক বন্ধের বিরোধিতা করে বিজেপি কর্মীদের মারধর করে। এরপর সেখান থেকে হটিয়ে দেয়। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, তৃণমূল বাঁশ ও লাঠি এবং লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করেছে। তাদের শান্তিপূর্ণ ১২ ঘণ্টা বন্ধের জন্য বাধা সৃষ্টি করেছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় আহত ব্যক্তি কৃষ্ণনগর উত্তর মণ্ডলের জেনারেল সেক্রেটারি প্রাণ কৃষ্ণ দাস তিনি জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন থাকলেও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। যদিও এই ঘটনায় তৃণমূলের কাউকে গ্রেপ্তার বা আটক করেনি পুলিশ। তবে বিজেপি সূত্রে খবর, এই ঘটনায় কৃষ্ণনগর কোতয়ালি থানায় অভিযোগ জানাবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড় এলাকায় আগে থেকে পুলিশ মোতায়েন থাকলেও কেন এত দেরি করে পুলিশ এসেছে? বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বেধড়ক মারধর করে কৃষ্ণনগর পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর প্রকাশ দাস সহ শহর তৃণমূল যুব সভাপতি ছাড়াও অসংখ্য তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা। মহাদেব বাবু আরও জানান আমরা প্রশাসনের কাছে দাবি রাখছি দোষীদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।

ব্রিজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিল বাঁশবেড়িয়ার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কল্যাণী ব্রিজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ যুবকের! নিখোঁজ যুবকের নাম সুরজ প্রসাদ। বাড়ি হুগলির বাঁশবেড়িয়ায়। বছর চব্বিশের ওই যুবকের খোঁজে গঙ্গায় স্পিড বোট নামিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুরজের বাড়ি মগড়ার বাঁশবেড়িয়া কুণ্ডুবাজার এলাকায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। রাতে বাড়িতে খবর আসে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছেন ঈশ্বর গুপ্ত সেতু থেকে। যুবকের বাবা ওম

শঙ্কর প্রসাদ জানান, কাজ থেকে ফিরে স্নান করে খেয়ে বলে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যাচ্ছে। কল্যাণীর দিকে গিয়েছিল। রাতে সাড়ে আটটার মধ্যে ফিরেও যাবে বলেছিলেন। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও বাড়ি না ফেরায় খোঁজ করেন পরিবারের সদস্যরা। তখন বাড়িতে খবর আসে, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছেন সুরজ।

যুবকের প্রতিবেশী সুরেশ সিং বলেন, 'রাত এগারোটা নাগাদ আমরা খবর পেলাম। তারপর খুঁজেছি, পাইনি। এরপর মগড়া থানায় জানাই। কী কারণে গঙ্গায় ঝাঁপ দিল, নাকি ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া বুঝতে পারছি না।' পুলিশের পক্ষ থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর স্পিড বোট নামিয়ে তল্লাশি চালানো হয় গঙ্গায়।

বোমাবাজির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আরজি করের ঘটনায় দুর্গাপুরে গান্ধি মোড় থেকে এসডিএম অফিস পর্যন্ত দিয়ে ডিওয়াইএফআই মিছিল করে। মিছিলটি ডিএমসি মোড়ে আসার পর দুষ্কৃতীরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বোমাবাজি করে বলে অভিযোগ। বেশকিছু ডিওয়াইএফআই কর্মী সমর্থক দুষ্কৃতীদের হাতে মার খান। সিটি সেন্টারে সিপিএম পার্টি অফিস বিমল দাশগুপ্ত স্মৃতি ভবনেও বোমাবাজি হয় বলে অভিযোগ। সিপিএম তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে বোমাবাজির অভিযোগ করেছে। অভিযোগ, বিমল দাশগুপ্ত ভবনে বেশ কিছু গাড়িও ভাঙচুর করে তারা।

বাঁকুড়ায় বেসরকারি বাস বন্ধ

সুভাষ সরকারের নেতৃত্বে মিছিল, বিক্ষোভে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানে আন্দোলনকারীদের ওপর নির্বিচারে লাঠিচার্জের দাবিতে প্রতিবাদে ডাকা বনধের প্রভাব পড়ল বাঁকুড়ার গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ডে। অন্যান্য দিন সকাল থেকে এই বাস স্ট্যান্ড থেকে কয়েক'শো বাস বিভিন্ন রুটের উদ্দেশ্যে বের হয়। কিন্তু বুধবার বনধের জেরে কোনও বেসরকারি বাস তাদের রুটে বের হয়নি। সরকারি বাস চলাচল করেছে স্বাভাবিক ভাবে। বাসস্ট্যান্ডে সকাল থেকেই পিকেটিং করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার ও বাঁকুড়ার বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানা। রামসাগরে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর বসে পথ অবরোধ করেছেন ওন্দার বিধায়ক অমরনাথ শাখা। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ, র‍্যাফ, উইনার্স টিমের কর্মীদের নামানো হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে মিশ্র প্রভাব বন্ধের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের ডাকা নবান্ন অভিযানে পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে বিজেপির ডাকা ১২ঘণ্টার বন্ধে মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলায় মিশ্র প্রভাব পড়েছে। দুই জেলাতেই যানবাহন চলাচল একপ্রকার বন্ধ ছিল। তবে সরকারি নির্দেশিকা মেনে স্কুল ও অন্যান্য অফিস আদালত খোলা ছিল। এদিন সকালে মেদিনীপুরে বন্ধের সমর্থনে জেলা বিজেপি কার্যালয় থেকে একটি মিছিল শহর পরিক্রমায় বের হলে দলীয় কার্যালয়ের সামনেই মিছিল আটকে দেয় কোতোয়ালি থানার পুলিশ। মিছিলের সামনে মহিলা মোর্চার সদস্যরা থাকায় মহিলা পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে মোর্চার সমর্থকদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। পরে সমস্ত মহিলা কর্মীদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

ভোরবেলা মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ডে এবং মেদিনীপুরের মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিসের সামনে রাস্তার উপর গাড়ির টায়ার জ্বেলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বন্ধ সমর্থক বিজেপি কর্মীরা। মেদিনীপুর শহরে পুলিশ বিজেপির কয়েকজন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তারও করেছে। অন্যদিকে জেলার ঘাটালের দাসপুরর কলোরা এলাকাতে সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়ায়। বন্ধ সমর্থকরা ঘাটাল পাঁশকুড়া সড়ক আটকে যান চলাচল বন্ধ করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়। ঘাটালের বিজেপি

বিধায়ক শীতল কপাট বিজেপি সমর্থকদের নিয়ে ঘাটাল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মিছিল সংগঠিত করেন। পুলিশ মিছিল ঠেকাতে গেলে পুলিশ ঘাটালের বিজেপি বিধায়কের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরে মিছিল থেকে বিধায়ক-সহ মোট ১৫ জন বিজেপি কর্মীকে আটক করে। এদিন বন্ধ সফল করতে খড়গপুর স্টেশনে ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। লাইনে বসে ইঞ্জিনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। ছুটে আসে আরপিএফ ও জিআরপি। কিছুক্ষণ পর আসানসোল হলদিয়া এক্সপ্রেসের সামনেও ফের ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজেপি কর্মীরা। আরপিএফ এবং জিআরপির সঙ্গে তুমুল বচসা বেধে যায় বিক্ষোভকারীদের। পরে জিআরপি অফিসে নিয়ে এসে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়।

ধর্ষণের অভিযোগ নেয়নি পুলিশ, বিবস্ত্র হয়ে থানায় ধর্না নির্যাতিতার

লখনউ, ২৮ অগস্ট: ১৬ দিন ধরে পুলিশের কাছে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করতে চেয়েছিলেন। প্রতিদিন থানায় গেলেও তাঁর আবেদনে কান দেয়নি পুলিশ। উল্টে মানসিক ভারসাম্যহীনের তকমা জুটেছে নির্যাতিতার কপালে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বিবস্ত্র অবস্থায় থানার সামনে গেলেন তরুণী। ওই অবস্থাতেই ব্যস্ত রাস্তায় বসে প্রতিবাদ শুরু করেন তিনি। ভয়াবহ এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশে।

জানা গিয়েছে, নির্যাতিতার ঘটনাটি ঘটেছে গত ১০ অগস্ট। নির্যাতিতার অভিযোগ, আগ্রা টাউনে একটি গাড়িতে চেপে যাওয়ার সময়ে তাঁকে ধর্ষণ করেছে এক আইআইটি পড়ুয়া। তার পরে গাড়ি থেকে তাঁকে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পরেই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে গিয়েছিলেন নির্যাতিতা। কিন্তু ১০ অগস্ট থেকে শুরু করে গত মঙ্গলবার পর্যন্ত তাঁর অভিযোগ নথিবদ্ধ করতেই চায়নি উত্তরপ্রদেশ পুলিশ।

প্রথমে নির্যাতিতাকে বলা হয়, অভিযুক্ত নাকি ঘটনার দিন জম্মুতে ছিলেন। সেই জন্য অভিযোগ দায়ের করা সম্ভব নয়। পরের দিন থানায় গেলে নির্যাতিতাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় একটি মানসিক চিকিৎসাকেন্দ্রে। পুলিশের তরফে বলা হয় ওই তরুণী নাকি মানসিক ভারসাম্যহীন। যদিও সেরকম কোনও প্রমাণ না পেয়ে একদিনের মধ্যেই ওই তরুণীকে ছেড়ে দেওয়া হয় মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে। তার পর থেকে প্রত্যেক দিন থানায় গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করতে চেয়েছেন নির্যাতিতা। কিন্তু প্রতিবারই তাঁকে ফিরতে হয়েছে খালি হাতে। শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদের পথে হাঁটতে বাধ্য হন নির্যাতিতা। বিবস্ত্র অবস্থায় থানার সামনের ব্যস্ত রাস্তায় বসে নিজের দাবি জানান। ওই অবস্থায় নির্যাতিতাকে বসে থাকতে দেখে অনেকে ভিডিও তুলতে থাকেন। এই খবর পেয়ে অবশেষে এফআইআর দায়ের করে পুলিশ। আটক করা হয় হয় শিবাংশ সিং নামে আইআইটির এক স্নাতকোত্তর পড়ুয়াকে। তদন্তে নেমে জানা গিয়েছে, ওই তরুণীকে দীর্ঘদিন ধরে হেনস্তা করত অভিযুক্ত। আপাতত পুলিশি হেপাজতে রয়েছে ওই পড়ুয়া।

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH

E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) MAK-II/NIT/17/2024-25, dated 24.08.2024, Sl-1 to 3, ii) MAK-II/NIT/18/2024-25, dated 24.08.24, Sl-1 & 2. & iii) MAK-II/NIT/19/2024-25 dated 27.08.24, Sl-1 & 2 Fund: 15TH FC (TIED) & 15TH FC (UNTIED).** Bid submission start date: **27.08.2024 at 4.00PM.** Last date of Bid submission: **02.09.2024 upto 4.00 PM**, Date of opening: **04.09.2024 at 4.00 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত ''পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে হাওড়া জংশনে এমএসডিএস দ্বারা ডুয়াল ডিটেকশন সম্পর্কিত ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সহ ইন্ডোর অ্যান্ড আউটডোর সিগন্যালিং ইকুইপমেন্টের সামগ্রী (আংশিক) সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ, ইন্টারলকিং এবং চালুকরণ কাজ'' (টু স্টেজ রিভার্স অকশন সহ দুই প্যাকেট সিস্টেম টেন্ডার)-এর জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসজিডব্লু-২৭২-২৫২-টি১-৫৬, তারিখ ০৭.০৮.২০২৪-এর সংশোধনী নং. ১ এবং ২। উপরে উল্লিখিত প্রকাশিত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এসজিডব্লু-২৭২-২৫২-টি১-৫৬, তারিখ ০৭.০৮.২০২৪-তে নিম্নলিখিত সংশোধনী ইস্যু করা হয়েছেঃ (i) সংশোধনী নং.১-২৩.০৮.২০২৪ তারিখে আইআরইপিএস-তে প্রকাশিত (ii) সংশোধনী নং.২-২৬.০৮.২০২৪ তারিখে আইআরইপিএস-তে প্রকাশিত। টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। সংশোধনী নং.১ এবং ২ সহ বিস্তারিত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে।

CON-53/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSW/159 24-25 2nd Call Dated 30.08.2024	Construction of Two nos. Bath Room at Rajpur Burning Ghat in Ward No-25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 3,67,707.00

Bid Submission end date: **06.09.2024 at 11-00 hrs.**
For more information please visit
http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 93 to 96/2024-2025 Dated, 28-08-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd. 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil works at Uttar Dinajpur, and Malda District. Tender document may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **29-08-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **17-09-2024 upto 3.00 pm**

Date: 28.08.2024 **Sd/- Executive Engineer**

NOTICE INVITING TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSW/218/24-25 Dated 27.08.2024	Construction of Concrete road with surface drain from house of Rama Das to house of Satyajeet Dey at Purbayan ward no 21, Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.11,36,511.00

Bid Submission end date: **14.09.2024 at 11-30 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

গুজরাতে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি, মৃত অন্তত ১৫, নামল সেনা

আমদাবাদ, ২৮ অগস্ট: এক টানা ভারী বৃষ্টির জেরে প্লাবিত গুজরাতের একাধিক অংশ। প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১৫ জন। উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় ৩০০ জনকে। ইতিমধ্যেই ২৩ হাজারেরও বেশি মানুষকে বন্যা প্রবণ এলাকা থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সোমবার থেকে গুজরাতে ভারী বৃষ্টি ও বন্যা পরিস্থিতির জেরে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৫ জনের। গান্ধিনগর ও মহিসাগর জেলায় দু'জন, আনন্দে ছ'জন, মোরবি, খেদা, বরোদা, ভারুচ, আমদাবাদে এক জন করে প্রাণ হারিয়েছেন। বরোদা ও পঞ্চমহলে ১২ হাজারেরও বেশি মানুষকে স্থানান্তরিত করেছে প্রশাসন। এঁদের মধ্যে ছিলেন শিশু ও গর্ভবতী মহিলারাও। তাঁদের পার্শ্ববর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।

মাসখানেক পেরিয়ে গেলেও বৃষ্টি থামার নাম নেই উপকূলে। এক টানা ভারী বৃষ্টিতে বিপদসীমা পেরিয়েছে গুজরাতের বহু নদী। গোল্ডেন ব্রিজের কাছে নর্মদা বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। ফুঁসছে বিশ্বামিত্রী নদীও। তবে আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, শীঘ্রই পরিস্থিতি বদলাবে গুজরাতে। আশা করা হচ্ছে, বুধবার সন্ধ্যার পর থেকেই সৌরাষ্ট্র-কচ্ছ এবং উত্তর গুজরাত অঞ্চলের গভীর নিম্নচাপটি দুর্গত অঞ্চল থেকে সরে যাবে। ফলে রেহাই মিলবে রাজ্যবাসীর।

ইতিমধ্যেই উদ্ধারকাজে তৎপরতা আনতে রাজ্যে দ্বারকা, আনন্দ, বরোদা, খেদা, মোরবি এবং রাজকোট জেলায় ভারতীয় সেনার কয়েকটি দলকে নামানো হয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে জাতীয় এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর মোট ৩৬টি দল। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ত্রাণ এবং উদ্ধারকাজ নিয়ে আলোচনার জন্য একটি জরুরি বৈঠকও ডেকেছেন। ভূপেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। রাজ্যজুড়ে জারি হয়েছে সতর্কতা। মানুষকে উপচে পড়া নদী নালার কাছাকাছি না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার উপরেও জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা।

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-08/2024-25

Time Extension Notice

The Last date of online submission has been extend up to 03.09.2024 in place of 23.08.2024 for **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_728173_1, **(2)** ID No. 2024_ADDA_728190_1 & **(3)** ID No. 2024_ADDA_728323_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.

Sd/-
Exe. Engr., ADDA

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ এতদ্বারা ০৫ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনে ডি এবং ই ক্যাটেগরি স্টেশনগুলিতে ১৪টি জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) এবং বি, সি, ই এবং এফ ক্যাটেগরি স্টেশনগুলিতে ২৮টি স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং সার্ভিসের ব্যবস্থার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও তথ্যের জন্য ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ সিএটিজি-এসইপি১১-২৪, ক্যাটেগরিঃ** ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/১৪-এর জন্য) এবং ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ) (এসইকিউ নং এবি/১ থেকে এবি/২৮-এর জন্য) ।**এসইকিউ নং, লট নং এবং বন্ধের তারিখ/সময় নিম্নরূপঃ এএ/১,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিবিবি-জিএমইউ-৪৭-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট। **এএ/২,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমআরআর-জিএমইউ-৪-২২-১ (অসংরক্ষিত-সকলের জন্য ওপেন), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৪০ মিনিট। **এএ/৩,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-পিএনই-জিএমইউ-১২-২২-১ (অসংরক্ষিত-সকলের জন্য ওপেন), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৫০ মিনিট। **এএ/৪,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনএইচটি-জিএমইউ-৭৬-২৪-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা। **এএ/৫,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিএইচএলই-জিএমইউ-১০-২২-১ (অসংরক্ষিত-সকলের জন্য ওপেন), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.১০ মিনিট। **এএ/৬,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমএলভি-জিএমইউ-২-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.২০ মিনিট। **এএ/৭,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএএন-জিএমইউ-১১-২২-১ (অসংরক্ষিত-সকলের জন্য ওপেন), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। **এএ/৮,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এজেড-জিএমইউ-৭৪-২৪-১ (অসংরক্ষিত-সকলের জন্য ওপেন), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৪০ মিনিট। **এএ/৯,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এলসিএই-জিএমইউ-৫২-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৫০ মিনিট। **এএ/১০,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিআইটি-জিএমইউ-৮-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **এএ/১১,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএলপি-জিএমইউ-৪৬-২২-২ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.১০ মিনিট। **এএ/১২,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসডিআই-জিএমইউ-৩-২২-২ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.২০ মিনিট। **এএ/১৩,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-সিডব্লুএলই-জিএমইউ-৯-২২-১ (অসংরক্ষিত-সকলের জন্য ওপেন), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **এএ/১৪,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-আরজেজি-জিএমইউ-৮০-২৪-১ (অসংরক্ষিত-সকলের জন্য ওপেন), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। **এবি/১,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনজিএফ-এসএমইউ-৪৫-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। **এবি/২,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জেএইচবিএন-এসএমইউ-১৫-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা। **এবি/৩,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-সিজিআর-এসএমইউ-৭৯-২৪-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.১০ মিনিট। **এবি/৪,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিআরপি-এসএমইউ-৩৪-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.২০ মিনিট। **এবি/৫,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিএলও-এসএমইউ-৩৭-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **এবি/৬,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিপিএই-এসএমইউ-৪৯-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৪০ মিনিট। **এবি/৭,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর-এসএমইউ-৪৮-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৫০ মিনিট। **এবি/৮,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএনএসএন-এসএমইউ-২৩-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **এবি/৯,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিডিএইচ-এসএমইউ-২০-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.১০ মিনিট। **এবি/১০,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিকিউওয়াই-এসএমইউ-৪২-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.২০ মিনিট। **এবি/১১,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-ডিবিপি-এসএমইউ-৩৩-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **এবি/১২,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-সিটিআর-এসএমইউ-২১-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৪০ মিনিট। **এবি/১৩,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এলএপি-এসএমইউ-২৭-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৫০ মিনিট। **এবি/১৪,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসএইচবিসি-এসএমইউ-৫১-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। **এবি/১৫,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিজিএলই-এসএমইউ-২২-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.১০ মিনিট। **এবি/১৬,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিওয়াইএই-এসএমইউ-২৫-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.২০ মিনিট। **এবি/১৭,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিওআই-এসএমইউ-৪৩-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। **এবি/১৮,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজিআরএ-এসএমইউ-৩৯-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৪০ মিনিট। **এবি/১৯,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনকেএল-এসএমইউ-৩৬-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৫০ মিনিট। **এবি/২০,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেপিএলই-এসএমইউ-২৪-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টে। **এবি/২১,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসিএলই-এসএমইউ-১৯-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪.১০ মিনিট। **এবি/২২,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-আরসিডি-এসএমইউ-২৬-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪.২০ মিনিট। **এবি/২৩,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএলই-এসএমইউ-১৭-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪.৩০ মিনিট। **এবি/২৪,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-এসএমইউ-৫০-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪.৪০ মিনিট। **এবি/২৫,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিবিএই-এসএমইউ-৪০-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪.৫০ মিনিট। **এবি/২৬,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজিএফ-এসএমইউ-৩৮-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টা। **এবি/২৭,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিএমএএন-এসএমইউ-৪৪-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫.১০ মিনিট। **এবি/২৮,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমজিএই-এসএমইউ-১৮-২২-১ (সংরক্ষিত), ১১.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫.২০ মিনিট। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি (প্রতিটির জন্য)। **ট্রিপ/দিনঃ** ১৮২৬ (প্রতিটির জন্য)। **ন্যূনতম আইএনসিআর (%)ঃ** ০.২ (প্রতিটির জন্য)। **ইএমডি (%)ঃ** ৫ (প্রতিটির জন্য)। **টার্নওভার আবশ্যক ঃ** ০(প্রতিটির জন্য)।

HWH-244/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ফর্ম নং ১৪
[রেগুলেশন ৩৩(২) দেখুন]
রেজিস্টার্ড এডি দ্বারা, ডাস্টি ব্যর্থতায় প্রকাশনা দ্বারা।

রিকভারি অফিসারের কার্যালয় - I/II
ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, শিলিগুড়ি
২য় ফ্লোর, সিপিএম টাওয়ার, সেভক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি বিজ্ঞপ্তি

দ্য রিকভারি অফ ডেটস্ এন্ড ব্যাঙ্করাপসি এক্ট, ১৯৯৩ এর ২৫ থেকে ২৮ সেকশন -এর অধীন এবং ইনকাম ট্যাক্স এক্ট, ১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২ -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি
আরসি/৬২/২০২৪ **২৩.০৮.২০২৪**

বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক
বনাম
অজয় এন্টারপ্রাইজ এবং অন্যান্য

প্রতি,
১. মেসার্স অজয় এন্টারপ্রাইজ, ২১/২, বাবুলবোনা রোড, মধুপুর, থানা ও পোস্ট- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১০১।
২. শ্রী অজয় শঙ্কর নন্দী, পিতা- প্রয়াত রোহিনী কুমার নন্দী, ২১/২, বাবুলবোনা রোড, মধুপুর, পোস্ট- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১০১।
৩. শ্রী কৌশিক কুমার নন্দী, পিতা- প্রয়াত গৌরী শঙ্কর নন্দী, গ্রাম ও পোস্ট- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০৩।
৪. শ্রী সোমনাথ নন্দী, পিতা- শ্রী শিব শঙ্কর নন্দী, গ্রাম ও পোস্ট- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০৩।
৫. শ্রীমতী জয়াশ্রী নন্দী, স্বামী- শ্রী অমল শঙ্কর নন্দী, গ্রাম ও পোস্ট- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০৩।

এটি অবহিত করা হচ্ছে যে, প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি **টিএ/৯৯৩/২০১৭** দ্বারা পাস করা আদেশ অনুসারে জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্র অনুযায়ী, **৪৮,৬০,৮৬৭.০০ টাকা** (আটচল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার আটশো সাতষট্টি টাকা মাত্র) এবং সেইসঙ্গে পেন্ডেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যৎ সুদ বার্ষিক **১২.৫০% হারে** বার্ষিক সরল সুদ **১৯/১০/২০১৫** তারিখ থেকে কার্য্যকর পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এবং **৫১,০০০ টাকা** (একান্ন হাজার টাকা মাত্র) মূল্য আপনার বিরুদ্ধে বকেয়া হয়ে গেছে (যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে/ সম্পূর্ণ/ সীমিত ভাবে)।

২. আপনাকে এতদ্বারা নোটিস প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং এর বিধিগুলির অধীনে বকেয়া ঋণের পুনরুদ্ধার অনুসারে পুনরুদ্ধার করা হবে।

৩. আপনাকে এতদ্বারা পরবর্তী শুনানির তারিখে বা তার আগে আপনার সম্পদের বিবরণ হলফনামায় ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪. আপনাকে এতদ্বারা **০৬/১১/২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায়** নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে উপস্থিত হতে আদেশ করা হয়েছে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য।

৫. উপরোক্ত রাশি ছাড়াও আপনি আরও পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ-
(ক) শংসাপত্র/সম্পাদনের প্রক্রিয়ার নোটিসের অব্যবহিত পরে শুরু সময়কালের জন্য প্রদেয় অনুরূপ সুদ।
(খ) এই বিজ্ঞপ্তি এবং ওয়ারেন্ট এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া এবং প্রাপ্য পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য গৃহীত অন্যান্য সমস্ত প্রক্রিয়ার পরিষেবার ক্ষেত্রে মূল্য, চার্জ এবং ব্যয়।

আমার হস্তাধীনে ট্রাইবুনালের সিলমোহরযুক্ত হল ২৩.০৮.২০২৪ তারিখে।

রিকভারি অফিসার
ডেটস্ রিকভারী ট্রাইবুনাল শিলিগুড়ি
ভারত সরকার
অর্থ মন্ত্রক, শিলিগুড়ি-১

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSW/219/24-25 Dated 27.08.2024	Upgradation of Road at Yugi Para in Ward No-17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,87,431.00
WBMAD/ULB/ RSW/220/24-25 Dated 27.08.2024	Construction of Concrete road with covered surface drain near H/O Sudipto Master at Kumor para 2nd lane in ward no-26. Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,87,633.00

Bid Submission end date: **06.09.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSW/224/24-25 Dated 26.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Nazrul Park, Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSW/225/24-25 Dated 26.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP at Pratika Kinkar House, Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSW/226/24-25 Dated 26.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Prakriti Aavasan, at Ward Number 28 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSW/227/24-25 Dated 26.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP Sunny Divine Masjid More, at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00

Bid Submission end date: **05.09.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.

Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Office of the Sahebnagar Gram Panchayat
Sahebnagar, Jalangi, Murshidabad

Notice Inviting e-Tender No- MSD/SAHEBGP/JALANGI/03/2024-25/15th FC(Tied & Untied), vide memo no-711/1(12)/SAHEBGP/24-25, Dt-27/08/2024, Last Date of submission of bid (online)- 05/09/2024 up to 6.00PM For details please visit website: http://wbtenders.gov.in or contact with office of the undersign.

Sd/- Prodhan
Sahebnagar G.P.
Jalangi Block, Murshidabad

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah

Notice Inviting e-Tender 1st Call

NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-04/2024-25, Sl. 1-2, Date- 27.08.2024 & WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-05/2024-25, Sl.-1, Date- 28.08.2024. Bid Submission Start Date : **28-08-2024 (NIT-04), 29-08-2024 (NIT-05) from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **04-09-2024 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **06-09-2024 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum

WBMAD/ULB/BM/PW/Own Fund/ N.I.T-20/2024-25 Date:- 20.08.2024
Memo no:- 1401/PWD/BM/2024-25 Date:- 20.08.2024

Name of the Work : 8 Nos. of work - Construction & repairing of CC road & Drain in ward nos. 6, 16 & 22 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 07.09.2024, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.bolpurmunicipality.org.**

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

Press Notice

E-Tenders are hereby invited from Bonafede experienced and reliable contractors for Supply Duckling (PSME scheme) under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from **27/08/2024 to 14/08/2024.Vide NIT-05/PMKSY-WDC 2.0/01-PSME-03/2023- 24.** Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block &
PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

নতুন অভিবাসন নীতির ফলে কানাডা থেকে নির্বাসিত হতে পারে ৭০ হাজার পড়ুয়া

ওটায়া, ২৮ অগস্ট: অভিবাসন নীতিতে আমূল পরিবর্তন আনার কারণে কানাডা থেকে নির্বাসিত হতে পারেন প্রায় ৭০ হাজার বিদেশি শিক্ষার্থী। এই ছাত্রদের মধ্যে একটা বিরাট অংশে ভারতীয় পড়ুয়াও রয়েছেন। এঁদের ওয়ার্ক পারমিট, ভিসা চলতি বছরেই শেষ হয়ে যাবে। তাঁরা এই ভিসার মেয়ার বাড়ানোর জন্য আন্দোলনে নেমেছেন।

কানাডায় বসবাসকারী পড়ুয়াদের দাবি, দ্রুত প্রশাসন ওয়ার্ক পারমিট ও অভিবাসন নীতিতে বড় বদল এনেছে। যে কারণে সকলকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বলে রাখা ভালো, রেকর্ড সংখ্যক অভিবাসী আসায় দিন দিন আবাসন সংকট তীব্র হচ্ছে কানাডায়। এর জেরে বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রবেশে সম্প্রতি বিধিনিষেধ আরোপ করেছে জাস্টিন ট্রুডোর সরকার। অতিরিক্ত বিদেশি শিক্ষার্থীদের চাপে অভিবাসন নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে।

এছাড়া মাসকয়েক আগে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের প্রবেশের উপর দু'বছরের জন্য একটি ক্যাপ বা বিধিনিষেধ ঘোষণা করা হয়। কানাডা প্রশাসন জানিয়ে দেয়, বেশ কিছু স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের কাজের অনুমতিপত্র বা ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া বন্ধ রাখা হবে। এর ফলে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা অনুমোদনের হার প্রায় ৩৫ শতাংশ কমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বর্তমানে ট্রুডোর দেশে রেকর্ড সংখ্যক বিদেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। সরকারি হিসাবে অনুযায়ী, এক দশক আগে কানাডায় বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২ লক্ষ ১৪ হাজারের মতো।

প্রসঙ্গত, কাজের অনুমতি পাওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ হওয়ায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছে অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্য কানাডা। চলতি বছরের গোড়াতে সেদেশের দেওয়া এক রিপোর্টে দেখা যায়, ২০২২ সালে সক্রিয় ভিসা-সহ কানাডায় বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষেরও বেশি। অথচ ২০১২ সালে ছিল মাত্র ২ লক্ষ ৭৫ হাজার জন। অর্থাৎ, এক দশকে ৫ লক্ষেরও বেশি বিদেশি শিক্ষার্থী কানাডায় প্রবেশ করেছে উচ্চশিক্ষার জন্য।

E-Tender invited by Prodhan, Bhaluka Gram Panchayat under Krishnagar-I Panchayat Samiti, P.O. Krishnagar, Dist. Nadia. **NIT No.- 05/ Bhaluka/ 15th FC (tied)/ 2024-25 Dt. 27.08.2024, vide Memo No. 160/BhalukaGP/2024 Dt. 27.08.2024.** Last date & Time for submission of E-tender on **06.09.2024 upto 5.00 P.M.** (Closing Time may be changed as per server slot). For details please contact to the office or visit **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Bhaluka Gram Panchayat

Notice e-Tender

The Prodhan Garibpur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT No.: 07/ PRODHAN/ GARIBPUR GP/2024-25. (FOR 9 WORKS) Dated: 27.08.2024.** Last date of Bid submission **04.09.2024 upto 02:00 Hours.** For details please visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Garibpur G.P.
DOMKAL BLOCK,
MURSHIDABAD

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা - ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.০৯.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** ৩০.০৯.২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৬,৯৮,৫৬৩.০০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ আটানব্বই হাজার পাঁচশ তেষট্টি টাকা)** ৩০.০৪.২০১২ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স হায়দার ফিস সেন্টার ঠিকানা** - খরিবারি ফিস মার্কেট, গ্রাম - মুদিয়া, পোস্ট - মুদিয়াহাট, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৮ **স্বত্বাধিকারী - মহ. গোলাম হায়দার, পিতা প্রয়াত হাজি মহ. আবদুল, ঠিকানা** - খায়ের, গ্রাম এবং মৌজা - সুনবেরিয়া, সুনবেরিয়া পূর্ব পাড়া মসজিদের নিকট, পোস্ট - মুদিয়াহাট, থানা - বারাসত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১২৮ **এবং মহ. গোলাম শারোয়ার পিতা প্রয়াত প্রয়াত হাজি মহ. আবদুল, ঠিকানা** - গ্রাম এবং মৌজা - সুনবেরিয়া, সুনবেরিয়া পূর্ব পাড়া মসজিদের নিকট, পোস্ট - মুদিয়াহাট, থানা - বারাসত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১২৮ কাছ থেকে আদায়ের জন্য।

সংরক্ষিত মূল্য ১০,০৯,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা দাখিল ১,০০,৯০০.০০ টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য ১০,০০০.০০ টাকা।

জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি দলিল নং ১-০৮২৫৭ এবং ১-০৮২৬০ তারিখ ১৯.১২.২০০৬ , মহ গোলাম হায়দার এবং মহ গোলাম সারাওয়ার এর অনুকূলে পরিমাণ আনুমানিক ০৪ শতক কমবেশি মৌজা : সানবেড়িয়া, জেএল নং ১৯২, এলআর খতিয়ান নং ১১০, তৌজি নং ১৪৬, দাগ নং ৫৪২, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮৯, ৫৯০, ৫৮৫/১৫৩০, ৫৭৭/১৫৬৮ , কীর্তিপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধিক্ষেত্র অধীন, থানা : বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০১২৮। **চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে :** উত্তরে : আবদুল রজ্জাক এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : আজিজল রহমানের সম্পত্তি, পশ্চিমে : নুরুদ্দিনের সম্পত্তি।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৩.০৯.২০২৪ | প্রতীকী দখলীকৃত | **যোগাযোগ নং ৮৭৭৭৬৯২৮৪৬**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ : ২৯.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি.
শ্রীবাস অঙ্গন রোড, পো. নবদ্বীপ, জেলা - নদিয়া,
পিন - ৭৪১৩০২ (পশ্চিমবঙ্গ), ফোন নং - ০৩৪৭২-২৪০৩৪৭
স্থাপিত - ১৯২৯ (রেজি. নং ৪২ তারিখ ২৬.১১.১০২৯)
আরবিআই লাইসেন্স নং - ইউবিডি. পব ১৪/২০০৯-১০

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম সাধারণ বিজ্ঞপ্তি ইএমডি এবং নথি দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় ০১.১০.২০২৪ বেলা ২টা পর্যন্ত

ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা হবে ২০০২ সালের (২০০২-৫৪ সারফেসি) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশ অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে।

যেহেতু, **দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি. নবদ্বীপ**, নদিয়ার অনুমোদিত অফিসার নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশ অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেসি) আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন ইস্যুকৃত নোটিশ অনুযায়ী নিম্নোক্ত ঋণ অ্যাকাউন্ট আমাদের শাখা দায়বদ্ধ হিসেবে **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে এবং যা আছে ভিত্তিতে'** বিক্রয় করার অধিকারে ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত স্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিক্রয় সম্পাদিত হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে যা ওয়েবসাইট **https://www.bankeauctionwizard.com** অনুযায়ী।

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত/ সম্পত্তি (সমূহ) মালিকের নাম	দাবি/দখল নোটিশের তারিখ এবং বকেয়া পরিমাণ (জামিনদত্ত ঋণ)	ইএমডি প্রেরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (টা.) খ) ইএমডি গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ (টা.)	ই-নিলামের তারিখ/সময়
১	ক) দ্য নবদ্বীপ কো অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি, নবদ্বীপ, নদিয়া। খ) বণিক এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা : সুবীর বণিক, পিতা প্রয়াত পরীক্ষিৎ বণিক।	সংশ্লিষ্ট জমি এবং ভবন পরিমাণ ১.৭৭৫ শতক এবং ১.২২৫ শতক মোট ৩ শতক, সুবীর বণিক পিতা প্রয়াত পরীক্ষিৎ বণিক এর অনুকূলে , খতিয়ান নং সিএস ১০৬৯, আরএস ১২১৯৯, এলআর ২৮০৭৪, ২৮২১১, হাল ৩০১৯৬, দাগ (প্লট) নং আরএস ১২৭/৮০১৫, এলআর নং ৬৮৫, মৌজা : ২০, নবদ্বীপ, দলিল নং ১-২২৬৬-২০১৮ সালের।	নোটিশ ১৩/২ ধারাধীনে : তাং ১৬.০২.২০২৩ নোটিশ ১৩/৪ ধারাধীনে তাং : ০৯.০১.২০২৪ এবং ২৫,৬৩,০৫৩.০০ টাকা ৩১.১২.২০২২ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ।	ডিডি -দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি, নবদ্বীপ, নদিয়ার অনুকূলে	ক) ২৭,০০,০০০ টাকা খ) ২,৭০,০০০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা	তাং ০৪.১০.২০২৪ দুপুর ১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ, যদি শেষ ৫ মিনিটে কেউ ডাক দেয় সাপেক্ষে।

নিয়ম এবং শর্তাদি :

১. আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা **মেসার্স অ্যান্টারেস সিস্টেমস লিমিটেড**, রেজিস্টার্ড অফিস ২৪ সুধা কমপ্লেক্স, থার্ড স্টেজ, ৪র্থ ব্লক, বেঙ্গালোর -৫৬০০৭৯, কর্ণাটক, (যোগাযোগ/ফ্যাক্স নং -+৯১ ৮০ ৪০৪৮২০০০/-৯১-৮০-৪৯৩৫২০০০) দ্বারা ই-নিলামের জন্য প্ল্যাটফর্ম (https://www.bankeauctionwizard.com) ব্যবস্থিত হবে। যে সকল ডাকদাতা ইএমডি দাখিল করবেন তাদের প্রয়োজন হলে ই-নিলাম বিষয়ে প্রদর্শন/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাটি।

২. উল্লিখিত ইএমডির জন্য ডিমান্ড ড্রাফ্ট/ব্যাঙ্কার্স চেক সহ উল্লিখিত প্রক্রিয়াধীনে সংশ্লিষ্ট ফর্মে সিলকরা খামে ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ সমপরিমাণে **০১/১০/২০২৪ (বেলা ২ টার মধ্যে)** অনুমোদিত অফিসারের নিকট বায়না জমা দাখিল করতে হবে। **সংশ্লিষ্ট মুখবন্ধ খামটি ''ইএমডি ফর ই অকশন এ/সি দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি. (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির জন্য অ্যাকাউন্ট নাম অনুযায়ী)'' শীর্ষাঙ্কিতভাবে দাখিল করতে হবে।**

৩. **''দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি. নবদ্বীপ, নদিয়া** এর অনুকূলে সিডিউল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ইস্যুকরা ব্যাঙ্কার্স চেক/ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে ইএমডি দাখিল করতে হবে। ইএমডি ফেরতযোগ্য, ডাক অসফল হলে। সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে **চেক/নগদে আদায় গ্রহণযোগ্য নয়।** ডাকদাতাদের বায়না জমা দাখিল না হলে ই-নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না।

৪. প্রক্রিয়া নিয়ামক ফর্ম ডাকদাতার অনুমোদিত ব্যক্তির দ্বারা যথাযথভাবে পূরণ এবং স্বাক্ষরিত হতে হবে। এতে অবশ্যই থাকতে হবে ক) নাম , খ) ঠিকানা, গ) বৈধ ইমেল আইডি এবং মোবাইল নং, যোগাযোগ নং(উল্লিখিত ই-নিলাম ওয়েবসাইটে নিবন্ধন/নিবন্ধন করতে হবে)।

৫. আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাকে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে হবে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়কের ওয়েবসাইট **https://www.bankeauctionwizard.com** মাধ্যমে নিলামে অংশ নিতে হবে **এবং ই-নিলাম পরিচালিত হবে ০৪/১০/২০২৪ তারিখ বেলা ১ টা থেকে বেলা ২ টা পর্যন্ত।**

৬. ব্যাঙ্ক অনিবার্য কারণে /ছুটির ঘোষণার ফলে ই-নিলাম সূচি পরিবর্তনের অধিকার রাখে।

৭. ই-নিলাম চলাকালীন ডাকদাতাদের সর্বশেষ ডাকের পরবর্তীতে ডাক দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে **ন্যূনতম ১০,০০০ টাকার বর্ধিত মূল্যের সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ক্ষেত্রে।** সংশ্লিষ্ট পরবর্তী উচ্চতর ডাক দেওয়ার জন্য দশ মিনিটের সময় দেওয়া হবে, এর পরই ই-নিলাম বন্ধ ঘোষণা করা হবে।

৮. আগ্রহী ডাকদাতাদের যত্ন সহকারে বিক্রয় নোটিশ, ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি, ই-নিলামের পরিচালন অংশ হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি পড়তে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং কঠোরভাবে মান্য করতে হবে।

৯. ই-নিলাম চলাকালীন সময়ে কোনও অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে আমাদের **ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি - শ্রী কুশল বোস, মোবাইল নং ৭৬৮৬৯১৩১৫৭, মেল আইডি : kushal.b@antaressystems.com/ শ্রী সিদ্ধার্থ মন্ডল, মোবাইল নং ৯৬৭৪৭৫৮৭২৪, মেল আইডি : siddharthasundar.m@antaressystems.com** সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

১০. সফল ডাকদাতাকে অব্যবহিতভাবে ডাক পরিমাণের ২৫ শতাংশ (পঁচিশ শতাংশ) দাখিল করতে হবে, আদায়কৃত ইএমডি ব্যতীত, (২৪ ঘণ্টার) মধ্যে এবং অবশিষ্ট পরিমাণ **নিলামের তারিখের থেকে ১৫ দিনের মধ্যে।** কোনও কারণে সফল ডাকদাতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ দাখিল করতে ব্যর্থ হলে সফল ডাকদাতা কর্তৃক দাখিল করা পরিমাণ অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হবে এবং অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট নিলাম বাতিল করে নতুন নিলাম পরিচালনা করার অধিকার রাখেন।

১১. সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পরে, অনুমোদিত অফিসার নিয়ম অনুযায়ী বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন।

১২. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং বিক্রয় শংসাপত্র/ পরিবহন নিবন্ধন সংক্রান্ত সমস্ত খরচ, যদি থাকে, সফল দরদাতাকে বহন করতে হবে।

১৩. অনুমোদিত অফিসারের কোন কারণ ব্যতিরেকে কোন বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান বা বিক্রয় স্থগিত/মুলতুবি/বাতিল করার অধিকার রয়েছে। উপরন্তু, ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখটিও স্থগিত/পরবর্তী কার্যদিবসের জন্য স্থগিত করা যেতে পারে যদি ইএমডি জমা দেওয়ার বিদ্যমান তারিখ ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এটি লক্ষ করা যেতে পারে যে এই নোটিশের কিছু সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না বা বিবেচিত হয় না।

১৪. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য, ইচ্ছুক দরদাতারা **শ্রী ঝন্টু লাল দাস (সচিব), এবং শ্রী প্রবীর মন্ডল (সিইও) অনুমোদিত আধিকারিক, নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড নবদ্বীপ, নদীয়া। যোগাযোগ নম্বর +৯১-৯৭৩৪৬২৩৭৩, এবং ৯৭৩৪০৯৬৫৫৭, ই-মেইল আইডি : nbccbank@rediffmail.com** কার্যদিবসের মধ্যে অফিস সময়ে সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

দ্রষ্টব্য : উপরোক্ত উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাগণের প্রতি এটি একটি নোটিশ যা উপরে উল্লিখিত তারিখে এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণে এই বিক্রয় সম্পাদনের বিষয়ে। এটি ত্রিশ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

তারিখ : ২৯.০৮.২০২৪
স্থান : নবদ্বীপ

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি.

কেএল রাহুলকে ছেঁটে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে লখনউয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি: লোকেশ রাহুলকে নিজের পরিবারের অংশ বললেন সঞ্জীব গোয়েন্‌কা। কিন্তু পরের আইপিএলে রাহুল লখনউ সুপার জায়ান্টসে থাকবেন কি না বা থাকলেও নেতৃত্ব দেবেন কি না তা নিশ্চিত করে বলতে পারলেন না।

সোমবার রাহুলের সঙ্গে কলকাতায় বৈঠক করেন গোয়েন্‌কা। বুধবার লখনউ সুপার জায়ান্টসের মালিক বলেন, ত্রাহুল আমার পরিবারের সদস্যের মতো। মাঝে মাঝেই আমাদের দেখা হয়, আড্ডা হয়। এ বারের দেখা হওয়া নিয়ে কেন এত কথা হচ্ছে বুঝতে পারছি না।দ তা হলে কি রাহুলই আগামী আইপিএলে লখনউয়ের নেতা? তা নিশ্চিত করতে পারলেন না গোয়েন্‌কা। তিনি বলেন, আমরা এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি। নিলামের আগে কত জন ক্রিকেটারকে ধরে রাখতে পারব তা এখনও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) জানায়নি। সেই সব কিছু ঠিক হোক, তার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এই বছর আইপিএলে ৮ মে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে হারের পর মাঠেই রাহুলকে ভর্ৎসনা করেছিলেন গোয়েন্‌কা। ম্যাচের পরেই গ্যালারি ছেড়ে মাঠে নেমে এসেছিলেন তিনি। বাউন্ডারির ধারে দাঁড়িয়ে রাহুলকে হাত নেড়ে নেড়ে অনেক কিছু বোঝাচ্ছিলেন। তাঁর আচরণ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে দলের হারে তিনি একেবারেই খুশি নন। কিছু কিছু ক্রিকেটারের দিকে হাত দেখিয়ে ইঙ্গিত করছিলেন গোয়েন্‌কা। তাঁর গলার স্বরও যে বেশ উঁচু ছিল, সেটাও বোঝা গিয়েছিল ভিডিয়ো দেখে। গোয়েন্‌কার দাপটের সামনে রাহুল কিছু বলতে পারছিলেন না। তিনি চুপচাপ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। মালিক গোয়েন্‌কার কথা শুনছিলেন। এর পরেই রাহুলের সঙ্গে গোয়েন্‌কার সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল।

সেই জল অবশ্য বেশি দূর গড়াতে দেননি রাহুল এবং গোয়েন্‌কা দু’জনেই। ঘটনার পাঁচ দিন পর আইপিএলের মাঝেই দিল্লিতে নিজের বাড়িতে রাহুলকে নৈশভোজে ডেকেছিলেন লখনউয়ের মালিক। সেখানে হাত মিলিয়ে হাসি মুখে ছবিও তোলেন তাঁরা। কিন্তু সব কিছু কি সত্যিই মিটে গিয়েছিল? প্রশ্ন থেকে যায়। জল্পনা ছড়ায় রাহুলের দল ছাড়া নিয়েও। শোনা যায় রাহুল তাঁর পুরনো দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে চলে যেতে পারেন। গোয়েন্‌কা সেই সব বিতর্ক উড়িয়ে দিলেন না। শুধু জানিয়ে দিলেন এখনও অনেক সময় আছে দল গোছানোর। ‘পরিবারের’ ছেলে সেই দলে থাকবেন কি না তা স্পষ্ট করলেন না।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে চুনকাম করে বিশ্বকাপের মধুর প্রতিশোধ নিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচেও হেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বৃষ্টিতে ১৩ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে ১১৬ রানের লক্ষ্য ৯.২ ওভারেই ৮ উইকেট হাতে রেখে টপকে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

আর তাতে তিন ম্যাচের সিরিজটা ৩,০ ব্যবধানে জিতে প্রোটিয়াদের ধবলধোলাই করল ক্যারিবীয়রা। একই মাঠে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছিল ৭ উইকেটে, দ্বিতীয় ম্যাচে ৩০ রানে।

কাল টসে হেরে আগে ব্যাটিং করে ট্রিস্টান স্টাবসের ১৫ বলে ৪০ রানের ইনিংসে ভর করে দক্ষিণ আফ্রিকা করে ৪ উইকেটে ১০৮ রান। ডিএলস নিয়মে ওয়েস্ট ইন্ডিজ লক্ষ্য পায় ১১৬ রানের। শাই হোপের ২৪ বলে ৪২, নিকোলাস পুরানের ১৩ বলে ৩৫ রানের ইনিংসে এই রান হেসেখেলে তাড়া করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

এ ছাড়া ১৭ বলে ৩১ রান করেন শিমরন হেটমায়ার। যদিও এরা কেউ ম্যাচসেরা হননি। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ২ ওভারে ১৪ রান দিয়ে ২ উইকেট নেওয়া পেসার রোমারিও শেফার্ড।

সিরিজসেরা হয়েছেন শাই হোপ। সিরিজের ৩টি ম্যাচেই ব্যাট হাতে ভালো করেছেন হোপ। কাল ৪২ রানে অপরাজিত থাকা ব্যাটসম্যান প্রথম ম্যাচে করেন ৫১ রান, পরেরটিতে ৪১ রান।

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিদায় নিতে হয়েছিল সুপার এইট পর্ব থেকে। সেই দলটাকে ৩-০ ব্যবধানে হারানো দুর্দান্ত এক অর্জন বলে মনে করছেন শেফার্ড, ‘ যে দলটা আমাদের বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিয়েছে, তাদের সব ম্যাচে হারানো দুর্দান্ত।’

ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক রোস্টন চেজ বলেছেন, ‘সিরিজটি ৩-০ ব্যবধান জিততে চেয়েছিলাম। সংক্ষিপ্ত এ ম্যাচে চেয়েছি আমাদের ক্রিকেটাররা সহজাত খেলাটা খেলুক। ছেলেরা দুর্দান্ত খেলেছে।’

দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিশ্বকাপ ফাইনালে তোলা অধিনায়ক এইডেন মার্করাম উন্নতির অনেক জায়গা দেখছেন, ‘কঠিন ম্যাচ গেছে। সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন কন্ডিশনে খেলেছি। এরপরও দল হিসেবে উন্নতির জায়গা আছে। তাতে কিছুটা সময় লাগবে, এখান থেকে নেওয়ারও কিছু আছে কিন্তু হারাটা কখনোই ভালো কিছু নয়।’

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরে ডেভিড ম্যালান

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যান ডেভিড ম্যালান। সামনের মাসে ৩৭ পূর্ণ করতে চলা এই বাঁহাতি ইংল্যান্ডের হয়ে ২২টি টেস্ট, ৩০টি ওয়ানডে ও ৬০টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন।

গত বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেখা যায়নি ম্যালানকে। বিশ্বকাপের পরপরই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে নতুন চেহারার ইংল্যান্ড দলে সুযোগ হয়নি তাঁর। তখন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, হয়তো আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের সেখানেই শেষ ম্যালানের।

আজ দ্য টাইমসে মাইকেল আথারটনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ম্যালান নিশ্চিত করেন, অবসরের ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন তিনি। পরে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেটে বোর্ডের (ইসিবি) মাধ্যমে দেওয়া আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় ম্যালান বলেছেন, ‘২০১৭ সালের জুলাই থেকে দুর্দান্ত এক যাত্রা ছিল এটি। তিন সংস্করণেই ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়ে আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ।’

ম্যালান বলেন, ‘বেশির ভাগ খেলার মতোই ক্রিকেটেও সবাই অবসর নেয় এটা ভেবে যে হয়তো আরও কিছু করা যেত। ১০টি টেস্ট খেলেন বা ১০০টি, অনেকেরই সরে যাওয়ার সময় আরেকটি টেস্ট না খেলার, আর কয়েকটি রান না করার বা আরও বেশি শিরোপা না জেতার আক্ষেপ হয়তো থাকে।’

তবে তাঁর ক্ষেত্রে এমন হচ্ছে না বলে মনে করেন ম্যালান। তিনি বলেছেন, ‘এ মুহূর্তে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার সময় আমি বলতে পারি, আমি সত্যিই তৃপ্ত। ব্যাপারটি অবশ্য সহজ ছিল না। হয়তো আমার প্রকৃতিই এমন বা যে কারণেই হোক, সব সময়ই মনে হয়েছিল, আমার কিছু প্রমাণ করতে হবে। প্রায়ই মনে হতো, আমি হয়তো জায়গা ধরে রাখতেই খেলছি। চাপ হয়তো চলে যায়, তবে মানসিক ও শারীরিক দিক দিয়ে প্রভাব ফেলে। এরপরও আমার যা অর্জন, সেসবের দিকে ফিরে তাকিয়ে গর্ব হয়।’

তিন সংস্করণে খেললেও টেস্ট ক্যারিয়ারটা সেভাবে বড় হয়নি ম্যালানের। ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডই হয়তো তাঁকে সেভাবে কাজে লাগায়নি, সে সময় তাদের হয়ে খেলছিল মরগান-রুটদের ‘সোনালি প্রজন্ম’। টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারটা দীর্ঘই, সবচেয়ে সফল হয়েছেন সে সংস্করণেই।

ম্যালান অবশ্য বলছেন, আরও অনেকের মতো টেস্টকেই সবচেয়ে এগিয়ে রাখবেন তিনি। আক্ষেপটাও হয়তো এখানেই বেশি তাঁর। আথারটনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘তিন সংস্করণই আমি অনেক গুরুত্বসহকারে নিয়েছি, তবে টেস্ট ক্রিকেটের তীব্রটার ধরনটাই আলাদা। শুধু পাঁচ দিন নয়, তার আগে প্রস্তুতিও আছে। আমি অনেক অনুশীলন করি, নেটে অনেক বল খেলতে ভালোবাসি, প্রস্তুতিটা কঠোরভাবে নিই। আর তারপর আসে লম্বা সব দিন। মন সরানোই কঠিন হয়ে পড়ে। মানসিক দিক দিয়ে বেশ ধকল যেত আমার, বিশেষ করে যে লম্বা টেস্ট সিরিজে আমি খেলেছি। তৃতীয় বা চতুর্থ টেস্টের পর পারফরম্যান্সও পড়ে যেত।’

সব সংস্করণ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৪১৬ রান; ৮টি শতক ও ৩২টি ফিফটি আছে তরুণ বয়সে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মিডলসেক্সের হয়ে খেলতে আসা ম্যালানের। জস বাটলার ছাড়া একমাত্র ইংলিশ ব্যাটসম্যান হিসেবে তিন সংস্করণেই সেঞ্চুরির কীর্তিও ম্যালানের। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২১ সালের নভেম্বরের বেশির ভাগ সময় আইসিসি টি-টোয়েন্টি র্যা ঙ্কিংয়ের ১ নম্বর ব্যাটসম্যান ছিলেন তিনি। এ ছাড়া ইংল্যান্ডের হয়ে দুটি অ্যাশেজে খেলেছেন, দুটিই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। খেলেছেন ২০২১ ও ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। পরেরটিতে ইংল্যান্ডের হয়ে শিরোপা জেতেন, যদিও চোটের কারণে টুর্নামেন্টের শেষ ভাগে খেলা হয়নি।

ইতিহাসের দীর্ঘতম ম্যাচটি দেখল ইউএস ওপেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইউএস ওপেনের শীর্ষ বাছাই তিনি। কিন্তু ইয়ানিক সিনারের শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে কথা হচ্ছে কমই। হবেইবা কীভাবে, ডোপিং-কেলেঙ্কারিতে যে নাম এসেছে তাঁর। কিছুদিন আগে জানা যায়, এ বছরের শুরুতে দুবার ডোপ টেস্টে পজিটিভ হয়েছিলেন সিনার। তবে সেই ঘটনায় তদন্ত শেষে সিনারের ফিজিওথেরাপিস্টের ওপর দায় চাপিয়ে খেলার অনুমতি দেওয়া হয় সিনারকে। ইউএস ওপেনের আগে সেটি নিয়েই বিতর্ক শুরু হয়।

সেই সব বিতর্ককে পেছনে ফেলে ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে গেছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন সিনার। দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন পুরুষ এককের তৃতীয় বাছাই কার্লোস আলকারাজও। মেয়েদের বিভাগের শীর্ষ বাছাই ইগা সিওনতেক ও দুবারের চ্যাম্পিয়ন নাওমি ওসাকাও উঠেছেন দ্বিতীয় রাউন্ডে। তবে হেরে গেছেন আরেক সাবেক চ্যাম্পিয়ন এমা রাদুকানু। তবে এই সব তারকাদের ছাপিয়ে দ্বিতীয় দিনে রেকর্ড গড়া এক ম্যাচ খেলেছেন ড্যানিয়েল ইভান্স ও কারেন খাচানভ।

যুক্তরাষ্ট্রের অখ্যাত ম্যাকেঞ্জি ম্যাকডোনাল্ডের কাছে প্রথম সেটে হেরে গেলেও দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরের তিনটি সেট জিতে নেন সিনার। সব সময় নিজেকে নির্দোষ দাবি করে আসা সিনার জিতেছেন ২-৬, ৬-২, ৬-১, ৬-২ গেমে।

রড লেভার ও রাফায়েল নাদালের পর উন্মুক্ত যুগে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে এক পঞ্জিকাবর্ষে ফ্রেঞ্চ ওপেন, উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন জয়কে পাখির চোখ করা আলকারাজ হারিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার লি তুকে। ২০২২ সালের চ্যাম্পিয়ন আলকারাজ ৬-২ গেমে প্রথম সেটটা জিতলেও দ্বিতীয় সেটে ৪-৬ গেমে হেরে যান বাছাইপর্ব পেরিয়ে আসা তুর কাছে। তবে পরের দুটি সেট ৬-৩, ৬-১ গেমে জিতে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে যান টেনিসের ভবিষ্যৎ স্প্যানিশ তারকা।

দ্বিতীয় টেস্টের আগে বাদ দেওয়া ক্রিকেটারদের ফেরাল পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলাদেশ পাকিস্তান ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয়টি শুরু হবে আগামী ৩০ আগস্ট। এর আগে স্পিনার আবরার আহমেদ, ব্যাটসম্যান কামরান গুলাম ও পেস বোলিং অলরাউন্ডার আমের জামালকে দলে ফিরিয়েছে পাকিস্তান।

আবরার ও কামরান দুজনকে প্রথম টেস্ট শুরুর তিন দিন আগে টেস্ট স্কোয়াড থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তান শাহিনসের হয়ে চার দিনের ম্যাচ দুজনই খেলেছেন বাংলাদেশ ‘এ’ দলের বিপক্ষে।

অন্যদিকে জামালের বিষয়টি চোট সংক্রান্ত। ২৮ বছর বয়সী জামালকে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট দলে রাখা হয়েছিল ফিট হয়ে ওঠা সাপেক্ষে। পুরোপুরি সেরে না ওঠায় প্রথম টেস্টের আগে তাকে সিরিজ থেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা জানায় পাকিস্তান।

তবে প্রথম টেস্টে বাংলাদেশের কাছে ১০ উইকেট হারের পর পরিস্থিতি অনেকটা পাল্টে গেছে। এই বোলিং অলরাউন্ডারকে আবারও দলে আনা হয়েছে। তবে এখনো তাঁর দ্বিতীয় টেস্টে খেলা নিশ্চিত নয়। তাঁর খেলা নির্ভর করে তার ফিটনেসের ওপরেই। ইংল্যান্ডে কাউন্টি ক্রিকেটে ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে খেলার সময় পিঠের চোটে পড়েন এ ডানহাতি পেসার।

প্রথম টেস্ট চলাকালীন বাবা হয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। গুঞ্জন ছিল ৩০ আগস্ট রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় টেস্টে না-ও খেলতে পারেন পাকিস্তানি এই পেসার। তবে প্রথম টেস্ট শেষে ছুটিতে যাওয়া আফ্রিদি আবারও দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

প্রথম টেস্টে স্পিনার না রেখে বাংলাদেশের বিপক্ষে সর্বাত্মক পেস আক্রমণ নিয়ে খেলেছে পাকিস্তান। যার ফল মোটেই ভালো হয়নি। এ নিয়ে দলের সমালোচনায় মত্ত পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা। দ্বিতীয় টেস্টে তাই দেখা যেতে পারে স্পিনার আবরারকে। এই মাঠে আবরারের রেকর্ডও দারুণ ঘরোয়া ক্রিকেটে এখানে ৫টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে আবরারের উইকেট ৪০টি। গড় মাত্র ১৭.২৫।

পাকিস্তান স্কোয়াড শান মাসুদ (অধিনায়ক), সৌদ শাকিল (সহ-অধিনায়ক), আবদুল্লাহ শফিক, আবরার আহমেদ, বাবর আজম, কামরান গুলাম, খুররাম শাহজাদ, মির হামজা, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ হুরাইরা, মোহাম্মদ রিজওয়ান, নাসিম শাহ, সাইম আইয়ুব, সালমান আলী আগা, সরফরাজ আহমেদ, শাহিন শাহ আফ্রিদি, আমের জামাল।

‘বিশ্বের সবচেয়ে দামি গোলকিপার’ যাচ্ছেন লিভারপুলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গুঞ্জনটি কয়েক দিন ধরেই বাতাসে ভাসছিল। শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হলো!

জর্জিয়ান গোলকিপার গিওর্গি মামারদাশভিলিকে দলে নেওয়ার কথা জানিয়েছে লিভারপুল। গতকাল তাঁকে সই করানোর ব্যাপারে সম্মত হওয়ার খবর জানিয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। নতুন কোচ আর্নে স্লটের অধীনে লিভারপুল এই প্রথম কোনো খেলোয়াড়কে দলে টানল। সেটাও যৌথভাবে বিশ্বের সবচেয়ে দামি গোলকিপার! ট্রান্সফারমার্কেটের হিসাব অনুযায়ী পর্তুগালের গোলকিপার দিয়োগো কস্তা ও মামারদাশভিলি এখন বাজারমূল্যে যৌথভাবে বিশ্বের সবচেয়ে দামি গোলকিপার। দুজনের বাজারমূল্যই সমান ৪ কোটি ৫০ লাখ ইউরো।

কিন্তু লিভারপুল এই বাজারমূল্যের চেয়ে কমে পেয়েছে মামারদাশভিলিকে। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, দলবদলের এই মৌসুমে প্রথম খেলোয়াড়টি কিনতে ৩ কোটি ইউরো দেবে লিভারপুল। এর পাশাপাশি অ্যাড-অনস হিসেবে দিতে হবে আরও ৫০ লাখ ইউরো। সব মিলিয়ে সাড়ে ৩ কোটি ইউরো খরচ হবে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটির।

তবে ২৩ বছর বয়সী এ গোলকিপারের লিভারপুলে যোগ দেওয়া নির্ভর করছে ইংল্যান্ডে তাঁর ওয়ার্ক পারমিট পাওয়া এবং আন্তর্জাতিক ছাড়পত্রের ওপর, যেটায় কোনো সমস্যা না হওয়াই স্বাভাবিক। আর ভ্যালেন্সিয়ায় এই মৌসুমটা থেকে ২০২৫-২৬ মৌসুমে লিভারপুলে যোগ দেবেন মামারদাশভিলি। লিভারপুলের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘গিওর্গি মামারদাশভিলির দলবদলের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে লিভারপুল। এখন ওয়ার্ক পারমিট এবং আন্তর্জাতিক ছাড়পত্র পাওয়া বাকি। ২৩ বছর বয়সী এ গোলকিপার আগামী মৌসুমে মার্সিসাইডে আসার আগে চলতি মৌসুমের বাকি সময় স্পেনে ত্তলস চেদদের (ভ্যালেন্সিয়া) সঙ্গেই থাকবেন।’

ব্রাজিলের আলিসন বেকার এখনো লিভারপুলের প্রথম পছন্দের গোলকিপার। তাঁর পাশাপাশি আইরিশ গোলকিপার কেভিন কেলাহারও আছেন। কিন্তু মামারদাশভিলিকে লিভারপুলের কেনার অর্থ হলো তাঁরা ভবিষ্যতের কথা ভাবছে। আগামী অক্টোবরে ৩২ বছরে পা রাখতে যাওয়া আলিসনের সঙ্গে কথা বলে এবং তাঁর সম্মতি নিয়েই মামারদাশভিলিকে কেনার ব্যাপারে এগিয়েছে লিভারপুল। সেক্ষেত্রে কেলাহারের ক্লাবটি ছাড়ার সম্ভাবনাই বেশি। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, মামারদাশভিলিকে সম্ভবত আলিসনের স্থলাভিষিক্ত করার কথা ভাবছে লিভারপুল। ব্রাজিলিয়ান গোলকিপারের সঙ্গে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটির চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে এখনো দুই বছর বাকি। এর মধ্যে মামারদাশভিলিকে তৈরি করতে চায় লিভারপুল।

লিভারপুলের সংবাদমাধ্যম ‘লিভারপুল ইকো’কে আলিসন এর আগে বলেছেন, ‘আমার মতে ক্লাবের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। আমরা এখানে চিরস্থায়ীভাবে থাকব না। আমার মতে এটা ভালো পরিকল্পনা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপারটা (মামারদাশভিলি) আসার আগেই আমি জানতাম। এটা আমার জন্য ভালো বার্তা। কারণ ক্লাব আমার ভাবনাকে গুরুত্ব দেয়।’

গত জুলাইয়ে শেষ হওয়া ইউরোয় দুর্দান্ত খেলে নজর কেড়েছিলেন মামারদাশভিলি। শেষ ষোলোয় স্পেনের কাছে হেরে বিদায় নেওয়ার আগে জর্জিয়ার চারটি ম্যাচে পোস্ট সামলেছেন। ২০২১ সালে ভ্যালেন্সিয়ায় যোগ দিয়ে গত দুই মৌসুমে লা লিগায় একটি ম্যাচ বাদে ক্লাবটির সব ম্যাচেই প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছেন। এ মৌসুমে বার্সেলোনা ও সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে ভ্যালেন্সিয়ার হারের দুই ম্যাচেও একাদশে ছিলেন মামারদাশভিলি।

৬ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতার এই গোলকিপারের জন্ম জর্জিয়া তিবিলিসিতে। সেখানকার খ্যাতিমান ক্লাব দিনামো তিবিলিসির মূল দলে খেলাই ছিল মামারদাশভিলির শৈশবের স্বপ্ন। বাড়ির উঠোনে অনুশীলন করিয়ে তাঁকে গোলকিপার হিসেবে বড় করে তুলেছেন বাবা দাভিত মামারদাশভিলি। তিনি নিজেও ছিলেন পেশাদার গোলকিপার। সন্তানকে নিয়ে ফুটবল ছাড়া আর কোনো পরিকল্পনা ছিল না তাঁর। কিন্তু ২০১২ সালে দিনামো তিবিলিসির বয়সভিত্তিক দলে যোগও দিলেও মামারদাশভিলির স্বপ্নপূরণ হয়নি। ক্লাবটি কখনোই তাঁকে মূল দলে খেলায়নি। ধারে পাঠায়। নগর প্রতিদ্বন্দ্বী লোকোমোটিভ তিবিলিসিতে ধারে খেলার সময়ই প্রথম নজর কাড়েন মামারদাশভিলি।

ম্যানুয়েল নয়্যারকে আদর্শ মানা মামারদাশভিলি ২০২০ সালে ইউরোপা লিগে নজর কাড়েন। সেবার গ্রানাদার বিপক্ষে লোকোমোটিভের ম্যাচে গ্যালারিতে ভ্যালেন্সিয়ার স্কাউটেরাও ছিলেন। ৯ মাস পরই মামারদাশভিলির ঠিকানা হয় মেস্তায়া (ভ্যালেন্সিয়ার মাঠ)।

মানসিকভাবে ভীষণ শক্তিশালী মামারদাশভিলিকে ভ্যালেন্সিয়ায় প্রস্তুত করেছেন লিভারপুলেরই সাবেক গোলকিপার হোসে ওচোতোরেনা। ধীরে ধীরে ২৩ বছর বয়সী মামারদাশভিলি নিজেকে ইউরোপের অন্যতম সেরা তরুণ গোলকিপার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জন্মভূমি জর্জিয়ায় তাঁকে এবং তাঁরই জাতীয় দল সতীর্থ নাপোলি স্ট্রাইকার খিচা কাভারাস্কাইয়াকে অনেকেই আদর্শের চোখে দেখেন।

তিবিলিসির খোনিতে (জন্মস্থান) মামারদাশভিলির একটি ভাস্কর্য রয়েছে। জাতীয় দলের পতাকা সংবলিত সেই ভাস্কর্যের পাশে লেখা ‘দ্য গ্রেট জর্জিয়ান ওয়াল।’ গ্রিসের বিপক্ষে পেনাল্টি শুটআউট ঠেকিয়ে জর্জিয়াকে ২০২৪ ইউরোর মূল পর্বে তোলার পর এবং মূল পর্বে চেক প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষে চোখ ধাঁধানো পারফরম্যান্সের পর জর্জিয়ার বাতুমি অঞ্চলেও মামারদাশভিলির একটি প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। তিনি কতটা উঁচুমানের গোলকিপার সে বিষয়ে ‘দ্য অ্যাথলেটিক’কে বলেছেন জর্জিয়া জাতীয় দলের সহকারী কোচ ডেভিড ওয়েব, ‘খিচা সোনার ছেলে, তবে মামারদাশভিলিও এখন পিছিয়ে নেই। সে লিভারপুলে যোগ দিচ্ছে।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**